দ্য ক্রনিক্যালস অব নার্নিয়া

দ্য ম্যাজিশিয়ান নেফিউ

সি. এস. লুইস

অনুবাদ

প্রিন্স আশরাফ । তাহমিনা সানী

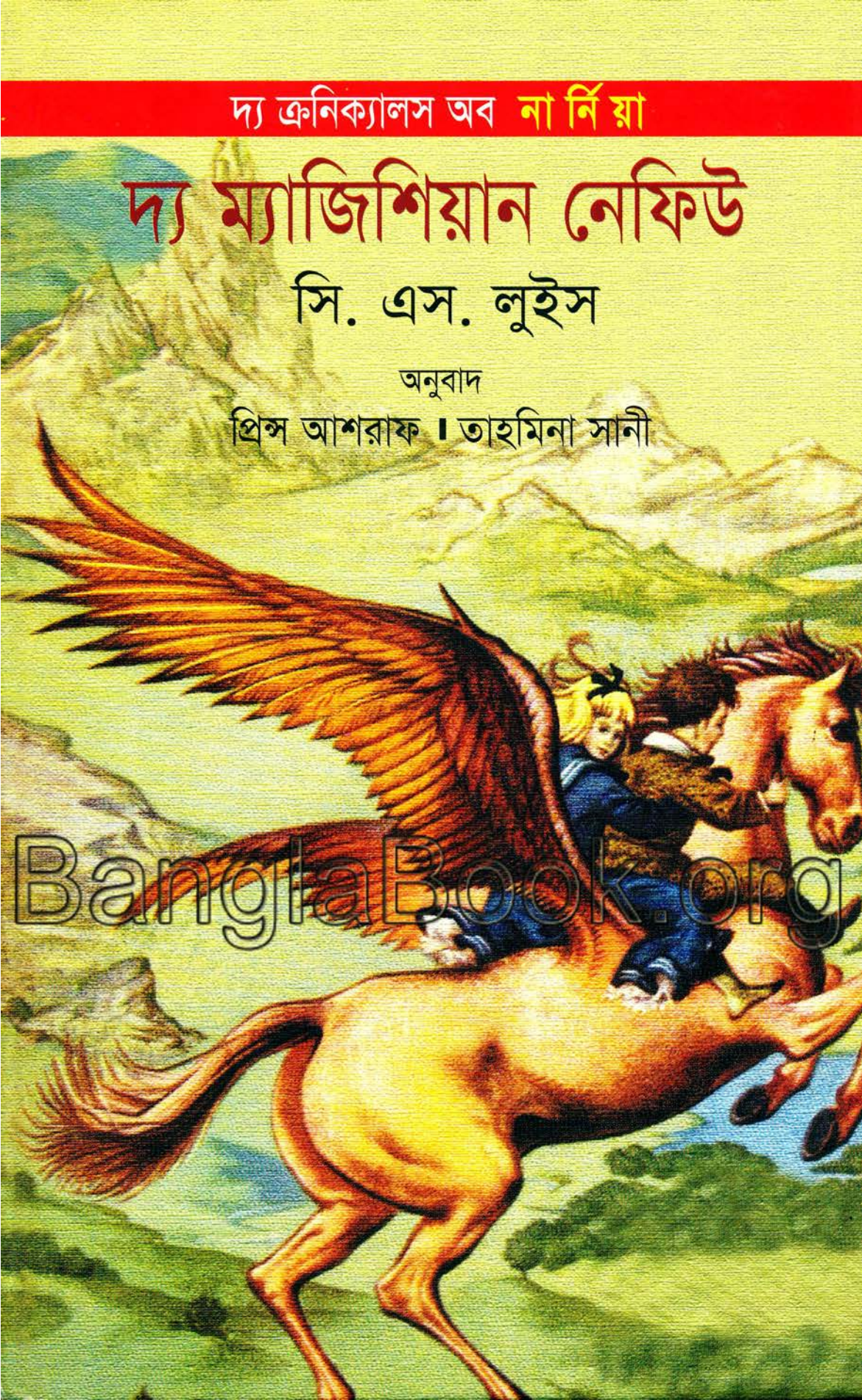

BanglaBook.org

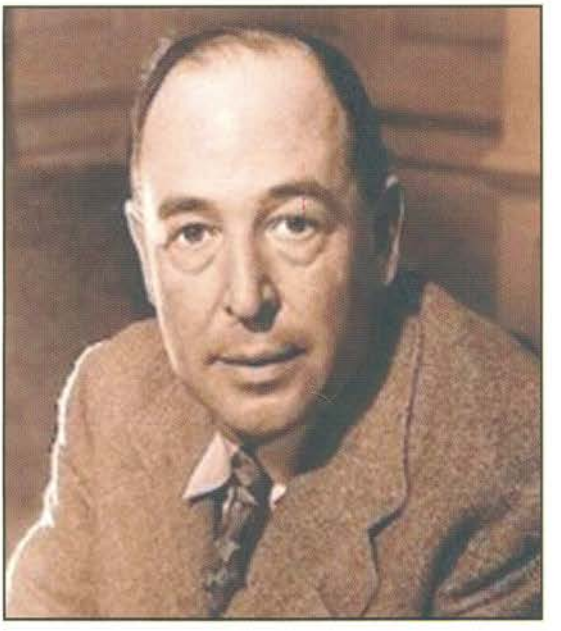

ক্লাইভ স্টাপল লুইস যিনি সংক্ষেপে সি. এস. লুইস নামেই সর্বাধিক পরিচিত, বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখক। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত চেয়ারে অভিষিক্ত হন।

তিনি তিরিশটির অধিক বই লিখেছেন। বইগুলো পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। প্রতিবছর হাজার হাজার নতুন পাঠক তার বইয়ে মুগ্ধ হয়। মেরি ক্রিস্টানিটি, আউট অব দ্য সাইলেন্ট প্ল্যানেট, দ্য গ্রেট ডিভোর্স, দ্য স্ক্রুটেপ লেটারস, দ্য ক্রনিক্যালস অব নার্নিয়া তার বিখ্যাত বইসমূহের অন্যতম। দ্য ক্রনিক্যালস অব নার্নিয়া সিরিজের বইগুলো এই পর্যন্ত লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়েছে। নার্নিয়া নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

www.BanglaBook.org

প্রিন্স আশরাফ জন্ম ৪ ফেব্রুয়ারি, বড়দল, সাতক্ষীরা। বাবা ডা. সফেদ আলী সানা। মা সাহারা খাতুন। পেশায় চিকিৎসক হয়েও লেখালেখিতে অধিক মনোযোগী। রহস্য, থ্রিলার, হরর, অতিপ্রাকৃত, সায়েন্স ফিকশনের পাশাপাশি মূলধারার গল্প উপন্যাসেও তার দক্ষতা সমানভাবে চোখে পড়ে। শিশু সাহিত্যেও তার পদচারণা লক্ষ্যণীয়। রহস্য পত্রিকা ছাড়াও প্রথম আলো, কালের কণ্ঠসহ দেশের সবগুলো শীর্ষস্থানীয় পত্রপত্রিকাতে নিয়মিত লিখছেন। লেখালেখির পাশাপাশি আলো ও ছায়া নামে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। দৈনিক যায়যায়দিনের সহ-সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন। বৈশাখী টিভি চ্যানেলে নাট্যকার প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার জিতেছেন। অনুবাদ সাহিত্যেও তার স্বচ্ছন্দ পদচারণা। ধুয়াশা গন্তব্যে, রূ, মৃত্যুছায়া, চক্র, মূর্তিরহস্য, ছিন্নমস্তক, পিশাচসাধক, যুযুধা, দানব, নিশাচর, হিম, দস্যিপনা, অপচ্ছায়া, রক্তচক্র, একাত্তরের রঙিন ঘুড়ি, সুন্দরবনে শিহরণ তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গুরুদাসী মা নামে ৭১টি একাত্তরের বইয়ের সিরিজে তার বই বের হচ্ছে।

তাহমিনা সানি জন্ম ৩ আগস্ট, চট্টগ্রাম। বাবা আবদুস সালাম, মা গোলজার বেগম। স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখির সাথে যুক্ত। ইডেন কলেজ থেকে মার্কেটিং-এ স্নাতকোত্তর করেছেন।

রহস্য পত্রিকায় নিয়মিত লেখার পাশাপাশি লিখছেন প্রথম আলো, কালেরকণ্ঠসহ অন্যান্য দৈনিক পত্র-পত্রিকাতেও।

লেখিকার অন্যান্য বই রক্ত পিয়াসা, স্বর্ণদেবতার অভিশাপ, প্রেতাত্মা, রহস্যময় নরমুন্ড, বেড়ালাত্মা। ছোটদের জন্য লিখেছেন, ভূতগুলো, অদ্রির গাছবন্ধু। মূলধারার লেখার পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্যে সরব পদচারণা। অনুবাদ করেছেন, ট্যুইলাইট সাগা, ভ্যাম্পেয়ার ডায়েরিস।

tahminasunny@gmail.com

দ্য ক্রনিকল অব নার্নিয়া

দ্য ম্যাজিশিয়ান নেফিউ

মূল সি এস লুইস

অনুবাদ

প্রিন্স আশরাফ

তাহমিনা সানি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অন্বেষা প্রকাশন

দ্য ক্রনিকল অব নার্নিয়া

দ্য ম্যাজিশিয়ান নেফিউ

মূল : সি এইচ লইস

অনুবাদ : প্রিন্স আশরাফ, তাহমিনা সানি

স্বত্ব © প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬

অন্বেষা ৫৪১

প্রকাশক
মো. শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ পি. কে রায় রোড, বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন : ৭১২৪৯৮৫, ০১৯১১৩৯৪৯১৭

প্রচ্ছদ
মূল বই অবলম্বনে
মশিউর রহমান

অলংকরণ
মূল বই অবলম্বনে

অক্ষর বিন্যাস
মো. নাছির উদ্দিন

মুদ্রণ
প্রগতি প্রিন্টার্স
২২/১ তোপখানা রোড, সেগুন বাগিচা

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ২৪০.০০ টাকা মাত্র

The Mahgician's Nephew by C.S. Lewis
Translated by Prince Ashraf and Tahmina Sunny
First Published February Book Fair 2016
Md. Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.

e-mail annesha2005@gmail.com

Price Tk. 240.00 only US $ 09.00
ISBN 978 984 92059 2 0 Code 542

উৎসর্গ

রিয়াদ আহমেদ

ও

রিদিয়ান আহমেদকে

সূচি

প্রথম অধ্যায়
ভুল দরজা ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়
ডিগোরি ও আঙ্কেল ২১

তৃতীয় অধ্যায়
জগতের মাঝের জঙ্গল ৩০

চতুর্থ অধ্যায়
বেল আর হাতুড়ি ৩৯

পঞ্চম অধ্যায়
ধ্বংসপ্রাপ্ত জগৎ ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়
আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর সমস্যার শুরু ৫৬

সপ্তম অধ্যায়
সামনের দরজা যা ঘটল ৬৬

অষ্টম অধ্যায়
ল্যাম্পপোস্টের লড়াই ৭৫

নবম অধ্যায়
নার্নিয়ার খোঁজ ৮২

দশম অধ্যায়
প্রথম কৌতুক ও অন্যান্য ৮৯

একাদশ অধ্যায়
ডিগোরি আর ওর চাচা সমস্যার মধ্যে ৯৮

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্বাদশ অধ্যায়
স্ট্রবেরির অ্যাডভেঞ্চার ১০৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়
অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকার ১১৫

চতুর্দশ অধ্যায়
গাছ রোপণ ১২৩

পঞ্চদশ অধ্যায়
এই গল্পের শেষ আর সব গল্পের শুরু ১৩০

দ্য ম্যাজিশিয়ানস নেফিউ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম অধ্যায়
ভুল দরজা

অনেক আগের গল্প। তোমাদের দাদারা যখন শিশু ছিল তখনকার গল্প। খুবই গুরুত্বপূর্ণ গল্প। কারণ নার্নিয়ায় আর আমাদের জগতের মাঝে কিভাবে যাওয়া আসা শুরু হয়েছিল তখনকার গল্প।

সেই দিনগুলোতে মিস্টার শার্লক হোমস তখনও বেকার স্ট্রিটে বাস করতেন। বাস্তাবল তখনও লুইশাম রাস্তায় ধনসম্পদ খুঁজে বেড়াত। সেই দিনগুলোতে, তুমি বালক হলে তোমাকে প্রতিদিন ইটন কলার পরা লাগতো। স্কুলগুলো এখনকার চেয়েও জঘন্য ছিল। কিন্তু খাবার-দাবার ছিল সুস্বাদু। মিষ্টিগুলো শুধু শস্তা আর সুমিষ্টই ছিল না, ওগুলো তোমার মুখে পানি নিয়ে আসতো। সেই দিনগুলোতে লন্ডনে পলি প্লামার নামে এক বালিকা বাস করতো।

পলি প্লামার লম্বা একসারি একত্রিত করা বাড়িতে বাস করতো। একদিন সকালে ও পেছনের বাগানে গেলে এক বালক ওপাশের বাগান থেকে এসে ওর মুখটা দেয়ালের কাছে রাখল। পলি বিস্মিত কারণ এখনও পর্যন্ত ওই বাড়িতে ও কোনো ছেলেমেয়ে দেখেনি। শুধুমাত্র মিষ্টার কেটরলি, মিস কেটরলি (ওরা ভাইবোন) আর বুড়ো চাকর একসাথে বাস করতো। পলি কৌতূহলের দিকে ছেলেটার দিকে তাকাল। অদ্ভুত ছেলেটার মুখ মাটি মাখা। মনে হয় যেন দুহাতে মাটি নিয়ে মুখে ঘষেছে।

'হ্যালো।' পলি বলল।

'হ্যালো।' ছেলেটি বলল, 'তোমার নাম কী?'

'পলি।' পলি বলল, 'তোমার?'

'ডিগোরি।' ছেলেটি বলল।

'কী মজার নাম!' পলি বলল।

'পলির চেয়ে কম মজার নয়!' ডিগোরি বলল।

'হ্যাঁ, তাই।' পলি বলল।

'না, তা নয়।' ডিগোরি বলল।

BanglaBook.org

'যেভাবেই হোক আমি আমার মুখ পরিষ্কার রেখেছি।' পলি বলল, 'তোমারও মুখটা পরিষ্কার করা দরকার। বিশেষত ওরকম...' পলি চুপ করে গেল। ও বলতে চাইছিল, 'ওরকম গাধার মতো বকবক করার পরে।' কিন্তু ও ভাবল প্রথম পরিচয়ে এরকম বলাটা শোভনীয় হবে না।

'ঠিক আছে, আমি মুখ ধুয়ে নিচ্ছি।' ডিগোরি বেশ জোরেই বলল। 'তো তোমারও অমনটি করা উচিত।' ও বলতে লাগল, 'তুমি যদি তোমার গোটা জীবন এই দেশে বাস করো। তোমার একটা পনি ঘোড়া থাকে, বাগানের শেষ প্রান্তে একটা নদী বয়ে যায় তাহলে তোমারও এরকম জঘন্য গর্তের মতো দেশে বেড়ে উঠতে হবে।'

'লন্ডন কোনো গর্ত নয়।' পলি অসহিষ্ণুভাবে বলল। কিন্তু ছেলেটা এতই উদ্ধত যে সেদিকে লক্ষ্যই করল না। ও বলে চলল, 'আর তোমার বাবা যদি ভারতে গিয়ে থাকে— তোমাকে তোমার খালা-খালুদের সাথে থাকতে হয়, যারা মোটামুটি পাগলা কিছিমের আর কারণটা যদি হয় তোমার মা, কারণ তোমার মা অসুস্থ এবং মরতে চলেছে...' ওর মুখটা আবার বিকৃত হয়ে গেল। কান্না চাপতে গিয়ে অমনটি হলো।

'আমি জানতাম না, আমি দুঃখিত।' পলি বিনয়ের সাথে বলল। তারপর ও বুঝতে পারল ডিগোরি কি বলেছে। ওর মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল—

'সত্যিই কি মিষ্টার কেটরলি পাগল?'

'বেশ, হয় উনি পাগল,' ডিগোরি বলল, 'অথবা অন্য কোনো রহস্য আছে। উপরের ফ্লোরে উনার একটা স্টাডি রুম আছে। লুসি আন্টি বলেছে, আমি যেন কখনই ওখানে না যাই। বেশ, ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় মনে হয়। আরেকটা ব্যাপার, যখনই আঙ্কেল খাবার টেবিলে আমার সাথে কোনো কথা শুরু করতে চান— উনি কখনও আন্টির সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন না- আন্টি উনাকে চুপ করিয়ে দেন। আন্টি বলেন, 'ওই ছেলেটাকে দুশ্চিন্তায় ফেলো না, এ্যান্ড্রু।' বা, 'আমি নিশ্চিত ডিগোরি এই কথাটা শুনতে চায় না।' অথবা 'এখন, ডিগোরি তুমি কি বাইরের বাগানে গিয়ে খেলবে?'

'তোমার আঙ্কেল কি বলার চেষ্টা করেন?'

'আমি জানি না। উনি খুব বেশি কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু আছে। এক রাতে, গত রাতেই- উনি আমার বিছানার পাশ দিয়ে অন্য রুমে যাচ্ছিলেন, আমি নিশ্চিত তখন একটা আর্তনাদের শব্দ শুনেছি।'

'সম্ভবত উনি উনার একজন পাগল স্ত্রীকে উপরে আটকে রেখেছেন।'

'হ্যাঁ, আমিও অমনটি ভেবেছি।'

BanglaBook.org

'অথবা সম্ভবত উনি একজন মুদ্রা প্রস্তুতকারক।'

'বা এমনটি হতে পারে একজন দস্যু। যেমনটি ট্রেজার আইল্যান্ডের লোকটি ছিল। সবসময় নিজেকে পুরানো বন্ধুদের থেকে লুকিয়ে থাকতো।'

'কি উত্তেজনাকর ব্যাপার!' পলি বলল, 'আমি কখনও জানতাম না তোমার বাড়িটা এতটা মজার বাড়ি।'

'তুমি হয়তো ব্যাপারটাকে মজার ভাবতে পার।' ডিগোরি বলল। 'কিন্তু ওখানে যদি তোমাকে শুতে হতো তাহলে আর তোমার কাছে মজার লাগতো না। তুমি একা শুয়ে আছো, সেই সময় তোমার আঙ্কেল যদি চুপি চুপি এসে তোমার রুমে উঁকি দেয় তাহলে তোমার কেমন লাগবে? আর ওরকম ভয়ানক চোখের চাহনি।'

এভাবেই পলি আর ডিগোরি একে অন্যের সাথে পরিচিত হলো। গ্রীষ্মের ছুটির দিনের শুরুতেই ওদের এই পরিচয় ঘটে। এবারে ওরা আর কেউ সমুদ্র ভ্রমণে যাচ্ছে না। প্রায় প্রতিদিনই ওদের দেখা হতে থাকে।

ওদের অ্যাডভেঞ্চার প্রধানত গ্রীষ্মের ভেজা আর শীতার্ত আবহাওয়ার কারণে হতে থাকে। ওরা প্রায়ই বাড়িতে আটকা পড়ে থাকে। সেকারণেই ঘরের ভেতরের অ্যাডভেঞ্চারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। একটা বিশাল বাড়িতে মোমবাতি খুঁজে বেড়ানোর মতোই অ্যাডভেঞ্চার। পলি অনেক আগেই

BanglaBook.org

আবিষ্কার করেছে বাড়ির ভেতরের অন্ধকার জায়গাগুলোতে রহস্যময় কিছু থাকে। ও একটা অন্ধকার জায়গা খুঁজে পেয়েছে। অন্ধকার জায়গাটা একটা লম্বা টানেলের মতো। ওখানে একপাশে ইটের দেয়াল আর অন্য পাশে ছাদের দিকে উঠে গেছে। এই টানেলের শেষ মাথায় কোনো ফ্লোর নেই। ও ভেবেছিল ওখানে চোরাকারবারির কিছু পাবে। ও কয়েকটা পুরোনো পাকিং কেস, কিচেন চেয়ারের ভাঙা সিট এসবই পড়ে আছে। এখানেই ও একটা ক্যাশ বক্স পেল। ওটাতে কয়েকটা মুদ্রাও ছিল। ও এ নিয়ে একটা গল্পও লিখেছে। ও এখানে এসে প্রায়ই জিন্‌জার-বেয়ার পান করে। পুরোনো বোতলগুলোতে জায়গাটা অনেক বেশি চোরাকারবারিদের গুহার মতো মনে হয়।

ডিগোরির জায়গাটা কিছুটা পছন্দ হয়েছে। কিন্তু ও গুহায় বসে থাকার চেয়ে চারদিকে কী আছে দেখতেই পছন্দ করে।

'এদিকে দেখ,' ডিগোরি বলল, 'এই টানেলটা কতদূর গেছে? আমি বলতে চাইছি ওটা কি তোমাদের বাড়ির শেষ প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে?'

'না,' পলি বলল। 'ওটা ছাদের দিকে যায়নি। আমি জানি না কতদূর গেছে।'

'তাহলে আমরা গোটা বাড়ির দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যেতাম।'

'হ্যাঁ, তা পেতাম।' পলি বলল, 'আর ওহ, আমি বলছি কি!'

'কী?'

'আমরা অন্য বাড়িতে যেতে পারি।'

'হ্যাঁ। তাতে আমরা সিঁধেল চোর হিসেবে ধরা পড়ব! না, অনেক ধন্যবাদ।'

'অতো চালাক হতে যেও না। আমি তোমাদের পেছনের বাড়িটাতে যাওয়ার ব্যাপারে ভাবছিলাম।'

'ব্যাপারটা কি?'

'কেন, ওটা তো খালি আছে। বাবা বলেছে, আমরা এখানে আসা অবধি ওটা খালিই পড়ে আছে।'

'আমার মনে হয় তাহলে ওই বাড়িটাই একটু দেখে আসা দরকার।' ডিগোরি বলল। ওর কথাতেই বোঝা যাচ্ছে চুপচাপ অন্ধকার ঘরে বসে থাকার চেয়ে এসব ব্যাপারেই ও বেশি আগ্রহী। ওই বাড়িটা ওরকম খালি পড়ে আছে কেন ওটাই সে ভাবছিল। পলিও তাই ভাবছিল। ওরা কেউ বাড়িটাকে 'পোড়োবাড়ি' বলেনি। কিন্তু ওদের দুজনেরই ওরকমটি মনে হচ্ছিল।

BanglaBook.org

'আমরা কি এখন গিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখব?' ডিগোরি বলল।

'ঠিক আছে।' পলি বলল।

'তুমি না যেতে চাইলে থাক।' ডিগোরি বলল।

'তুমি চাইলে আমি যেতে চাই।' পলি বলল।

'আমরা কিভাবে বুঝতে পারব পরের ওই বাড়িটাতেই গিয়েছি?'

ওরা সিদ্ধান্ত নিল ওরা বক্সরুম থেকে বেরিয়ে হেঁটে সামনের দিকে যাবে। পলির বাড়ির বেরিয়ে যাওয়া প্যাসেজটা ধরে চাকরের বেডরুম থেকে বক্সরুমের দিকে যাবে। তাতে বাড়ির দৈর্ঘ্যটা বুঝতে পারবে। দুবার ওরকম দূরত্ব অতিক্রম করলে ডিগোরির বাড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে। তারপর যেকোন দরজা দিয়ে খালি বাড়িতে ঢুকতে পারবে।

'কিন্তু আমার মনে হয় না বাড়িটা সত্যিই ফাঁকা বাড়ি।' ডিগোরি বলল।

'তুমি কি আশা করছো?'

'আশা করছি কেউ একজন গোপনে ওই বাড়িতে বাস করে। শুধুমাত্র রাতেই যাওয়া আসা করে। একটা অন্ধকার নিয়ে যাওয়া আসা করে। সম্ভবত আমরা একদল বেপরোয়া ক্রিমিনালকে পাকড়াও করে পুরস্কার পাব। যখনই কোনো বাড়ি অনেক বছর ধরে ফাঁকা পড়ে থাকে তখনই কোনো না কোনো রহস্য থাকে।'

'বাবা ভেবেছিল ওই ড্রেনের কারণেই হবে।' পলি বলল।

'ফুঁহ! বড়োরা সবসময়ই সাধারণ ব্যাখ্যাই চিন্তা করেন।' ডিগোরি বলল।

BanglaBook.org

ওরা এখন দিনের আলোতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

ওরা এটিকটাকে পরিমাপ করে পেন্সিল দিয়ে অংক করতে বসল। প্রথমে ওরা দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পেয়েছিল। ওরা ব্যস্ত ছিল বলেই অমনটি হয়েছিল।

'আমাদের কোনো শব্দ করা চলবে না।' পলি সিস্টার্ন বেয়ে উঠতে উঠতে বলল। ওরা এখন একটা করে মোমবাতি হাতে নিয়েছে।

ভেতরে অনেক অন্ধকার আর ধুলোয় ভরা। ওরা ফিসফিস করে বলল, 'আমরা এখন তোমার এটিকের বিপরীতে।' বা 'এটা অবশ্যই তোমার বাড়ির অর্ধেকটা পথ হবে।' ওরা কেউ হোঁচট খেল না। মোমবাতিও জ্বালান লাগল না। শেষ পর্যন্ত ওরা একটা ইটের দেয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট দরজা দেখতে পেল। বাইরে থেকে কোনো হুক বা খিল নেই। বোঝাই যাচ্ছে দরজাটা শুধু ভেতরে যাওয়ার। বাইরে বেরিয়ে আসার নয়। কিন্তু একটা ক্যাচ আছে, যা দিয়ে ওরা দরজাটাকে ঘোরাতে পারবে।

'আমি যাব?' ডিগোরি বলল।

'তুমি পারলে আমিও পারব।' পলি বলল। আগেও অমনটি বলেছিল। দুজনেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ ফিরে আসতে চাইছে না। ডিগোরি ক্যাচটাকে ঘোরাল। প্রথমে একটু শক্ত হলেও ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। হঠাৎ করে দিনের আলো ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ওর অবাক হয়ে দেখল ওরা যেরকম একটা এটিক রুম মনে করছিল সেরকম কিছু নয়, খুব ভালো ফার্নিশড রুমে এসে পড়েছে। কিন্তু রুমটাও যথেষ্ট খালি। পলির কৌতূহল মিটে গিয়েছিল। ও ফুঁ দিয়ে ওর মোমবাতি নিভিয়ে দিল। তারপর কোনো শব্দ না করে অদ্ভুত রুম থেকে বেরিয়ে এল।

রুমটা এটিক রুমের আকৃতির কিন্তু ড্রয়িংরুমের মতোই ফার্নিশড করা। প্রতিটি দেয়ালে বুক শেলফ আছে এবং প্রতিটি বুক শেলফই বইয়ে ভরা। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। তার সামনে একটা উঁচু আর্মচেয়ার। চেয়ার আর দরজায় দাঁড়ানো পলির মাঝখানে বিশাল একটা টেবিল। টেবিলের উপরে প্রিন্টেড বই, বই লেখার বই, কালির দোয়াত, মোম আর একটা মাইক্রোস্কোপ। কিন্তু পলি প্রথমেই লক্ষ্য করল একটা কাঠের লাল ট্রেতে কতগুলো আংটি। জোড়ায় জোড়ায় আছে। একটা হলুদ আংটির সাথে একটা সবুজ আংটি, তারপর একটু ফাঁক, তারপর আরেকটা সবুজ আর হলুদ আংটি। ওগুলো সাধারণ আংটির চেয়ে খুব একটা বড় নয়। কিন্তু ওদের ঔজ্জ্বল্যের কারণে কেউ ওদিকে না তাকিয়ে থাকতে পারবে না।

BanglaBook.org

রুমটা এত নিঃশব্দ যে পলি ঘড়ির কাঁটার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ও বুঝতে পারলে পুরোপুরি নিঃশব্দ নয়। খুব মৃদু একটা শব্দ আসছে। কেমন যেন সঙ্গীতের মূর্ছনার আওয়াজের মতো।

'সব ঠিক আছে। ওখানে কেউ নেই।' পলি ঘাড় ঘুরিয়ে ডিগোরিকে বলল। ও এখনও ফিসফিস করেই কথা বলছে। ডিগোরি বেরিয়ে এল। ওদের দুজনকেই বেশ নোংরা দেখাচ্ছে।

'ব্যাপারটা ভালো হলো না।' ডিগোরি বলল, 'এটা কোনো খালি বাড়ি নয়। কেউ আসার আগেই আমরা এখান থেকে চলে যাই।'

'তুমি ভাবছ ওরা কারা হতে পারে?' পলি রঙিন আংটিগুলোর দিকে দেখিয়ে বলল।

'ওহ, চলে এসো।' ডিগোরি বলল, 'যত তাড়াতাড়ি...'

BanglaBook.org

ডিগোরি ওর কথা শেষ করতে পারল না। সেই মুহূর্তেই অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। ফায়ারপ্লেসের সামনের উঁচু আর্মচেয়ার হঠাৎ করে নড়তে শুরু করল। আর ওর থেকে কেউ একজন উঠে দাঁড়াল। যেন কোনো দৈত্য আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর রুপ ধরে চলে এসেছে। ওরা মোটেই ফাঁকা বাড়িটাতে আসেনি। ওরা ডিগোরির বাড়িতে সেই নিষিদ্ধ স্টাডিরুমে ঢুকেছে। ওরা দুজনই 'ও-ও-ওহ।' তখনই ওদের ভুলটা বুঝতে পারল।

আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বেশ লম্বা এবং খুব শুকনো পাতলা। উনি সবসময় ক্লিন শেভড হয়ে থাকেন। লম্বা নাক আর জ্বলজ্বলে চোখের কারণে অদ্ভুত লাগে।

ডিগোরি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু হাজারবার ওকে এই রুমের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। পলি ততটা ভয় পাইনি। কিন্তু তাড়াতাড়িই পাবে। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু প্রথম যে কাজটা করল, হেঁটে দরজার কাছে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দিল। দরজা লক করে দিল। তারপর ঘুরে জ্বলজ্বলে চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি দিল।

'এখানে!' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বলল, 'এখন আমার বোকা ভ্রান আর তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

ওরা এমনটি আশা করেনি। পলির হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। ও আর ডিগোরি ওরা যে ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল পেছাতে পেছাতে সেদিকে গেল। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ওদের চেয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের পেছনের দরজাটাও বন্ধ করে দিল। তারপর ওদের সামনে দাঁড়াল। দুহাত ঘষে আঙুল মটকে নিল। হাতের আঙুলগুলোও অনেক লম্বা।

'তোমাদের দুজনকে দেখে আমি খুশি হয়েছি।' তিনি বললেন, ' দুজন বাচ্চাকে আমার দরকার ছিল।'

'প্লিজ, মিস্টার কেটরলি,' পলি বলল, 'এখন ডিনারের সময় হয়ে গেছে। আমাকে বাড়ি যেতে হবে। আপনি কি দয়া করে আমাদের বাইরে যেতে দেবেন?'

'ঠিক এখনই নয়।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'এরকম সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। আমার দুজন ছেলেমেয়ে দরকার। তোমরা দেখছো, আমি একটা এক্সপেরিমেন্টের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছি। আমি গিনিপিগের ওপরে তা প্রয়োগ করেছি। ওতে কাজ হয়েছে। কিন্তু গিনিপিগ তোমাকে কোনোকিছু বলতে পারে না। আর তুমি ব্যাখ্যা করে বলতে পারো কিভাবে ফিরে আসতে হয়।'

BanglaBook.org

'এদিকে দেখুন, আঙ্কেল এ্যান্ড্রু' ডিগোরি বলল, 'সত্যি এখন ডিনার টাইম হয়ে গেছে। ওরা যেকোন মুহূর্তে আমাদের খুঁজতে এখানে চলে আসবে। আপনার অবশ্যই আমাদের যেতে দেয়া উচিত।'

'অবশ্যই?' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন।

ডিগোরি আর পলি একে অন্যের দিকে তাকাল। ওরা কিছু বলতে সাহস করল না। কিন্তু ওদের চাহনিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'ব্যাপারটা কি ভয়ানক নয়?' আর 'আমাদের অবশ্যই ওকে সমঝে চলতে হবে।'

'আপনি যদি আমাদের ডিনারে যেতে দেন,' পলি বলল, 'আমরা ডিনার সেরে ফিরে আসতে পারি।'

'আহ, কিন্তু আমি কিভাবে জানব তোমরা তা করবে?' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ধূর্ত হাসি দিয়ে বলল। তারপর তিনি মন বদলালেন।

'বেশ, বেশ,' তিনি বললেন, 'তোমাদের যদি অবশ্যই যেতে হয়, তাহলে মনে হয় যাওয়াই উচিত। আমি আশা করতে পারি তোমাদের মতো দুজন ছেলেমেয়ে আমার মতো একজন বুড়ো মানুষের সাথে কথা বলে মজা পাবে।' তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, 'তোমাদের কোনো ধারণাই নেই আমি মাঝে মাঝে কতটা নিঃসঙ্গ বোধ করি। কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার নয়। তোমরা ডিনারে যাও। কিন্তু তোমাদের যাওয়ার আগে আমি অবশ্যই তোমাকে একটা উপহার দেব। আমার এই পুরানো স্টাডিরুমে তো আর প্রতিদিনই কোনো মেয়েকে দেখতে পাই না। বিশেষত, তুমি খুবই আকর্ষণীয় মেয়ে।'

পলি ভাবতে শুরু করল লোকটি সত্যি সত্যি পাগল নয়তো।

'তুমি কি আংটি পছন্দ করো না, মাই ডিয়ার?' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু পলিকে বললেন।

'আপনি কি বলতে চাইছেন ওই হলুদ বা সবুজ আংটির একটি?' পলি বলল, 'কী সন্দুর!'

'সবুজটা নয়।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'আমি তোমাকে ওই সবুজ আংটি দিতে পারব না। কিন্তু তুমি যদি হলুদ আংটিটা নাও তাহলে আমি খুশি হব। এদিকে এসে চেষ্টা করে দেখ।'

পলির ভয় কেটে গেছে। বুঝতে পারছে ওই বুড়ো ভদ্রলোক পাগল নয়। ওই উজ্জ্বল অদ্ভুত আংটিগুলোর মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু আছে। ও আংটির ট্রের দিকে এগিয়ে গেল।

BanglaBook.org

'কেন! আমি বলতে চাইছি,' পলি বলল, 'ওই গুনগুন আওয়াজটা এখানেই বেশি ছিল। মনে হচ্ছিল আংটিগুলো এখানেই বানানো হয়েছে।'

'কি মজার কথা, মাই ডিয়ার।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু হাসতে হাসতে বললেন। সাধারণ হাসির মতোই মনে হলেও ডিগোরি দেখতে পেল আঙ্কেলের মুখটা লোভীর মতো হয়ে উঠেছে।

'পলি! বোকার মতো কাজ করো না!' ডিগোরি চেঁচিয়ে উঠল, 'ওগুলোকে স্পর্শ করো না।'

অনেক দেরি হয়ে গেছে। যখনি ও কথাটা বলছিল, তখনই পলি আংটি ছুঁয়ে ফেলল। আর তৎক্ষণাৎ কোনোরকম শব্দ, সংকেত অথবা ঝলকানি ছাড়াই পলি অদৃশ্য হয়ে গেল। ডিগোরি আর আঙ্কেল একাই রুমে দাঁড়িয়ে রইলেন।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
ডিগোরি ও আঙ্কেল

ব্যাপারটা এতই অকস্মাৎ ঘটে গেল ডিগোরি ওর দুঃস্বপ্নেও অমনটি কল্পনা করেনি। ডিগোরি চেঁচিয়ে উঠল। তখনই আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ডিগোরির মুখ চেপে ধরো বললেন, 'চেঁচিয়ো না!' তারপর ওর কানের কাছে হিসহিসিয়ে বলল, 'তুমি চেঁচাতে শুরু করলে তোমার মা শুনে ফেলবে। আর তুমি তো জানো তাতে ও কতটা ভয় পাবে।'

ডিগোরি জানাল, পলির অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ভয়ানক ঘটনাটা ওকে অসুস্থ করে তুলেছে। কিন্তু ও আর চেচাল না।

'বেশ ভালো' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'সম্ভবত তুমি না চেচিয়ে পারতে না। কাউকে প্রথমবার অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখাটা এক ধরনের শকের মতো। প্রথমবার যখন গিনিপিগ অদৃশ্য হয়ে গেল তখনও আমার অমনটি হয়েছিল।

'তার মানে আপনি তখন চেচিয়েছিলেন?' ডিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'ওহ, তুমি তা শুনতে পেয়েছিলে? আশা করি তুমি আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করোনি?'

'না, তা করিনি।' ডিগোরি বলল, 'কিন্তু পলির কী হয়েছে?'

'আমাকে অভিবাদন জানাও, মাই ডিয়ার।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু হাত ঘষতে ঘষতে বলল, 'আমার এক্সিপেরিমেন্ট সফল হয়েছে। ছোট মেয়েটা চলে গেছে- অদৃশ্য হয়েছে— আমাদের দুনিয়া থেকে বাইরে চলে গেছে।'

'আপনি ওকে কী করেছেন?'

'ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি— বেশ— আরেকটা জগতে।'

'তার মানে কী?' ডিগোরি জিজ্ঞেস করল।

আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বসে পড়ে বললেন, 'বেশ, আমি তোমাকে এ ব্যাপারটা বলব। তুমি কি কখনও বুড়ো মিসেস লেফির কথা শুনেছো?'

'তিনি কি মহান আন্টি বা এরকম কিছু ছিলেন?' ডিগোরি বলল।

'ঠিক তা নয়।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'তিনি আমার গডমাদার। ওইতো দেয়ালে ওর ছবি টানানো আছে। ।'

BanglaBook.org

ডিগোরি তাকিয়ে একটা বিবর্ণ ফটোগ্রাফ দেখতে পেল। বুড়ো মহিলার ছবি। ওর মনে পড়ে গেল একটা ড্রয়ারের মধ্যেও ওরকম একটা ছবি দেখেছিল। ও মাকে জিজ্ঞেস করতেই মা বলেছিল এই ব্যাপারে কোনো কথা না বলতে। খুব একটা সুন্দর মুখ নয় কিন্তু পুরানো ছবিতে মুখগুলো অমনই থাকে।

'উনার ব্যাপারে কি কোনো সমস্যা আছে, আঙ্কেল এ্যান্ড্রু?' ডিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'বেশ,' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু হাসতে হাসতে বললেন, 'ব্যাপারটা নির্ভর করছে তুমি সমস্যা বলতে কী বোঝাতে চাইছো তার ওপর। লোকজন খুবই নিচু মনের। পরবর্তী জীবনে হয়তো উনি অদ্ভুত আচরণ করেছেন। অজ্ঞানের মতো কাজ করেছেন। সে কারণেই সবাই ওকে চুপ করিয়ে রেখেছিল।'

'অ্যাসাইলামে, আপনি কি তাই বলতে চান?'

'ওহ না, না, না' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'ওরকম কিছু নয়। শুধুমাত্র বন্দি করে রাখা।'

'উনি কী করেছিলেন?'

'ওহ, বেচারি মেয়ে মানুষ।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'তিনি খুবই যুক্তিহীন কাজ করেছিলেন। অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে। আমার খারাপ কিছু বলার দরকার নেই। উনি সবসময়ই আমার প্রতি সদয় ছিলেন।'

'কিন্তু এখানে দেখুন, পলির সাথে ব্যাপারটা কি হলো? আমি আশা করছি আপনি ওকে...'

'খুবই ভালো সময়, মাই বয়।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'বুড়ি লেফয় মারা যাওয়ার আগে ওর সাথে লোকজনের দেখা করতে দিয়েছিল। উনি অসুস্থ অবস্থায় আমাকে উনার কাছে যেতে দিয়েছিলেন। উনি সাধারণ, অজ্ঞ লোকদের অপছন্দ করতেন, বুঝতে পেরেছো। কিন্তু উনি আর আমি একই রকম জিনিসপত্রে আগ্রহী ছিলাম। ওর মৃত্যুর কয়েক দিন আগের ঘটনা, উনি আমাকে ডেকে বললেন, ওর বাড়িতে পুরানো কক্ষে যেতে। ওখানে একটা গোপন ড্রয়ার খুলতে। ওখানে যে ছোট বক্সটা পাওয়া যাবে উনার কাছে এনে দিতে। আমি রহস্যময় বক্সটা এনে উনার কাছে দিলাম। উনি বক্সটা আমার হাতে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, যখনই উনি মারা যাবেন আমি যেন বক্সটা নিয়ে না খুলেই পুড়িয়ে ফেলি। ওই প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারিনি।'

'বেশ, তাহলে আপনি অনেক খারাপ কাজ করেছেন?' ডিগোরি বলল।

'খারাপ কাজ?' আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে দ্বিধান্বিত দেখাল।

BanglaBook.org

ওহ, হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি বলতে চাইছো ছোট ছেলেরা সবসময়ই প্রতিজ্ঞা পালন করে। খুবই সত্য কথা। আমি নিশ্চিত সবাই তাই করে। আমি খুবই খুশি যে তুমিও অমনটি শিখেছো। কিন্তু তোমার বুঝতে হবে আমার কৌতূহলটা অনেক বেশি ছিল। না. ডিগোরি, আমার মতো মানুষেরা, যারা লুকানো জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত, তারা সাধারণ মানুষের মতো নয়। আমাদের অনেক উচ্চকিত নিসঙ্গ ভাগ্য বরণ করতে হয়।'

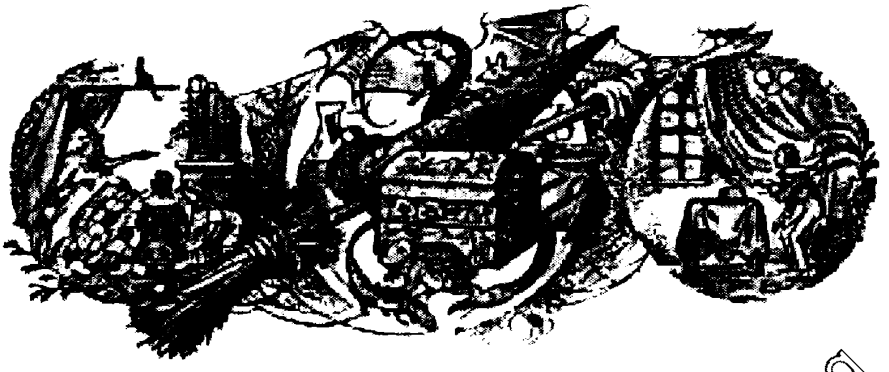

আঙ্কেলের দীর্ঘশ্বাস, মহৎ চেহারা দেখে সেকেন্ডের জন্য ডিগোরির কাছে আঙ্কেলকে বেশ ভালো মানুষ মনে হলো। কিন্তু পলি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে আঙ্কেলের মুখের সেই কুৎসিত ভঙ্গিটা ওর মনে পড়ে যেতেই ওর মনে হলো, 'নিজের স্বার্থের জন্য উনি যেকোনো কিছুই করতে পারেন।'

'অবশ্যই' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে ওই বক্সটা খোলার কোনো সাহস করিনি। আমি জানতাম, ব্যাপারটা খুবই ভয়াবহ কিছু হতে পারে। আমার গডমাদার খুবই সুপ্রসিদ্ধ মহিলা ছিলেন। সত্যটা হলো, এই দেশে তিনিই পরীর রক্তের শেষ অধিকারিণী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ডিগোরি, তুমি এখন পরীর রক্তের শেষ মানুষটার সাথে কথা বলছ। তুমি যখন বুড়ো হয়ে যাবে তখন এই কথাটা মনে রাখবে।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি উনি খুব খারাপ পরী ছিলেন।' ডিগোরি ভাবল। কিন্তু জোরে জোরে বলল, 'কিন্তু পলির ব্যাপারটা কি হলো?'

'ব্যাপারটা কিভাবে হলো তাই বলি!' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'আমার প্রথম কাজ ছিল বক্সটা নিয়ে গবেষণা করা। খুবই প্রাচীন আমলের বাক্স। আমি খুব ভালো করেই জানতাম ওটা গ্রিক নয়। অথবা পুরো ইজিপশিয়ান বা বাবলিনিয়ন অথবা হিট্রি বা চাইনিজ এসব নয়। এসব দেশ থেকে অনেক প্রাচীন কিছু। যেদিন শেষ পর্যন্ত সত্যটা জানতে পারলাম সেদিনটা ছিল আমার জন্য অন্যরকম একটা দিন। বক্সটা হলো আটলান্টিয়ান।

BanglaBook.org

বক্সটা হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিসের থেকে এসেছিল। তার মানে হলো পাথর যুগের থেকেই একশ বছরের পুরানো। অন্য খুঁড়ে পাওয়া জিনিসের মতো ওরকম এবড়োখেবড়ো জিনিস ছিল না এটা। সেই সময়ে আটলান্টিসে অত্যাধুনিক শহরে শিক্ষিত মানুষেরা বাস করতো।'

তিনি থামলেন। আশা করছিলেন ডিগোরি কিছু একটা বলবে। কিন্তু ডিগোরি আঙ্কেলকে সহ্য করতে পারছিল না। ও কিছুই বলল না।

'এই ফাঁকে,' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বলতে লাগলেন, 'আমি অন্য পদ্ধতিতে জাদুবিদ্যা শিখে নিয়েছি। তাতে আমার একটা ধারণা এসেছে ওই বাক্সটাতে কোনো ধরনের জিনিস থাকতে পারে। কয়েকটা পরীক্ষা করে আমি সম্ভাব্য জিনিসগুলো বুঝতে চাইছি। আমি অনেকগুলো পরীক্ষণের মাধ্যমে জিনিসটার ধারণা পেতে শুরু করি। তাই করতে গিয়ে আমার চুল পেকে যায়। একজন মানুষ কোনো কিছু ছাড়াই জাদুকর হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আমার শরীর ভেঙে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি জিনিসটা জানতে পারি।'

তারপর তিনি ফিসফিস করে বলেন—

'আটলান্টিন বাক্সে এরকম কিছু ছিল, যা অন্য জগৎ থেকে আমাদের পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতেই এসেছে।'

'কি?' ডিগোরি জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না।

'শুধুমাত্র ধুলো।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'অপূর্ব সূক্ষ্ম শুস্ক ধূলিকণা। দেখে আর কিছু পাওয়া গেল না। সারাজীবন গবেষণার পরে খুব বেশি কিছু নয়। আহ, কিন্তু যখনই আমি ধুলোগুলোর দিকে তাকালাম, ভাবতে লাগলাম এর প্রতিটি ধুলিকণাই অন্য জগৎ থেকে এসেছে— আমি অন্য গ্রহের কথা বোঝাইনি, তুমি জানো। আমাদের এই জগৎ ছাড়াও অন্য আরেকটা জগৎ আছে— আরেকটা প্রকৃতি, আরেকটা বিশ্ব— এরকম কোথায় আছে যেখানে তুমি স্পেসশিপ দিয়েও যেতে পারবে না। এরকম একটা জগৎ যেখানে শুধুমাত্র জাদুবিদ্যার মাধ্যমেই পৌঁছানো যায়— বেশ!' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু হাত ঘষে ফায়ার প্লেসে হাত গরম করলেন।

'আমি জানতাম,' তিনি বলতে লাগলেন, 'তুমি যদি শুধুমাত্র ঠিক আকৃতিতে থাকতে পারো, তাহলে ওই ধূলিকণা তোমাকে আবার একইরকম আকৃতিতে এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু সমস্যা হলো সঠিক আকৃতিতে থাকতে পারাটা। আমার আগের সবগুলো এক্সপেরিমেন্টই ব্যর্থ হয়েছে। আমি কয়েকটা গিনিপিগের উপর প্রয়োগ করেছিলাম। কয়েকটা মারা গেছে। কয়েকটা বোমার মতো ফেটে গেছে...'

BanglaBook.org

'আপনি খুব নিষ্ঠুর ব্যাপার করেছেন।' ডিগোরি বলল। ওর একসময় একটা পোষা গিনিপিগ ছিল।

'তুমি ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখছ কেন!' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'ওই প্রাণীগুলো পরীক্ষণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। আমি ওগুলো কিনে এনেছিলাম। এখন বলো তো আমি কি বলছিলাম? ওহ, হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত আমি এই আংটিগুলো বানাতে সমর্থ হলাম। এই হলুদ আংটিগুলো। কিন্তু এখন আরেকটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিত এই হলুদ আংটিগুলো যেকোনো প্রাণীকে স্পর্শ করা মাত্রই অন্য জগতে পৌঁছে দেয়। কিন্তু ওরা যদি ফিরে না আসে তাহলে ওরা কি দেখতে পেল তা আমাকে কিভাবে বলবে?'

BanglaBook.org

'আর ওদের কী হয়?' ডিগোরি বলল, 'ওরা যদি ফিরে না আসতে পারে তাহলে তো সব তালগোল পাকিয়ে যাবে!'

'তুমি সব কিছুই ভুলভালো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছ।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু অধৈর্যের সাথে বললেন, 'তুমি কি বুঝতে পারছ না এটা মহান এক্সপেরিমেন্ট? কাউকে অন্য জগতে পাঠিয়ে দেয়াটার অর্থ হলো আমি খুঁজে দেখতে চাই সেখানে কী আছে।'

'বেশ, তাহলে আপনি নিজেই অন্য জগতে যাচ্ছেন না কেন?'

আঙ্কেল বিস্মিত হলেন। তিনি এই সাধারণ প্রশ্নেই থতমতো খেয়ে বললেন, 'আমি? আমি? এই ছেলেটা অবশ্যই পাগল হয়ে গেছে! আমার

মতো বয়সী একজন মানুষ, এরকম ভগ্ন স্বাস্থ্যের একজন মানুষ কিভাবে এরকম রিস্ক নিতে পারে। আরেকটা জগতে চলে যাওয়ার ধাক্কাটা কিভাবে সামলাবে? আমি আমার জীবনে এত অদ্ভুত কথা কখনও শুনিনি। তুমি কি বুঝতে পারছ তুমি কী বলেছো? আরেকটা জগৎ মানেই হলো— তোমার যেকোনো জিনিসের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে।'

'তাহলে আপনি পলিকে পাঠালেন কী মনে করে।' ডিগোরি বলল। ও এখন রেগে আছে। 'আমি এটুকু অন্তত বলতে পারি...এমনকি আপনি আমার আঙ্কেল হলেও— আপনি কাপুরুষের মতো আচরণ করেছেন। যেখানে আপনি নিজে যেতে ভয় পান সেখানে একটা মেয়েকে পাঠিয়ে আপনি কাপুরুষের পরিচয় দিয়েছেন।'

'চুপ করো!' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু টেবিলে চাপড় দিয়ে বললেন, 'আমি একজন ছোট্ট নোংরা স্কুলবালকের এরকম কথা বরদাশত করব না। তুমি বুঝতে পারনি। আমি মহান বিদ্বান। গ্রেট ম্যাজিসিয়ান। আমি এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত আছি। আর সেই এক্সপেরিমেন্টে অবশ্যই আমার সাবজেক্টের দরকায় হয়। খোদার দোহাই, আমাকে বলো, এক্সপেরিমেন্টের আগে কি আমার গিনিপিগগুলোর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে! স্যাক্রিফাইস ছাড়া কোনো মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। কিন্তু আমার নিজের অন্য জগতে যাওয়ার আইডিয়াটা হাস্যকর। ব্যাপারটা এরকম যেন একজন জেনারেলকে সাধারণ সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ করতে বলা। ধরো, আমি মারা পড়লাম, তাহলে আমার গোটা জীবনের কর্মকান্ডের কী হবে?'

'ওহ, এসব ভ্যাজর ভ্যাজর বন্ধ করুন।' ডিগোরি বলল, 'আপনি কি পলিকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছেন?'

'আমি তোমাকে আগেও বলেছি, তুমি তখন বারবার আমাকে বাঁধা দিচ্ছিলে,' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'অন্য জগৎ থেকে ফিরে আসার জন্য আমি একটা উপায় খুঁজে বের করেছি। ওই সবুজ আংটিটা তোমাকে অন্য জগৎ থেকে ফেরত আনবে।'

'কিন্তু পলি ওই আংটিটা পরেনি।'

'না।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ক্রুর হাসি দিয়ে বললেন।

'তাহলে ও ফিরে আসতে পারবে না।' ডিগোরি চেঁচিয়ে উঠল, 'তার মানে ব্যাপারটা ওকে হত্যার করার মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'ও ফিরে আসতে পারে।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'কেউ যদি ওর পরে সেই জগতে যায়, একটা হলুদ আংটি পরে যাবে আর দুটো সবুজ আংটি

BanglaBook.org

সাথে করে নিয়ে যাবে। একটা তার নিজের ফিরে আসার জন্য, আরেকটা ওকে ফিরিয়ে আনার জন্য।'

এখন ডিগোরি ফাঁদটা বুঝতে পারল। ও আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না। ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

'আশা করি,' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু উপদেশ দেয়ার স্বরে বললেন, 'আশা করি, ডিগোরি, তুমি পশ্চাদদেশ দেখিয়ে চলে যাবে না। আমাদের পরিবারের একজন উত্তরাধিকারী অন্ততপক্ষে এটুকু সম্মান আর শৌর্য দেখাবে তার লেডিকে বিপর্যয়ে ফেলে পালিয়ে যাবে না।'

'ওহ, চুপ করুন!' ডিগোরি বলল, 'আপনার নিজের যদি কোনো সম্মান থাকত, আপনি নিজেই সেখানে যেতেন। কিন্তু আমি জানি আপনি যাবেন না। ঠিক আছে। বুঝতে পারছি আমাকেই যেতে হবে। কিন্তু আপনি একজন নিম্নশ্রেণীর পশু। আমার মনে হয়, আপনি এই গোটা পরিকল্পনাই এঁটেচিলেন। যাতে পলি কোনো কিছু না জেনেই চলে যায়। এবং আমি ওর পরে যাই।'

'অবশ্যই।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ধূর্ত হাসি দিয়ে বললেন।

'বেশ ভালো। আমি যাব। কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা জানিয়ে যেতে চাই। আমি আজ পর্যন্ত কোনো জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করিনি। আমি এখনও পর্যন্ত সব বাস্তবই ভাবি। বেশ, যদি জাদু থেকেই থাকে, তাহলে পুরানো সব রূপকথার গল্পগুলো অল্প-বিস্তর সত্যি হতে পারে। আর আপনি একজন খারাপ, নিষ্ঠুর ম্যাজিসিয়ান যেরকম ওইসব গল্পগুলোতে পড়ে এসেছি। বেশ, আমি এরকম কোনো গল্প পড়িনি যেখানে খারাপ লোকদের শেষ পর্যন্ত মূল্য দিতে না হয়। আমি বাজি ধরে বলতে পারি আপনাকেও এর মূল্য দিতে হবে।'

ডিগোরি এসব কথা বললেও ও আসলে সত্যিই বাড়িতে ফিরে যেতে চাইছিল। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ওর কাছে এসে শয়তানি হাসি দিয়ে বললেন, 'বেশ, বেশ, আমার মনে হয় একটা বাচ্চা ছেলের এমনটি ভাবা খুবই স্বাভাবিক। পুরোনো দিনের গল্প। আমার মনে হয় তোমার আমার বিপদ নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই, ডিগোরি। তুমি বরং তোমার ওই ছোট্ট বন্ধুর বিপদ নিয়েই চিন্তা করো। ও বেশ কিছুক্ষণ হলো চলে গেছে। ওখানে ও যদি কোনো বিপদের মুখে থাকে- তাহলে তোমাকেও সময়মতো পৌঁছে যাওয়া দরকার। এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত নয়।'

BanglaBook.org

'খুব কেয়ার নিচ্ছেন দেখি,' ডিগোরি রেগে বলল, 'আপনার চাপাবাজিতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি। এখন আমাকে কী করতে হবে বলুন?'

'তোমার অবশ্যই নিজের রাগটা নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে, মাই বয়।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু শীতল গলায় বললেন, 'অন্যথায় তুমিও তোমার আন্ট লেটির মতো হয়ে বড়ো হয়ে উঠবে। এখন, এদিকে মনোযোগ দাও।'

ম্যাজিসিয়ান উঠে দাঁড়ালেন। হাতে গ্লোভস পরলেন। আংটি রাখা ট্রের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'ওগুলো ত্বকের সংস্পর্শে এলে কাজ করতে শুরু করে।' তিনি বললেন, 'একারণেই গ্লোভস পরে নিয়েছি। গ্লোভস পরে আমি ওগুলোকে তুলতে পারি। এভাবে। কোনো কিছুই ঘটে না। তুমি যদি পকেটে করে একটা বয়ে নিয়ে যাও কিছুই ঘটবে না। কিন্তু তোমাকে সবসময়ই সতর্ক থাকতে হবে যাতে পকেটে হাত চলে না যায় এবং দুর্ঘটনাবশত স্পর্শ না লাগে। যখনই তুমি ওই হলুদ আংটি স্পর্শ করবে, তুমি এই জগৎ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আশা করি, তুমি অন্য জগতে পৌঁছে যাবে। অবশ্য এ ব্যাপারটা এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। কিন্তু আশা করি, যখনই তুমি সবুজ আংটিটা স্পর্শ করবে— তুমি ওই জগৎ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে- আশা করি- এই জগতে এসে পড়বে। এখন, এই দুটো আংটি নিয়ে তোমার ডান পকেটে রাখ। খুব সতর্কতার সাথে মনে রেখো গ্রিন আংটি কোন পকেটে রেখেছো। জি হলো গ্রিনের জন্য আর হলো রাইটের জন্য। জি আর। গ্রিনের প্রথম দুটো অক্ষর। একটা তোমার জন্য আরেকটা ওই ছোট্ট মেয়েটার জন্য। এখন একটা হলুদ আংটি নিজেই তুলে নিয়ে নাও। আমি তোমার আংগুলে ওটা পরিয়ে দেব। তাতে পড়ে যাওয়ার চান্স অনেক কম থাকবে।'

ডিগোরি এরই মধ্যে হলুদ আংটিটা তুলে নিতে যাবে তখনই বলল—

'এদিকে দেখুন।' ডিগোরি বলল, 'মায়ের ব্যাপারটা কী হবে? ধরুন, উনি জিজ্ঞেস করতে পারেন আমি কোথায়?'

'যত তাড়াতাড়ি তুমি যাবে, তত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারবে।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু আনন্দিত স্বরে বললেন।

'কিন্তু আপনি সত্যিই জানেন না আমি ফিরে আসতে পারব কিনা।'

আঙ্কেল এ্যান্ড্রু কাঁধ ঝাঁকালেন। দরজার দিকে হেঁটে গিয়ে তালা খুলে দরজা খুলে দিয়ে বললেন—

BanglaBook.org

'ওহ, খুব ভালো। তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। নিচে নেমে যাও। তোমার ডিনার সারো। ওই ছোট্ট মেয়েটাকে বুনো জন্তুর খাবার হিসেবে ছেড়ে দাও বা ডুবে মরুক অথবা অন্য জগতে চিরদিনের জন্য পথ হারিয়ে ফেলুক। সবই তোমার উপরে নির্ভর করছে। সম্ভবত চা খাওয়ার আগে তুমি মিসেস প্লামারের কাছে গিয়ে ব্যাখ্যা করে বলে আসতে পারো তিনি আর কখনও তার কন্যাকে দেখতে পাবেন না। কারণ তুমি আংটি পরতে ভয় পাচ্ছিলে।'

'চুপ করুন।' ডিগোরি বলল, 'আমার এখন ইচ্ছে হচ্ছে আপনার মুখে একটা ঘুষি বসিয়ে দেই।'

তারপর ডিগোরি কোটের বোতাম লাগিয়ে গভীরভাবে শ্বাস নিল। আংটি তুলে নিয়ে হাতে পরল।

BanglaBook.org

তৃতীয় অধ্যায়
জগতের মাঝের জঙ্গল

আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ও তার স্টাডি মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সব কিছুই ঝাপসা হয়ে গেল। ডিগোরি দেখতে পেল নরোম সবজেটে আলো উপর থেকে নিচে নেমে আসছে। ও কোনো কিছুর উপর দাঁড়িয়ে নেই। এমনকি বসে বা শুয়েও নেই। কোনো কিছুই ওকে স্পর্শ করছে না। 'আমার বিশ্বাস আমি পানির উপরে আছি।' ডিগোরি বলল, 'অথবা পানির নিচে।' ব্যাপারটা ওকে একটু ভয় পাইয়ে দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ও বোঝতে পারল কোনো কিছু ওকে উপরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারপর হঠাৎ করে ওর মাথাটা বাতাসের উপর ঠেলে উঠল। ও নিজেকে একটা জলাশয়ের কিনারে দেখতে পেল।

ও ডুবেও যায়নি, হাঁপাচ্ছেও না। ও পানির মধ্য থেকে উঠে এল। ওর কাপড়চোপড় পুরোপুরি শুষ্ক। ও একটা ছোট্ট জলাশয়ের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। জলাশয়টা দশ ফিটের বেশি বড় হবে না। গাছপালাগুলো বেশ ঘন হয়ে জন্মেছে। আকাশ দেখা যাচ্ছে না। গাছের পাতা গলে সবুজ আলো ভেসে আসছে। কিন্তু মাথার উপরে নিশ্চয় সূর্যের আলোর তেজ অনেক বেশি। দিনের এই সবজেটে আরো বেশ উজ্জ্বল আর উষ্ণ। অদ্ভুত জঙ্গল। কোনো পাখির কুজন নেই, পোকামাকড় নেই, কোনো পশুপাখি নেই, বাতাসও নেই। ওখানে শুধু একটাই জলাশয় নেই। আরো ডজনখানিক জলাশয় চোখে পড়ে। বোঝা যায় গাছগুলো জলাশয়ের পানি টেনে নিয়েই বেচে থাকে। জঙ্গলটা অনেক বেশি জীবন্ত।

ডিগোরি সবসময়ই বলতো, 'এটা খুব উন্নত জায়গা। বরই কেকের মতোই উন্নত।'

ডিগোরি নিজের দিকে তাকাল। ডিগোরি প্রায় ভুলেই গিয়েছিল এখানে কিভাবে এসেছে। এই মুহূর্তে ও পলি অথবা আঙ্কেল এ্যান্ড্রু অথবা এমনকি ওর মায়ের কথাও ভাবছে না। ও এমনকি একটুও ভয় পাইনি বা উত্তেজিতও হয়নি অথবা কৌতূহলীও হয়নি। কেউ যদি ওকে জিজ্ঞেস

BanglaBook.org

করতো, 'তুমি কোথা থেকে এসেছো?' ও সম্ভবত উত্তর দিত, 'আমি সবসময়ই এখানে ছিলাম।' ওর কাছে এখন ব্যাপারটা এরকমই মনে হচ্ছে। ও সবসময়ই এই জায়গায় ছিল। ওর কিছুই ঘটেনি। অনেকক্ষণ পরে ও নিজের মনেই বলল, 'ব্যাপারটা এরকম না যে এখানে কোনো কিছু হঠাৎ ঘটে। গাছপালাগুলো সব জায়গার মতোই বেড়ে ওঠে।'

ডিগোরি অনেকক্ষণ ধরে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইল। ও দেখতে পেল একটা মেয়ে গাছ থেকে ফুট খানিক দূরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মেয়েটার চোখ প্রায় বুজে আছে যেন ও ঘুম আর জাগরণের মাঝে রয়েছে। তো ডিগোরি অনেক সময় ধরে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুই বলল না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা চোখ খুলে ডিগোরির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। মেয়েটাও কিছুই বলল না। তারপর মেয়েটা স্বপ্নালু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘোর ঘোর কণ্ঠে বলল—

'আমার মনে হয় আমি তোমাকে আগে দেখেছি।' মেয়েটা বলল।

'আমারও তাই মনে হয়।' ডিগোরি বলল, 'তুমি কি অনেকদিন যাবৎ এখানে আছ?'

'ওহ, সবসময়ই' মেয়েটা বলল, 'অন্ততপক্ষে, অনেকদিনের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।'

'আমিও তাই।' ডিগোরি বলল।

'না, তা নয়' মেয়েটি বলল, 'আমি তোমাকে এই মাত্র জলাশয় থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমি তাই করেছি।' ডিগোরি দ্বিধান্বিত স্বরে বলল, 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

তারপর বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না।

'এদিকে দেখ,' মেয়েটি বলল, 'বিস্ময়ের সাথে ভাবছি সত্যিই কি আগে আমাদের দেখা হয়েছিল? আমার এক রকম ধারণা আছে- মনের মধ্যে একটা ছবি আছে- একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, আমাদের মতোই- অন্য কোথাও অন্যভাবে বাস করতো- আর অদ্ভুত সব জিনিস করতো। সম্ভবত ওটা শুধুমাত্র স্বপ্নেই হতে পারে।'

'আমিও ওরকম একইরকম স্বপ্ন দেখেছি, আমার মনে হয়।' ডিগোরি বলল, 'একটা ছেলে আর মেয়ের স্বপ্ন। পাশাপাশি বাড়িতে বাস করতো। ওরা অদ্ভুত সব জিনিস করতো। আমার মনে আছে মেয়েটির মুখটা নোংরা হয়েছিল।'

'তুমি কি সব গুলিয়ে ফেলেছো? আমার স্বপ্নে ছেলেটার মুখ নোংরা মাটি মাখা ছিল।'

'আমি সেই ছেলেটার মুখ মনে করতে পারছি না।' ডিগোরি বলল, তারপর যোগ করল, 'হ্যাঁল্লো! ওটা কী?'

'কেন! ওটা একটা গিনিপিগ' মেয়েটা বলল। একটা মোটাসোটা গিনিপিগ ঘাষে শব্দ করছে। কিন্তু ওই গিনিপিগটার পেটের কাছটাতে একটা টেপ দিয়ে উজ্জ্বল হলুদ আংটি বাঁধা আছে।

'দেখ! দেখ!' ডিগোরি চেঁচিয়ে উঠল, 'সেই আংটি! আর দেখ! তোমার হাতের আঙ্গুলেও অমন একটা আছে। আমারও হাতে আছে।'

মেয়েটা এখন উঠে বসেছে। আংটির ব্যাপারে সত্যিই আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ওরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর একই সাথে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, 'মিস্টার কেটরলি' আর ডিগোরি চেঁচিয়ে বলল, 'আঙ্কেল এ্যান্ড্রু।' তারপর ওরা নিজেদের চিনতে পারল। গোটা গল্পটাই ওদের মনে পড়তে শুরু করল। কয়েক মিনিট কথাবার্তায় পরে ওরা কাজের কথায় এলো। ডিগোরি ব্যাখ্যা করে বলল কিভাবে আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ওর সাথে পশুর মতো আচরণ করেছে।

'আমরা এখন কী করতে পারি?' পলি বলল, 'গিনিপিগটাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাব?'

'অতো তাড়াহুড়োর কিছু নেই।' ডিগোরি আমুদে কণ্ঠে বলল।

BanglaBook.org

'আমার মনে হয় তাড়াহুড়োর দরকার আছে।' পলি বলল, 'এই জায়গাটা অনেক শান্ত নির্জন। আর খুব স্বপ্নালু। আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একবার যদি আমরা শুয়ে পড়ি তাহলে সারাজীবন এভাবেই ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে থাকতে হবে।'

'খুব সুন্দর জায়গা।' ডিগোরি বলল।

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর।' পলি বলল।

'কিন্তু আমাদের ফিরে যেতে হবে।' পলি উঠে দাঁড়াল। খুব সাবধানতার সাথে গিনিপিগের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু ও মত বদলাল।

'আমরা গিনিপিগটাকে ছেড়ে দিতে পারে।' পলি বলল, 'গিনিপিগটা এখানে খুব ভালো আছে। আমরা আবার ওটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে তোমার আঙ্কেল ওর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তা করবে।' ডিগোরি উত্তর দিল। 'দেখ উনি আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন। যাইহোক, আমরা কিভাবে বাড়ি ফিরে যাব?'

'আমার মনে হয়, জলাশয়ের কাছে ফিরে যেতে হবে।'

ওরা জলাশয়ের কাছে এল। ওরা দুজনেই একসাথে জলাশয়ের পাশের শান্ত জলের কিনারে এল। জলে গাছপালার সবুজের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে।

'আমাদের কাছে কোনো গোসলের পোশাক নেই।' পলি বলল। 'আমাদের ওগুলোর দরকার নেই. বোকা মেয়ে।' ডিগোরি বলল, 'আমরা

BanglaBook.org

কাপড়চোপড় পরেই পানিতে নেমে পড়ব। তোমার কি মনে নেই তুমি পানিতে ভেসে উঠলেও তোমার কোনো কিছুই ভেজেনি?'

'তুমি কি সাঁতার কাটতে পার?'

'একটু আধটু। তুমি?'

'বেশ- খুব একটা ভালো না।'

'আমার মনে হয় আমাদের সাঁতার কাটার দরকার হবে না।' ডিগোরি বলল, 'আমরা তো নিচেই যাচ্ছি, তাই না?'

ওদের কেউ জলাশয়ে লাফ দিয়ে পড়ার ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ করল না। কিন্তু কেউ কাউকে কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারল না। ওরা হাত ধরাধরি করে বলল, 'এক-দুই-তিন-লাফ।' তারপর লাফ দিয়ে পড়ল। ঝপাৎ করে শব্দ হলো। ওরা চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু ওরা চোখ খুলতেই দেখতে পেল ওরা হাত ধরাধরি করে জলাশয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের শুধুমাত্র পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পানির মধ্যে আছে। আপাতদৃষ্টিতে জলাশয়টাকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি গভীর মনে হচ্ছে। ওরা আবার জলাশয়ের কিনারে লাফিয়ে উঠল।

'কি সব ঘোড়ার ডিম হচ্ছে এখানে?' পলি ভয় পাওয়া স্বরে বলল।

'ওহ! আমি জানি।' ডিগোরি বলল, 'অবশ্যই ওটা কোনো কাজ করছে না। আমরা এখনও হলুদ আংটি পরে আছি। ওগুলো বাইরে জগৎ থেকে এখানে আসার জন্য, তুমি জানো। সবুজ আংটি তোমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের অবশ্যই আংটি বদলাতে হবে। তোমার কি পকেট আছে? ভালো। বাম পকেটে তোমার হলুদ আংটি রাখ। আমার কাছে দুটো সবুজ আংটি আছে। এর একটা তোমার জন্য।'

ওরা সবুজ আংটি বের করে নিল। তারপর আবার জলাশয়ের কাছে ফিরে এল। কিন্তু আরেকবার লাফ দিয়ে পড়ার আগে ডিগোরি বলল, 'ও-ওহো!'

'ব্যাপার কি?' পলি বলল।

'আমার মাথায় একটা খুব ভালো ধারণা এসেছে।' ডিগোরি বলল, 'বাকি ওই জলাশয়গুলো কিসের জন্য?'

'তুমি কি বোঝাতে চাইছ?'

'এই জলাশয়ে লাফ দিয়ে পড়ে যদি আমরা আমাদের নিজেদের জগতে ফিরে যেতে পারি, তাহলে অন্য জলাশয়গুলোতে লাফ দিয়ে কি আমরা অন্য

BanglaBook.org

কোনো জগতে চলে যেতে পারি না? মনে করো, প্রতিটি জলাশয়ের একেবারে নিচেই আরেকটা করে জগৎ আছে।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমরা এরই মধ্যে তোমার আঙ্কেল অ্যান্ড্রুর অন্য জগতে অথবা অন্য জায়গায় বা যাই তিনি বলুন না কেন সেখানে চলে এসেছি। তুমি কি বলোনি...'

'ওহ, আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর কথা বাদ দাও।' ডিগোরি কথার মাঝখানে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না তিনি এখানকার সমন্ধে কোনো কিছুই জানেন। তিনি নিজে কখনও এখানে আসেননি। তিনি শুধুমাত্র আরেকটা জগতের কথা বলেছেন। কিন্তু ধরো তা যদি ডজনখানিক হয়ে থাকে?'

'তুমি বোঝাতে চাইছ, এই জঙ্গলটা তাদেরই একটা হতে পারে?'

'না, আমি বিশ্বাস করি না এই জঙ্গলটাই শুধুমাত্র জগৎ হতে পারে। আমার মনে হয় এটা একটা জায়গা মাত্র।'

পলিকে বিভ্রান্ত দেখাল।

'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না?' ডিগোরি বলল, 'না, আগে শোন। আমাদের বাড়ির নিচের টানেলের কথা চিন্তা করে দেখ। ওটা আমাদের রুমের কোনো অংশ নয়। এমনকি ওটা কোনো বাড়িরই অংশ নয়। কিন্তু তুমি একবার যদি টানেলের মধ্যে ঢোক তাহলে তুমি অনেকগুলো বাড়ির নিচ দিয়ে যেতে পার। তাহলে এই জঙ্গলটাও অমন হতে পারে না? এরকম একটা জায়গা যেটা কোনো জগতেরই অংশ নয়। কিন্তু একবার তুমি যদি ওই জায়গাটার সন্ধান পাও তাহলে সব জায়গায় যেতে পারবে।'

'বেশ, এমনকি তুমি যদি যেতে পার...' পলি শূরু করল। কিন্তু ডিগোরি ওর কথা না শুনেই বলতে লাগল—

'আর অবশ্যই তাতে সব কিছুরই ব্যাখা পাওয়া যাবে।' ডিগোরি বলল, 'সে কারণেই এই জায়গা এতটা শান্ত নির্জন আর স্বপ্নালু। এখানে কোনো কিছুই ঘটে না। আমাদের বাড়ির মতোই। বাড়ির এখানে লোকজন কথা বলে, কাজ করে, খাবার খায়। বাড়ির চারদেয়ালের মধ্যে কোনো কিছু ঘটে না। কিন্তু তুমি টানেল ধরে বেরিয়ে গেলে যেকোনো বাড়িতে পৌঁছে যেতে পার। আমার মনে হয় আমরা এই জায়গা থেকে বেরিয়ে গেলে যেকোনো জায়গায় যেতে পারব। আমরা এখানে আসার পরে আর একই জলাশয়ে লাফ দেয়ার দরকার নেই। অন্ততপক্ষে এখনি লাফ দেয়ার দরকার নেই।'

BanglaBook.org

'জগৎগুলোর মাঝখানের জঙ্গল।' পলি স্বপ্নালু ভঙ্গিতে বলল, 'শুনতে ভালোই শোনাচ্ছে।'

'এদিকে এসো, পলি' ডিগোরি বলল, 'আমরা অন্য কোনো জলাশয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারি?'

'এখানে দেখ,' পলি বলল, 'আমি কোনো নতুন জলাশয়ে চেষ্টা করতে যাচ্ছি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হতে পারছি পুরানো জলাশয় দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারব। আমরা এখনও নিশ্চিত নই ব্যাপারটা ঠিকঠাক কাজ করবে কি না।'

'হ্যাঁ,' ডিগোরি বলল, 'আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর হাতে পড়লে কোনোরকম মজা করার আগেই আমাদের হাতের আংটি নিয়ে নেবে। না, অনেক ধন্যবাদ।'

'আমরা শুধুমাত্র কি ওই জলাশয়ে নেমে দেখতে পারি না,' পলি বলল, 'শুধু দেখতাম ব্যাপারটা কাজ করে কিনা। তারপর যদি কাজ করে, আমরা আংটি বদলে মিস্টার কেটরলির স্টাডিতে যাওয়ার আগেই আবার উপরে উঠে আসব।'

'আমরা কি কিছুদূর গিয়েই উঠে আসব?'

'বেশ, উঠে আসতে কিছুটা সময় লাগবে। আমার মনে হয় যেতে যতটুকু সময় লাগবে ফিরে আসতে আরো বেশি সময় লাগবে।'

ডিগোরি হতাশ হলো। কারণ পলি ওর সাথে এই নতুন জগৎ ঘুরে দেখতে রাজি নয়। ও পুরানো জগতে ফিরে যেতেই আগ্রহী। পলি অনেক সাহসী কিন্তু কোনো কিছু খুঁজে দেখার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। ডিগোরি সেই ধরনের ছেলে যে সব কিছুই জানতে চায়। ও অনেক বড় হয়ে বিখ্যাত প্রফেসর কিরকির মতো হবে।

অনেক তর্কাতর্কির পর ওরা আঙ্গুলে সবুজ আংটি পরতে রাজি হলো। ওরা হাত ধরাধরি করে লাফ দিল। কিন্তু যখনই ওরা আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর স্টাডি রুম বা নিজের জগতের কাছাকাছি এলো, পলি চেঁচিয়ে বলল, 'বদলে দাও।' ওরা তাড়াতাড়ি সবুজ আংটি বদলে হলুদ আংটি পরল। ডিগোরি আবার চেঁচাতে চেয়েছিল কিন্তু পলি রাজি হয়নি।

ওরা আবার সবুজ আংটি পরে হাত ধরল। আবার 'এক-দুই-তিন-চলো' বলে চেঁচাল। এইবারে কাজ হলো। সব কিছুই খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। প্রথমে উজ্জ্বল আলো দেখা গেল। ডিগোরি সবসময়ই ভাবছিল

BanglaBook.org

ওগুলো তারকা। কিন্তু ওরা বুঝতে পারল ওগুলো সেন্ট পল গির্জার ছাদ। তারপর ওরা আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর স্টাডি দেখতে পেল। কিন্তু ওরা কাছাকাছি আসার আগে পলি চেঁচাল, 'বদলে দাও।' ওরা আবার আংটি বদলে নিল। সব কিছুই স্বপ্নের মতো সামনে থেকে সরে গেল। আবারও ওরা জঙ্গলের মাঝে সেই জলাশয়ের কিনারে চলে এল। পুরো ঘটনাটাই মিনিট খানিকের মধ্যে ঘটে গেল।

'ওখানে!' ডিগোরি বলল, 'সব ঠিক আছে। এখন অ্যাডভেঞ্জারের সময়। যেকোনো জলাশয়েই কাজ হবে। এদিকে এসো। চলো অন্য আরেকটায় চেষ্টা করে দেখি।'

'থামো!' পলি বলল, 'আমরা কি এই জলাশয়টাকে চিহ্ন করে রাখব না?'

ওরা একে অপরের দিকে তাকাল। ওরা বুঝতে পারল ডিগোরি কী ভয়ংকর কাজ করতে যাচ্ছিল। জঙ্গলের এই জায়গায় অনেকগুলো জলাশয় আছে। আর সবগুলো জলাশয় একই রকম দেখতে। ও ওরা যদি ওদের পৃথিবীতে ফেরার জলাশয়টা ছেড়ে যায় তাহলে ওরা ফিরে এসে আর ওটা খুঁজে পাবে না।

পকেট থেকে ছুরি বের করতে গিয়ে ডিগোরির হাত কাঁপছিল। জলাশয়ের তীরে ছুরি দিয়ে লম্বা করে একটা দাগ দিয়ে রাখল। মাটি লালচে বাদামি। সবুজ ঘাষের নিচে ওটাকে বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল।

'খুব ভালো ব্যাপারটা যে আমাদের একজনের মধ্যে কিছুটা সেন্স আছে।' পলি বলল।

'বেশ, এটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করো না।' ডিগোরি বলল, 'এদিকে এসো। অন্য জলাশয়গুলোতে কী আছে দেখা যাক।' পলি খুব কড়া গলায় উত্তর দিল। ডিগোরিও আরো খারাপভাবে জবাব দিল। ঝগড়াটা কয়েক মিনিট স্থায়ী হলো। ওরা আবার হলুদ আংটি পরে হাতে হাত ধরে বলল, 'এক-দুই- তিন- চলো!'

ঝপাৎ! এবারও কোনো কাজ হলো না। এই জলাশয়টা একেবারে নিচু। ওরা নতুন জগতে পৌঁছানোর বদলে শুধু ওদের পা ভিজল।

'ব্যাপার কি!' ডিগোরি বিস্মিত, 'এবারে কি ভুল হলো? আমরা হলুদ আংটিগুলো ঠিকঠাকভাবেই তো পরেছি। আঙ্কেল বলেছিল অন্য জগতে যাওয়ার জন্যই হলুদ আংটি।'

BanglaBook.org

সত্যটা হলো, আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর জগতের মাঝের এই জঙ্গল সমন্ধে কিছুই জানতেন না। সে কারণেই আংটির ব্যাপারে তার ধারণা ভুল। হলুদ আংটিটা মোটেই 'অন্যজগতে'র আংটি নয়। আর সবুজ আংটিটাও 'ঘরেফেরার' আংটি নয়। অন্ততপক্ষে, ওরা যেভাবে ভাবছিল। হলুদ আংটিটার জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে। অন্যদিকে সবুজ আংটিটা জঙ্গল থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আছে। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু এরকম জিনিস নিয়ে কাজ করেছে, যা তিনি নিজেও জানতেন না। বেশির ভাগ ম্যাজিসিয়ানদেরও একই অবস্থা। অবশ্য ডিগোরি ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে পারল না। কিন্তু ওরা কথাবার্তা শেষ করে সিদ্ধান্ত নিল সবুজ আংটি পরে ওরা নতুন পুলে নেমে দেখবে কী হয়।

'আমি বাজি ধরতে পারি এ ব্যাপারে' পলি বলল। কিন্তু ওর মনে হচ্ছিল কোনো ধরনের আংটিই আর নতুন জলাশয়ে কাজ হবে না। তো সে কারণেই যেকোনো আংটি পরে জলাশয়ে লাফ দেয়াটা এখন আর ভয়ের কিছু নয়। ওরা দুজনেই আবার সবুজ আংটি পরে হাত ধরল। জলাশয়ের কিনারে এল।

'এক-দুই-তিন-চলো!' ডিগোরি বলল। ওরা লাফ দিল।

BanglaBook.org

চতুর্থ অধ্যায়
বেল আর হাতুড়ি

এবারে আর ম্যাজিকের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা নিচের দিকে নামতে থাকে। প্রথমে বেশ অন্ধকারে ডুবে যায়। তারপর ঘূর্ণির মধ্যে গিয়ে পড়ে। শেষের দিকে ঘূর্ণিটা হালকা হয়ে আসে। তারপর হঠাৎ করে ওরা বুঝতে পারে ওরা শক্ত কোনো কিছুর উপর দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্ত পরে সব কিছু ওদের দৃষ্টিগোচর হয়। ওরা কথা বলার মতো শক্তি ফিরে পায়।

'কি অদ্ভুত জায়গা!' ডিগোরি বলল।

'আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।' পলি কাঁপতে কাঁপতে বলল।

প্রথমেই ওরা আলোর ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। সূর্যের আলো নয়। এমনকি ইলেকট্রিক বাল্বের আলো বা ল্যাম্প অথবা মোমবাতি বা ওদের দেখা কোনো আলো নয়। বেশ মৃদু, লালচে, ঘোলাটে আলো। একইভাবে রয়েছে। একটুও কাঁপছে না। ওরা একটা সমতল মসৃণ জায়গার উপর দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চারদিকে বিশাল বিশাল ভবন। মাথার উপরে কোনো ছাদ নেই। ওরা একটা কোর্টইয়ার্ডের মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আকাশটা অদ্ভুত অন্ধকার।

'খুব অন্যরকম হাস্যকর আবহাওয়া এখানে।' ডিগোরি বলল, ' আমার মনে হচ্ছে আমরা যেন ঠিক ঘূর্ণিঝড় বা গ্রহণের সময়ে এসে পৌঁছেছি।'

'আমার পছন্দ হয়নি।' পলি বলল।

ওরা দুজনেই জানে না কেন, ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল। লাফ দিয়ে পড়ার পর থেকে এখনও কেন দুজন দুজনার হাত ধরে আছে তাও জানে না। ওরা হাত ছাড়ল না।

কোর্টইয়ার্ডের চারদিকে দেয়ালগুলো খুব উঁচুতে উঠে গেছে। চারদিকে বড় বড় জানালা। কিন্তু সেগুলোতে কোনো কাচ দেয়া নেই। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নিচে অনেক বেশি খিলানের সারি। খানিকটা রেলওয়ে টানেলের মতো। চারদিকে অনেক ঠাণ্ডা।

BanglaBook.org

চারদিকে পাথরে তৈরি সব কিছুই বেশ লাল। কিন্তু ওটা ওই অদ্ভুত লালচে আলোর জন্য হতে পারে। খুব প্রাচীন নগরী। কোর্টইয়াডের অনেক সমতল পাথর ভেঙে গেছে। ওরা দুজনে দৌড়ে দৌড়ে কোটইয়ার্ডের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। একটা কারণ হলো ওরা কারোর উপস্থিতির ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিল।

'তুমি কি মনে করো এখানে কেউ বাস করে?' শেষ পর্যন্ত ডিগোরি ফিসফিস করে বলল।

'না,' পলি বলল, 'এখানকার সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত। আমরা আসার পর থেকে একটা শব্দও শুনিনি।'

'চলো কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে শব্দ শোনার চেষ্টা করি।' ডিগোরি উপদেশ দিল।

ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। কিন্তু ওদের নিজেদের হৃৎপিণ্ডের ধকধক আওয়াজ ছাড়া আর কোনো কিছুই শুনতে পেল না। জগৎগুলোর মাঝখানের জঙ্গলের মতোই এই জায়গাটাও একেবারে নিস্তব্ধ। কিন্তু এই নিস্তব্ধতা ভিন্ন প্রকৃতির। জঙ্গলের নিস্তব্ধতা অন্যরকম ছিল। কিন্তু ওখানে গাছের কারণে জীবনের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এখানে সব মৃত আর শূন্যতার নিস্তব্ধতা।

'চলো বাড়ি ফিরে যাই।' পলি বলল।

'কিন্তু আমরা এখনও কোনো কিছু দেখিনি।' ডিগোরি বলল, 'আমরা যখন এখানে এসেই পড়েছি, আমরা সাধারণভাবেই চারদিকে একটু ঘুরে দেখি।'

BanglaBook.org

'আমি নিশ্চিত এখানে মজার কিছু নেই।'

'একটা জাদুর আংটি পেয়ে অন্য জগতে এসে কোনো কিছু খুঁজে দেখতে ভয় পেলে চলবে না। একবার এসে গেছি যখন তখন ভয় পাওয়ার কী আছে?'

'তুমি ভয় পাওয়ার কথা কি বলছ?' পলি ডিগোরির হাত ছেড়ে দিয়ে বলল।

'আমি শুধু ভেবেছিলাম তুমি হয়তো এই জায়গাটা ঘুরে দেখতে পছন্দ করছ না।'

'তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।'

'আমরা যখনই ইচ্ছে তখনই এখান থেকে চলে যেতে পারি।' ডিগোরি বলল, 'চলো সবুজ আংটিটা খুলে আমাদের ডান পকেটে রেখে দেই। আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে যে হলুদ আংটিটা বাম পকেটে রয়েছে। তুমি তোমার হাত পকেটের যত কাছে ইচ্ছে রাখতে পার, কিন্তু ভুলেও পকেটে হাত ঢুকাবে না। একবার হলুদ আংটিতে হাত লেগে গেলে অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

ওরা তাই করল। নিশব্দে আর্চওয়ে দিয়ে ভবনের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা ভবনের ভেতরে গিয়ে তাকিয়ে দেখল ভেতরটা ততটা অন্ধকার নয়। ছায়া ঢাকা একটা হল ঘর ফাঁকাই মনে হলো। কিন্তু অন্য পাশে এক সারি পিলার। ওরা হলঘর অতিক্রম করল। খুব সাবধানে হেঁটে সামনের দিকে

এগিয়ে গেল। বেশ খানিকটা হাঁটতে হলো। ওরা অন্যপাশে পৌঁছে দেখতে পেল আরেকটা বড় কোর্টইয়ার্ড।

'জায়গাটা দেখে খুব একটা নিরাপদ মনে হচ্ছে না।' পলি বলল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জায়গাটা শত শত বছর সম্ভবত হাজার বছর ধরে এ রকম পরিত্যক্ত পড়ে আছে।

'এতদিন পর্যন্ত যদি টিকে থাকতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় আর কিছুক্ষণ টিকে থাকবে।' ডিগোরি বলল, 'কিন্তু আমাদের অবশ্যই খুব চুপচাপ থাকতে হবে। তুমি জানো একটু শব্দও অনেক সময় জিনিসপত্র ভেঙে পড়তে পারে।'

ওরা কোর্টইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আরেকটা দরজার কাছে গেল। আরেকটা রুমের দরজা খুলেই একই আকৃতির রুম দেখতে পেল। তারপর ওরা অন্য দরজা দিয়ে আরেকপাশে গেল। কিন্তু প্রতিবারই ওরা আরেকটা করে কোর্টইয়ার্ডে এসে পড়ল। মানুষজন বাস করার সময় নিশ্চয় এই জায়গাটা খুব অপূর্ব ছিল। একসময় এখানে একটা ঝরনা ছিল। একটা বিশাল পাথরের দৈত্য দুবাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ খোলা। ওই খোলা মুখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসতো। ওর নিচে একটা বড় বেসিন রয়েছে। কিন্তু ওটা এখন শুষ্ক। অন্যদিকে পিলারের গায়ে অনেকগুলো লতা গজিয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওগুলো অনেক আগে মরে গেছে। কোনো পিপড়া, পোকামাকড় বা মাকড়সা বা কোনো জীবন্ত প্রাণীর কোনো অস্তিত্বই নেই।

চারদিক সব কিছুই এত রুক্ষ আর শুষ্ক যে ডিগোরিরও মনে হলো, ওর চেয়ে হলুদ আংটিটা পরে জগতের মাঝের জঙ্গলের সেই উষ্ণ, সবুজ বনে চলে যাওয়া যাক। ওরা দুটো ধাতব দরজার পাশে এল, ওগুলো সম্ভবত

BanglaBook.org

সোনার তৈরি। ওরা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইল। যাতে ভেতরে দেখতে পায়। দুজনেই চমকেই পিছিয়ে এল। লম্বা করে শ্বাস নিল।

সেকেন্ডের জন্য ওদের মনে হলো গোটা রুমটাই লোকজনে ভর্তি-শত শত লোক। সবাই বসে আছে। একেবারে চুপচাপ বসে আছে। পলি আর ডিগোরিও অনেক সময় ধরে একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তারপর ওরা সিদ্ধান্ত নিল আবার ভেতরে তাকিয়ে দেখবে। ওগুলো সত্যিকারের মানুষ হতে পারে না। ওদের কোনো নড়াচড়া বা সাড়াশব্দ নেই। মানুষগুলোকে মোমের তৈরি মানুষের মতোই মনে হচ্ছে।

এইবার পলি সামনের দিকে এগিয়ে গেল। রুমের ভেতরে এমন কিছু ছিল, যা ডিগোরির চেয়ে পলিকেই বেশি আগ্রহী করে তুলেছিল। সমস্ত মুর্তিগুলোই অপূর্ব সুন্দর পোশাক পরে আছে। কাপড়চোপড়ের উপর যাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে তারা ওগুলোর কাছে না গিয়ে থাকতে পারবে না। আর ওদের পোশাক আশাকের চকমকানিতে রুমটাকে শুধু উজ্জ্বলই দেখাচ্ছে না, বেশ অভিজাতও লাগছে।

পোশাকগুলোর বর্ণনা দেয়া কঠিন। সবগুলো মূর্তিরই আলখাল্লা পরনে এবং মাথায় মুকুট শোভিত। আলখাল্লাগুলো ক্রিমসন আর রুপালি রঙের। সেই সাথে গাঢ় বেগুণি আর সবুজ রঙের। ওগুলোর আকৃতি আর বুনোন অপূর্ব। দামি দামি রত্নখচিত।

'এই পোশাকগুলো অনেক আগেই কেন পচে যায়নি?' পলি জিজ্ঞেস করল।

'ম্যাজিক।' ডিগোরি ফিসফিস করে বলল, 'তুমি কি বুঝতে পারছ না? আমি বাজি ধরে বলতে পারি এই গোটা রুম জুড়েই জাদুর আবহ বিরাজ করছে। এখানে আসার মুহূর্ত থেকেই আমি তা অনুভব করতে পারছি।'

'এর যেকোনো একটা পোশাকই অন্ততপক্ষে কয়েকশ পাউন্ডের ওপর দাম হবে।' পলি বলল।

কিন্তু ডিগোরি পোশাকের চেয়ে ওদের মুখের দিকে তাকাতেই বেশি আগ্রহী। মুখগুলো বেশ অভিজাত। লোকগুলো যে পাথুরে চেয়ারে বসে আছে তার মাঝখান দিয়ে চলাচলের জায়গা রয়েছে। ওর মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে ওদের মুখ দেখা যায়।

'আমার মনে হয়, ওরা খুব ভালো মানুষ।' ডিগোরি বলল।

পলি মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। ওরা যে মুখগুলো দেখতে পাচ্ছে সবই অপূর্ব সুন্দর। নারী-পুরুষ সবাইকে বেশ দয়ালু আর জ্ঞানী মনে হচ্ছে। ওরা

BanglaBook.org

দুজন মানুষগুলোর ভেতরে ঢুকল। বিচিত্র রকমের মুখ দেখা যাচ্ছে। কেউ নিসঙ্গ, কেউবা নিষ্ঠুর প্রকৃতির। কাউকে কাউকে নিষ্ঠুর মনে হলেও বেশ সুখী দেখাচ্ছে। শেষ মূর্তিটা সবচেয়ে বেশি মজার- একজন মহিলা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি দামি পোশাক পরে আছে। মহিলাটি খুবই সুন্দরী। ডিগোরি বলল, ও ওর জীবনে কখনও এত সুন্দরী মহিলা দেখেনি।

এই শেষ মহিলার পরেও অনেকগুলো চেয়ার ওর পেছনে খালি পড়ে আছে।

'আমার খুব ইচ্ছে এসবের পেছনের গল্পটা যদি জানতে পারতাম।' ডিগোরি বলল, 'চলো ফিরে গিয়ে রুমের মাঝখানের টেবিলের ওপর জিনিসগুলো দেখি।'

রুমের মাঝখানে যে জিনিসটা রয়েছে সেটা ঠিক টেবিল নয়। চারকোণা চার ফিট উঁচু পাথুরে পিলার। ওর উপরে বিশাল একটা সোনালি ঘণ্টা আর তার পাশে একটা সোনালি ঘণ্টার হাতুড়ি পড়ে আছে।

'বিস্ময়কর ব্যাপার...বিস্ময়ের সাথে ভাবছিল...বিস্ময়কর...' ডিগোরি বলতে চাইল।

'মনে হচ্ছে ওখানে কিছু একটা লেখা রয়েছে।' পলি পিলারের পাশের দিকে নিচে তাকিয়ে বলল।

'আঠা দিয়ে লেখা।' ডিগোরি বলল, 'কিন্তু অবশ্যই আমরা ওটা পড়তে পারব না।'

'আমরা কি পারব না? আমি নিশ্চিত নই।' পলি বলল।

ওরা দুজনেই বেশ ভালোভাবে লেখাটা দেখার চেষ্টা করল। পাথর কেটে লেখাগুলো লেখা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ওরা যখনই লেখাগুলো দেখতে মনে হচ্ছে অদ্ভুত অক্ষরগুলো কখনও বদলাবে না। কিন্তু ওদের মনে হলো ওরা ওগুলো বুঝতে পারছে। কয়েক মিনিট আগে ডিগোরি কী বলেছিল তা যদি ওর মনে থাকতো তাহলে ও বুঝতে পারছে জাদুর এই রুমটাকে জাদুবিদ্যা কাজ করতে শুরু করছে। কিন্তু ও এতই কৌতূহলী যে এ ব্যাপারটাই ভুলে রইল। পিলারের গায়ে কী লেখা আছে সেটা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। খুব তাড়াতাড়িই ওরা তা জানতে পারল। লেখাটা কতটা কবিতার মতো করেই লেখা—

তোমার পছন্দ বেছে নাও, অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় আগন্তুকেরা। ঘণ্টা বাজিয়ে বিপদ তাড়াও অথবা ওগুলো তোমাকে পাগল করে ছাড়বে। তোমরা তা করলে অনসুরিত হতে পার।

BanglaBook.org

'কোনো ভয় নেই!' পলি বলল, 'আমরা কোনো বিপদ চাই না।'

'ওহ, কিন্তু তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না তাতে ভালো হবে না!' ডিগোরি বলল, 'আমরা এখান থেকে বের হতে পারছি না। আমরা মনে মনে ভাবছিলাম ঘণ্টা বাজালে কী ঘটতে পারে। আমি সবসময় এই ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে বাড়িতে ফিরে যেতে পারব না। কোনো ভয় নেই!'

'বোকার মতো কাজ করো না।' পলি বলল, 'কেউ যদি অমনটি করতো! ব্যাপারটা কী ঘটতে পারে?

'আশা করছি কেউ এতদূরে আসার পরে এসব না করে ফিরতে পারে না। এটাই এখানকার ম্যাজিক, তুমি দেখেছো। আমি এখানে আসার পর থেকেই তা বুঝতে পারছি।'

'বেশ, আমি বুঝতে পারছি না।' পলি বলল, 'আর আমি বিশ্বাস করি না তুমি তা করতে পার। তুমি ওটা ওখানেই রেখে দেবে।'

'তুমি শুধু ওইটুকুই জানো।' ডিগোরি বলল, 'কারণ তুমি একজন মেয়ে। আর মেয়েরা কখনই কোনো কিছু জানতে চায় না। শুধুমাত্র গালগল্প করা আর কেউ কিছু করলে তার খুঁত ধরা।'

'তুমি যখন এমন কথা বলো তখন তোমাকে ঠিক তোমার আঙ্কেলের মতোই দেখায়।' পলি বলল।

'তুমি কেন পয়েন্টে আসছ না?" ডিগোরি বলল, 'আমরা কোনো বিষয়ে কথা বলছিলাম...'

'একজন পুরুষ মানুষ কেমন করে?' পলি বড় মানুষের মতো গলায় বলল, 'আর বলো না আমি একজন মহিলার মতো অথবা তুমি একজন বিড়ালের মতো হবে।'

'আমি স্বপ্নেও ভাবিনা একজন বাচ্চা মেয়েকে মহিলা বলে ডাকব।' ডিগোরি হাসতে হাসতে বলল।

'ওহ, আমি একজন বাচ্চা মেয়ে, তাই নাকি?' পলি এবারে সত্যিকারের রাগে ফেটে পড়ে বলল। 'বেশ, তাহলে এখন থেকে তোমাকে আর একজন বাচ্চার সাথে থেকে বিরক্ত হতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি। আমার থাকার মতো এখানে যথেষ্ট জায়গা আছে। আর তোমারও যাওয়ার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে।'

'আসলে তা নয়!' ডিগোরি বলল। ও দেখতে পেল পলির হাত হলুদ আংটির জন্য পকেটের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু পলি ওর হাত পকেটের মধ্যে ঢোকানোর আগেই ডিগোরি ওর হাতের কব্জি ধরে ফেলল। ওর হাত ধরে

BanglaBook.org

রেখেই ডিগোরি সামনের দিকে ঝুঁকে এক হাত দিয়ে হাতুড়ি তুলে নিল। সোনার ঘণ্টায় আঘাত করল। তারপর ও পলিকে ছেড়ে দিল। ওরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। পলি কেবল কাঁদতে শুরু করেছিল, ভয়ে বা হাতের কব্জিতে ব্যথা পাওয়ার কারণে নয়, রাগে কাঁদছিল। সেকেন্ড দুয়েকের মধ্যে এরকম কিছু ঘটল যে ওরা ঝগড়ার কথা বেমালুম ভুলে গেল।

ঘণ্টায় আঘাত করার সাথে সাথেই টুং করে বেশ মিষ্টি একটা আওয়াজ হলো। কিন্তু আওয়াজটা শেষ হওয়ার বদলে বারবার হতে লাগল। ধীরে ধীরে আওয়াজের মাত্রাও বাড়তে লাগল। মিনিট খানিক যাওয়ার আগে ঘণ্টার আওয়াজ দ্বিগুণ হয়ে গেল। পর পর ঘণ্টার আওয়াজ এত বাড়তে লাগল যে ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বললেও তা চাপা পড়ে গেল। কেউ কারোর কথা শুনতে পেল না। এমনকি ওরা চেঁচিয়ে কথা বলেও শুনতে পাচ্ছিল না। তখনও ঘণ্টার ধ্বনি বেড়েই চলেছে। ঘণ্টার আওয়াজে বিশাল রুমটা কাঁপতে শুরু করেছে। ওরা বুঝতে পারল পায়ের নিচে পাথরের মেঝেও কাঁপছে। তারপর ঘণ্টার শব্দের সাথে পতনের শব্দের মিশ্রণ ঘটল। প্রথমে ট্রেনের শব্দ বা গাছ ভেঙে পড়ার শব্দের মতো মনে হলেও ওরা বুঝতে পারল খুব ভারী কিছু ভেঙে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত, ওরা দেখতে পেল রুমের এক-চতুর্থাংশ ছাদ ভেঙে পড়েছে। ঘণ্টার ধ্বনি বন্ধ হয়ে গেছে। ধুলোর মেঘ সরে গেছে। সব কিছুই আবার আগের মতোই শান্ত হয়ে এসেছে।

ওরা বুঝতে পারছিল না এরকমভাবে ছাদ ভেঙে পড়াটা ম্যাজিকের কারণে, নাকি এক নাগাড়ে ঘণ্টা ধ্বনির শব্দের কারণে।

'আশা করি তুমি এখন সন্তুষ্ট হয়েছো।' পলি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

'বেশ, যাই হোক, ব্যাপারটা শেষ হয়েছে।' ডিগোরি বলল।

ওরা দুজনেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল।

BanglaBook.org

পঞ্চম অধ্যায়
ধ্বংসপ্রাপ্ত জগৎ

ওরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর পিলার পার হয়ে ঘণ্টার কাছে এল। ঘণ্টা তখনও কাঁপছিল। কিন্তু কোনো শব্দ করছিল না। হঠাৎ করে রুমের অক্ষত অংশের দিক থেকে মৃদু আওয়াজ আসতে লাগল। ওদিকে কী ঘটছে তাই দেখতে ওরা তাড়াতাড়ি ঘুরল। আলখাল্লা পরিহিত একটা মূর্তি, সেই সুন্দরী মহিলার মূর্তি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। মহিলাটি দাঁড়াতে ওরা বুঝতে পারল যতটুকু লম্বা ভেবেছিল তার চেয়ে লম্বা। ওর আলখাল্লা আর মুকুটের জন্যই শুধু নয়, ওর চোখ, আর ঠোঁটের আকৃতিও বোঝা যায় উনি মহান রানী। তিনি রুমের চারদিকে তাকালেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশ চোখে পড়ল। ওদের দুজনকেও দেখলেন। কিন্তু তাকে খুব একটা বিস্মিত মনে হলো না। তিনি যেন ভেসে ভেসে বেশ দ্রুততার সাথেই সামনের দিকে চলে এলেন।

'আমাকে জাগিয়েছে কে? কে এই মন্ত্রকুহক ভেঙেছে?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার মনে হয় আমিই করেছি।' ডিগোরি বলল।

'তুমি!' রানী তার হাত ডিগোরির কাঁধের ওপর রেখে বললেন। ডিগোরির মনে হলো কোনো ধাতব কিছু যেন ওর কাঁধের উপরে। 'তুমি? কিন্তু তুমি তো একটা বাচ্চা ছেলে। একজন সাধারণ ছেলে। যে কেউ একবার দেখেই বুঝে ফেলবে তোমার মধ্যে কোনো রাজকীয় বা মহৎ রক্তের প্রবাহ নেই। তুমি কিভাবে এই বাড়িতে ঢোকার সাহস করলে?'

'আমরা অন্য আরেকটা জগৎ থেকে ম্যাজিকের মাধ্যমে এখানে এসেছি।' পলি বলল। ভাবছিল রানীর মনোযোগ ওর দিকে ফেরানোর এটাই উপযুক্ত সময়।

'ব্যাপারটা কি সত্যি?' রানী তখনও ডিগোরির দিকে তাকিয়ে বললেন। পলির দিকে একবারও তাকালেন না।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, তাই।' ডিগোরি বলল।

রানী অন্য হাতটা ডিগোরির চিবুকে রেখে উঁচু করে ধরলেন যাতে মুখটা ভালোভাবে দেখতে পারেন। ডিগোরিও তাকিয়ে থাকতে চাইল কিন্তু রানীর মধ্যে এরকম কিছু আছে ও তাকিয়ে থাকতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিল।

রানী ডিগোরিকে ভালোভাবে দেখেশুনে ওকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—

'তুমি কোনো জাদুকর নও। তোমার মধ্যে জাদুকরের কোনো চিহ্ন নেই। তুমি শুধুমাত্র একজন জাদুকরের চাকর হতে পার। তুমি এখানে অন্য আরেকটা জাদুর মধ্যে আসতে পেরেছো।'

'আমার আঙ্কেল এ্যান্ড্রুই ম্যাজিসিয়ান।' ডিগোরি বলল।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবার রুমের ভেতর থেকে ভেঙে পড়ার শব্দ ভেসে এলো। পাথরের মেঝে কেঁপে উঠল।

'এখানে মহা বিপদ শুরু হয়েছে।' রানী বললেন, 'গোটা প্রাসাদই ভেঙে পড়তে শুরু করছে। আমরা যদি কয়েক মিনিটের মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে না যেতে পারি তাহলে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে মরব।' তিনি এত শান্তভাবে কথাগুলো বললেন যেন এখন সময় কত তাই জানাচ্ছেন। 'এসো" তিনি দুজনের হাত ধরলেন। পলি প্রথম থেকেই রানীকে অপছন্দ করে আসছিল কিন্তু তাই বলে হাত ছাড়িয়ে নিল না। রানী কথাবার্তা শান্তভাবে বললেও তার চলাফেরা বেশ দ্রুতগতির। তিনি এক ঝটকায় পলি আর ডিগোরিকে নিয়ে এগুতে লাগলেন।

BanglaBook.org

'ভয়ানক মহিলা' পলি ভাবল, 'এক মোচড়েই আমার কব্জি ভেঙে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। উনি এখন আমার বাম হাত ধরে রেখেছেন। আমি আমার হলুদ আংটি বের করতে পারব না। আমি যদি ডান হাতকে বাম পকেটে ঢোকানোর চেষ্টা করি সেটাও সম্ভব হবে না। কারণ উনি জিজ্ঞেস করবেন আমি কী করছি। যাই হোক না কেন উনাকে আমাদের আংটির ব্যাপারে কিছুই জানানো যাবে না। আশা করি ডিগোরিরও এ ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখার মতো কাণ্ডজ্ঞান আছে। ওর সাথে যদি একা একটু কথা বলতে পারতাম।'

রানী ওদেরকে লম্বা করিডর ধরে বাইরে কোর্টইয়ার্ডে বের করে আনলেন। ওরা দূর থেকেই প্রাসাদ ভাঙনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে শব্দটা কাছাকাছি চলে আসছিল। রানী বেশ তাড়াতাড়িই হাঁটছিলেন। তার মুখে কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই। ডিগোরি ভাবল, 'রানী অসাধরণ সাহসী মহিলা। শক্তিশালীও। এরকম মানুষকেই বোধ হয় রানী বলে! আশা করি তিনি আমাদেরকে এই প্রাসাদের গল্প বলবেন।'

ওরা একাকী হলে তিনি ওদেরকে কয়েকটা ব্যাপার বলতে পারেন।

'এটা হলো ভূগর্ভস্থ কক্ষে যাওয়ার দরজা।' তিনি বলতে পারেন। অথবা 'এই প্যাসেজটা প্রধান টর্চার চেম্বারের দিকে গেছে। অথবা 'এটা হলো সেই পুরানো ব্যাংককুয়েট হল। যেখানে আমার গ্রেট গ্রান্ডফাদার সাতশ মহান মানুষকে ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং ওদের পানীয় শেষ হওয়ার আগেই সবাইকে হত্যা করেন। ওরা বিদ্রোহ করার চিন্তাভাবনা করছিল।'

ওরা শেষ মাথায় একটা বিশাল হলে চলে এল। হলঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্ত দেখে ডিগোরি ভাবল ওরা মনে হয় শেষ পর্যন্ত প্রধান প্রবেশের কাছে পৌঁছে গেছে। ওর কথা কিছুটা ঠিক। দরজাটা গাঢ় কালো রঙের। দরজা দেখে ও বিস্ময়ে ভাবছিল কিভাবে ওখান থেকে বেরিয়ে যাবে।

রানী ডিগোরির হাত ছেড়ে দিলেন। নিজের হাত উত্তোলিত করলেন। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর এরকম কিছু বললেন যা ওরা বুঝতে পারল না। তারপর হাত দিয়ে এরকম ভঙ্গি করলেন যেন তিনি ওই দরজার দিকে কিছু ছুড়ে মারছেন। আর ওই ভারী উঁচু কালো দরজাটা মুহূর্তের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তারপর রেশমি পর্দার মতো কাঁপতে কাঁপতে দরজাটা ধুলোয় মিশে গেল।

'ওয়াও!' ডিগোরি শিষ দিয়ে উঠল।

BanglaBook.org

'তোমার ওই মাস্টার ম্যাজিসিয়ান, তোমার আঙ্কেলের কি আমার মতো শক্তি আছে?' রানী বললেন। আবার শক্ত করে ডিগোরির হাত ধরলেন। 'কিন্তু আমি তা পরে জানতে পারব। এই ফাঁকে, তুমি যা দেখেছো তা মনে রেখো। আমার পথের মাঝে যারাই দাঁড়ায়, তাই তা বস্তু হোক আর মানুষ হোক তাদের পরিণতি অমনটিই হয়।'

দরজা দিয়ে আগের চেয়ে অনেক আলো আসছিল। রানী ওদেরকে ফাঁকে স্থানে নিয়ে গেলেন। ওদের চোখে মুখে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগছিল। ওরা টেরেসের ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে বিশাল ল্যান্ডস্কেপ দেখতে পেল।

নিচে দিগন্তের কাছে ওদের পৃথিবীর সূর্যের চেয়ে বড় রক্তিম সূর্য দেখতে পেল। ডিগোরির মনে হলো ওটা আমাদের পৃথিবীর সূর্যের চেয়ে অনেক আদিম। সূর্যের বাম দিকে উপরে একটা মাত্র তারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল। অন্ধকার আকাশে শুধুমাত্র ওই দুটো জিনিসই চোখে পড়ার মতো। ওরা ওখান থেকে নিচের দিকে চারদিকে তাকাল। যতদূর চোখ যায়

BanglaBook.org

বিস্তৃত শহরই চোখে পড়ে। কিন্তু কোনো জীবন্ত প্রাণী চোখে পড়ল না। মন্দির, টাওয়ার, প্রাসাদ, পিরামিড, ব্রিজ সবই যেন অদ্ভুত ঘোলাটে সূর্যের আলোয় বিস্তৃত ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বড় নদী শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু ওতে কোনো পানি নেই। শুধু ধুলোর আস্তরণ।

'ভালো করে দেখে নাও। আর কখনও এমনটি দেখতে পাবে না।' রানী বললেন, 'এটাই সেই চার্ন। মহান শহর। রাজার রাজাদের শহর এটি। জগতের আশ্চর্যতম শহর। সম্ভবত সবগুলো জগতের মধ্যে এটিই সেরা শহর। তোমার আঙ্কেল কি এরকম বিশাল কোনো শহরের প্রভুত্ব করেন, বাছা?'

'না।' ডিগোরি বলল। ও ব্যাখ্যা করে বলতে চাইছিল আঙ্কেল এ্যান্ড্রু কোনো শহরের প্রভুত্ব করেন না। কিন্তু রানী বলতে লাগলেন—

'এখন গোটা শহরই নিশ্চুপ। কিন্তু আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে গোটা চার্ন শহরের শব্দ শুনতে পেতাম। ট্রাম্পেট, চাকা, রথ, ড্রাম কত না শব্দ! আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত। প্রতিটি রাস্তায় যুদ্ধের অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যেত। নদী রক্তে লাল হয়ে যেতো।' তিনি একটু থেমে যোগ করলেন, 'এক মুহূর্তেই একজন মহিলা এর সব কিছুই চিরদিনের জন্য শুষে নিয়েছে।'

'কে?' ডিগোরি নিষ্প্রাণ গলায় জিজ্ঞেস করল। কিন্তু ও এরই মধ্যে উত্তরটা অনুমান করতে পেরেছে।

'আমি' রানী বললেন, 'আমি, জেডিস, শেষ রানী, এই জগতের রানী।'

ওরা দুজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। শীতল বাতাসে কাঁপতে লাগল।

'আমার বোনের ভুলের কারণেই এমনটি হয়েছিল।' রানী বললেন, 'ও আমাকে এমনটি করতে উৎসাহিত করেছিল। সব অভিশাপের বোঝা ওর ওপর চিরদিন বর্ষিত হোক! যেকোনো মুহূর্তে আমি শান্তিতে থাকতে প্রস্তুত। হ্যাঁ এবং সেই সাথে ওর জীবনটাকে ধ্বংস করেছে। ও যদি শুধুমাত্র একবার আমাকে এই রাজত্বটা দিত। কিন্তু ও তা করেনি। ওর গর্ব গোটা জগৎটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এমনকি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেও, প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল কেউ কোনোরকম জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করবে না। কিন্তু ও যখন প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলল, আমি কি করতে পারতাম? বোকা! ও জানে না ওর চেয়ে আমার ম্যাজিকের ক্ষমতা অনেক বেশি! এমনকি ও এও জানত আমি ডিপ্লোরেবল জগতের সিক্রেট জানি। ও কি ভেবেছিল- আমি কখনও তা প্রয়োগ করব না?'

BanglaBook.org

'জিনিসটা কি?' ডিগোরি বলল।

'ওটা সিক্রেট অব সিক্রেট।' রানী জেডিস বললেন, 'আমাদের সময়কার মহান রাজা জানতেন এরকম একটি শব্দ আছে তা উচ্চারিত হওয়ামাত্রই সব জীবন্ত প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে শুধুমাত্র যে উচ্চারণ করবে সে ছাড়া। কিন্তু প্রাচীন রাজা বেশ দুর্বল আর সহৃদয় ছিলেন। তার কাছে যেই আসতো তিনি তাদেরকে শপথ করিয়ে নিতেন কেউ ওই জ্ঞানের খোঁজ করবে না। কিন্তু আমি ওই জ্ঞান একটা সিক্রেট জায়গা থেকে শিখে নিয়েছিলাম। ওটা শিখতে আমাকে বহুমূল্য দিতে হয়েছিল। ও আমাকে বাধ্য না করা পর্যন্ত আমি ওটার ব্যবহার করিনি। আমি অন্য শক্তি দিয়ে ওকে জয় করতে চেয়েছিলাম। আমি আমার সেনাবাহিনীর রক্ত পানির মতো বইয়ে দিয়েছিলাম...'

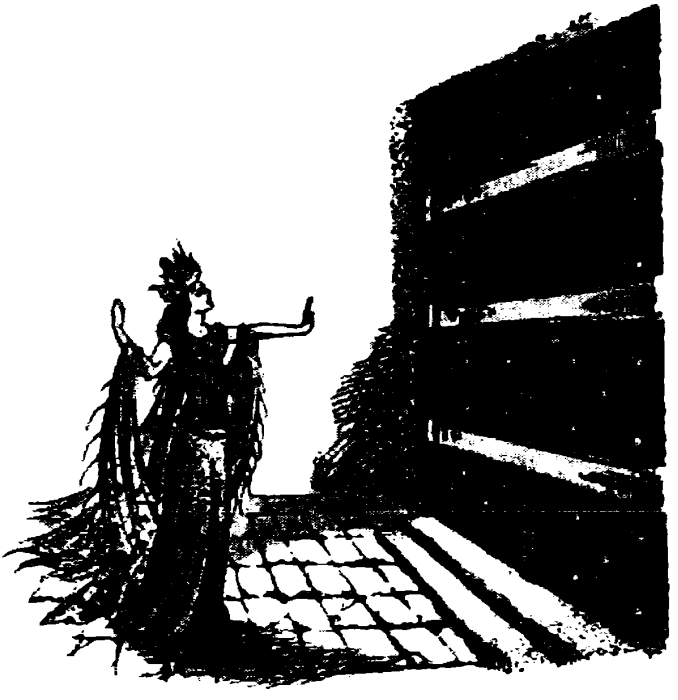

'পশু!' পলি বিড়বিড় করে বলল।

'শেষ যুদ্ধে,' রানী বললেন, 'চার্নের এখানে তিনদিন একটানা যুদ্ধ হয়। আমি তিনদিন ধরেই এখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখতে থাকি। আমার শেষ যোদ্ধাটা মারা না যাওয়া পর্যন্ত আমি আমার শক্তি ব্যবহার করিনি। আমার বিদ্রোহী বোন এই সিঁড়ি ধরে শহরের টেরেসে উঠে আসতে থাকে। তারপর আমি মুখোমুখি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। ও আমার সামনে এসেই ভয়ানকভাবে বলে ওঠে, 'বিজয়।' 'হ্যাঁ।' আমি বলি, 'বিজয়, কিন্তু তোমার নয়।' তারপর

BanglaBook.org

আমি সেই শোচনীয় শব্দগুলো আওড়ে যাই। এক মুহূর্ত পরে এই সূর্যের নিচে একমাত্র আমিই জীবিত প্রাণী হিসাবে বেচে থাকি।'

'কিন্তু লোকজন?' ডিগোরি শ্বাস নিল।

'কোন লোকজন, বাছা?' রানী জিজ্ঞেস করলেন।

'সাধারণ লোকজন।' পলি বলল, 'যারা কখনই তোমার কোনো ক্ষতি করেনি। অবলা নারীরা, শিশুরা, পশুপাখি।'

'তুমি কি বুঝতে পারছ না?' রানী বললেন, 'আমি রানী। ওরা সবাই আমার প্রজা। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার ওদের কোনো ক্ষমতা আছে?'

'ওদের সবার দুর্ভাগ্য।' ডিগোরি বলল।

'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি একজন সাধারণ বালকমাত্র। তুমি কীভাবে রাজত্বের ব্যাপারস্যাপারগুলো বুঝবে? তোমাকে অবশ্যই শিখতে হবে, বাছা। জগতের বোঝা আমাদের কাঁধেই ন্যস্ত। আমাদের অবশ্যই সব আইনকানুন থেকে মুক্ত থাকতে হয়। আমাদের নিঃসঙ্গ ভাগ্য বরণ করতে হয়।'

ডিগোরির হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল আঙ্কেল এ্যান্ড্রুও এমন কথা বলেছিলেন। কিন্তু রানী জেডিসের কথাগুলো যেন বেশি মহিমান্বিত মনে হলো। কারণ আঙ্কেল এ্যান্ড্রু রানীর মতো লম্বা আর সুন্দরী নয়।

'তারপর আপনি কী করলেন?' ডিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'আমি আমার পূর্বপুরুষের রাজকীয় চেয়ারটাতে গিয়ে বসলাম। আমার ওই মন্ত্রের এমন শক্তি যে আমিও ওদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকতে পারব। মূর্তির মতোই থাকতে পারব। আমার কোনো খাবার বা আগুনের দরকার হবে না। হাজার বছর ধরে ওরকম থাকতে পারব। তারপর কেউ একজন এসে ঘণ্টা বাজাবে এবং আমি জেগে উঠব।'

'ওই শোচনীয় শব্দের কারণেই কি সূর্যের এই দশা?' ডিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'কি রকম?" জেডিস জিজ্ঞেস করলেন।

'অতো বড়ো, অতো লাল আর ওরকম শীতল।'

'সূর্য সবসময়ই ওরকম ছিল।' জেডিস বললেন, 'অন্ততপক্ষে, হাজার হাজার বছর ধরে ওরকম দেখে আসছি। তোমাদের জগতের সূর্যটা কি অন্যরকম?'

'হ্যাঁ। আরো ছোট আর হলদেটে। কিন্তু অনেক বেশি উষ্ণতা আর আলো দেয়।'

রানী লম্বা করে শ্বাস টেনে বললেন, 'আ-হা!' ডিগোরি রানীর চোখে মুখেও ওর চাচার মতো একই লোভী দৃষ্টি দেখতে পেল। 'তো' রানী বললেন, 'তোমাদের জগৎটা অনেক তরুণ।'

BanglaBook.org

রানী মুহূর্তের জন্য থামলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'এখন, চলো এখান থেকে যাওয়া যাক। এখানে বেশ ঠাণ্ডা।'

'কোথায় যাবেন?' ওরা দুজনেই জিজ্ঞেস করল।

'কোথায়?' রানী বিস্ময়ের সাথে বললেন, 'অবশ্যই তোমাদের জগতে॥'

পলি আর ডিগোরি একে অন্যের দিকে তাকাল। প্রথম থেকেই রানীকে পলির একটুও পছন্দ হয়নি। এমন কি রানীর গল্প শোনার পর থেকে ডিগোরিও তাকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে। রানী এরকম মানুষ নয় যে কেউ তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পছন্দ করবে। আর নিয়ে গেলে কী করবে কেউ জানে না। ওরা শুধু নিজেরাই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু পলি ওর আংটি বের করতে পারছিল না। আর ডিগোরি পলিকে ছাড়া যেতে পারে না। ডিগোরির মুখ লাল হয়ে গেল। সে তোতলাতে লাগল।

'ওহ-হো- ওহ- আমাদের জগতে। আ-আমি জানতাম না আপনি ওখানে যেতে চান।'

'আমাকে যদি নিয়ে যাওয়া না হয় তাহলে তোমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে কী জন্য?' রানী জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি নিশ্চিত আমাদের জগৎটা আপনার একটুও পছন্দ হবে না।' ডিগোরি বলল। 'জায়গাটা এখানকার মতো নয়, তাই না পলি? জঘন্য জায়গা, দেখার মতো কিছুই নেই।'

'আমি রাজত্ব শুরু করলে জায়গাটা দেখার মতোই হবে।' রানী উত্তর দিলেন।

'ওহ, কিন্তু আপনি যেতে পারেন না।' ডিগোরি বলল, 'ব্যাপারটা সেরকম নয়। ওরা আপনাকে ঢুকতে দেবে না।'

রানী ওদের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত হাসি দিলেন। 'অনেক মহান রাজারা ভাবতেন ওর চার্নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন। কিন্তু সবাই নিহত হয়েছে। ওদের নামগুলো ধূলোয় মিশে গেছে, বোকা ছেলে! তুমি কি মনে করো আমার এই সৌন্দর্য আর জাদুবিদ্যা দিয়ে আমি তোমাদের জগৎটাকে এক বছরের মধ্যে আমার পায়ের নিচে নিয়ে আসতে পারব না? তোমাদের জাদুমন্ত্র আওড়াতে থাক এবং আমাকে এক্ষুণি ওখানে নিয়ে যাও।'

'ব্যাপারটা ভয়ানক হয়ে যাচ্ছে।' ডিগোরি পলিকে বলল।

'সম্ভবত তুমি তোমার আঙ্কেলকে ভয় পাচ্ছ।' জেডিস বললেন, 'কিন্তু উনি যদি আমাকে যথাযথ সম্মান করেন তাহলে উনি উনার জীবন আর রাজত্ব দুইই বাঁচাতে পারবেন। আমি ওর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছি না।

BanglaBook.org

তিনি অবশ্যই অনেক বড় জাদুকর, না হলে তোমাদের এই জগতে পাঠাতে পারতেন না। তিনি কি তোমাদের গোটা জগতের রাজা নাকি শুধুমাত্র একটা অংশের?'

'তিনি কোথাকার রাজা নন।' ডিগোরি বলল।

'তুমি মিথ্যে বলছ।' রানী বললেন, 'সবসময় কি জাদুবিদ্যা রাজকীয় রক্তে বর্তায় না? কে কবে শুনেছে সাধারণ লোকেরা ম্যাজিসিয়ান হতে পারে? তুমি সত্যি কথা বলো আর নাই বলো আমি সত্যটা দেখতে পাচ্ছি। তোমার আঙ্কেল একজন মহান রাজা এবং তোমার জগতের সেরা ম্যাজিসিয়ান। উনার জাদুবিদ্যার জোরে উনি আমার মুখের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। হয়তো কোনো জাদুর আয়না বা মন্ত্রকুহক পুলের মাধ্যমে দেখেছেন। আমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে উনি তোমাদেরকে আমাকে উনার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। উত্তর দাও, আমি যা বলেছি তা ঠিক কিনা?'

'বেশ, পুরোপুরি ঠিক নয়।' ডিগোরি বলল।

'না, মোটেই ঠিক নয়।' পলি চেঁচিয়ে উঠল, 'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই বাকোয়াজবাজি।'

'মিনিয়ন!' রানী চেঁচিয়ে উঠলেন। রেগে মেগে পলির দিকে ঘুরে ওর চুল টেনে ধরলেন। আর তাই করতে গিয়ে তিনি ওদের দুজনের হাত ছেড়ে দিলেন। 'এখন' ডিগোরি চেঁচিয়ে উঠল। 'তাড়াতাড়ি!' পলিও চেঁচাল। ওরা তাড়াতাড়ি ওদের বাম হাত বাম পকেটে ঢুকাল। ওদের আংটিটা হাতে পরতেও হয়নি। ওরা আংটিতে স্পর্শ করা মাত্রই ওদের চোখের সামনে থেকে গোটা জগৎটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা দ্রুতবেগে উষ্ণ সবুজ আলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

BanglaBook.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর সমস্যার শুরু

'যেতে দাও! ছেড়ে দাও!' পলি চেঁচিয়ে উঠল।

'আমি তোমাকে ধরে রাখিনি!' ডিগোরি বলল।

তারপর ওদের মাথা পুলের বাইরে বেরিয়ে এল। আবারও ওরা জগতের মাঝের জঙ্গলের সূর্যালোকিত দিনে এসে পড়ল। ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত জগৎ থেকে এসে এই জায়গাটা যেন আরো উষ্ণ, শান্তিময় লাগছিল। এর আগেরবার ওদের বেশ ঘুমঘুম স্বপ্নালু লাগছিল। কিন্তু এইবার অবস্থাটার যেন বদল ঘটেছে। ওরা নিজেদের যতদূর সম্ভব জাগিয়ে রাখল। ওরা ঘাসের উপরে এসেই বুঝতে পারল ওরা একা নয়। রানী বা ডাইনি, যাই ডাকা হোক না কেন, ওদের সাথে চলে এসেছে। রানী পলির চুল ধরেই এসেছে। সে কারণেই পলি বারবার চেঁচিয়ে বলছিল, 'ছেড়ে দাও!'

তার মানে, আংটির ব্যাপারে আরেকটা সত্য প্রমাণিত হয়, যেটা আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ওদেরকে বলেনি কারণ তিনি নিজেও তা জানতেন না। এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যাওয়ার জন্য তোমার এই আংটি পরার দরকার নেই। শুধুমাত্র ছুঁলেই হবে। এমনকি অন্য কেউ যদি তোমাকে ছুঁয়ে থাকে তাহলে সেও তোমার সাথে চলে আসবে। আংটিটা চুম্বকের মতো কাজ করে। সবাই জানে চুম্বক যদি একটা পিনকে আঁকড়ে থাকে তাহলে সেই পিনটাও আরেকটা পিনকে তুলে নিতে পারে।

রানী জেডিসকে বনের মধ্যে অন্যরকম দেখাতে লাগল। আগের চেয়ে অনেক বেশি বিবর্ণ দেখাচ্ছে। বিবর্ণতার কারণে ওর সৌন্দর্য চলে গেছে। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে এরকমভাবে শ্বাস নিচ্ছে যেন এখানে বাতাসের বড় অভাব। ওরা দুজন এখন কেউ আর রানীকে একটুও ভয় পাচ্ছে না।

'ছেড়ে দাও! আমার চুল ছেড়ে দাও।' পলি বলল, 'তুমি তা দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছিলে?'

'এখানে! এক্ষুণি ওর চুল ছেড়ে দাও।' ডিগোরি বলল।

BanglaBook.org

ওরা দুজনেই ঘুরল। ওরা রানীর চেয়ে অনেক শক্তিশালী। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওরা রানীর হাত থেকে চুল ছাড়িয়ে নিল। রানী পিছিয়ে গেল। হাঁপাতে হাপাতে ভয়ংকর দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাতে লাগল।

'তাড়াতাড়ি, ডিগোরি!' পলি বলল, 'আংটি বদলে বাড়ি ফেরার জলাশয়ে যাও।'

'সাহায্য করো! সাহায্য করো! দয়া করো!' ডাইনি নিষ্প্রাণ গলায় বলল, 'আমাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাও। তোমরা আমাকে এরকম ভয়ানক জায়গায় ফেলে রেখে যেতে পার না। এখানে আমি মরে যাব।'

'এটা এক ধরনের প্রতিশোধ,' পলি ঘৃণাভরে বলল, 'যেমনটি আপনি আপনার নিজের জগতের লোকদের হত্যা করার সময় হয়েছিল। তাড়াতাড়ি করো, ডিগোরি।' ওরা সবুজ আংটি পরে নিল। কিন্তু ডিগোরি বলল—

'ওহ, থাম! আমরা কী করতে যাচ্ছি?' ডিগোরি রানীর প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে পারল না।

'ওহ, ওরকম গাধার মতো কাজ করো না।' পলি বলল, 'ওকে দশবার করে হলেও লজ্জিত হওয়া উচিত। চলো এসো।' ওরা দুজনেই বাড়ি ফেরার জলাশয়ে লাফ দিয়ে পড়ল। 'খুব ভালো যে আমরা ভালোভাবে লাফ দিতে পেরেছি।' পলি ভাবল। কিন্তু লাফ দেয়ার সাথে সাথেই ডিগোরি বুঝতে পারল বরফ শীতল হাত ওকে ধরে ফেলেছে। ওরা ডুবে যেতে লাগল। ওদের নিজেদের জগতের আকৃতি আস্তে আস্তে উন্মোচিত হতে থাকে। হাতের থাবা আরো জোর দিয়ে ডিগোরির ওপর বসেছে। ডাইনি ওর শক্তি কিছুটা হলেও ফিরে পেয়েছে। ডিগোরি ছাড়ানোর অনেক চেষ্টা করল। লাথি দিল। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। মুহূর্তেই ওরা নিজেদেরকে আঙ্কেল ডিগোরির স্টাডিরুমে দেখতে পেল। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ডিগোরি অন্য জগৎ থেকে কোনো প্রাণী নিয়ে ফিরে এসেছে তাই হতবাক হয়ে দেখছেন।

আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর মতোই পলি আর ডিগোরিও অবাক চোখে দেখতে লাগল। কোনো সন্দেহ নেই ডাইনি তার অজ্ঞান অবস্থা সামলে উঠেছে। ওদের জগতে ডাইনিকে অন্যরকম লাগছে। সাধারণ মানুষের মতোই মনে হচ্ছে। চার্নে তাকে বেশ ভয়ংকর লাগছিল। এখানেও ভয়ংকর লাগছে। একটা ব্যাপার ওরা বুঝতে পারল, রানী অনেক বেশি লম্বা-চওড়া। 'মানুষের মতো নয়।' ওর দিকে তাকিয়ে ডিগোরি ভাবল। ডিগোরির ভাবনা ঠিক। কেউ কেউ বলে চার্নের রাজকীয় পরিবারের শরীরে দৈত্যদের রক্ত প্রবাহিত

BanglaBook.org

হয়। কিন্তু তার উচ্চতা সত্ত্বেও ওর সৌন্দর্যের সাথে কোনো কিছু তুলনীয় নয়। লন্ডনের যেকোনো মানুষের চেয়ে ওকে অন্য বেশি প্রাণবন্ত লাগছে। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু মাথা নুইয়ে হাত ঘষতে ঘষতে ডাইনির দিকে তাকাচ্ছিল। সত্যিই খুব ভয় পেয়েছে। আঙ্কেলকে ডাইনির সামনে কুঁকড়ে যাওয়া গলদা চিংড়ির মতো লাগছিল।

পলি পরে বলেছিল, আঙ্কেলের চেহারার মধ্যে ভালো লাগার একটা ছাপও খেলা করছিল। ডাইনিও ম্যাজিসিয়ানের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত আবেগী চোখে দেখল। জেডিস যেরকম চিহ্ন ডিগোরির কাছে পাইনি সেটাই দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

'ফুঁ!' ডিগোরি ভাবল, 'তিনি একজন ম্যাজিসিয়ান! হোমরাচোমরা কেউ নয়! রানীই সত্যিকারের ম্যাজসিয়ান!'

আঙ্কেল এ্যান্ড্রু তখনও মাথা নুইয়ে হাত ঘষে চলেছিলেন। তিনি খুব নম্রতার সাথে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ওর মুখ এরকম শুষ্ক যে তিনি কথাই বলতে পারলেন না। আংটি নিয়ে তার এক্সপেরিমেন্ট তার ধারণার বাইরে সফলতা নিয়ে এসেছে। এত বছরের সাধনার সত্যিকারের ফল ফলেছে। তার জীবনে এত অপূর্ব ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি।

BanglaBook.org

তারপর জেডিস কথা বললেন। খুব বেশি উঁচু গলায় নয়। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে এরকম কিছু ছিল যাতে গোটা রুম কাঁপতে লাগল।

'আমাকে এই জগতে নিয়ে এসেছে সেই জাদুকর কোথায়?'

'আ-আহ- আহ- ম্যাডাম,' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু কোনোভাবে বললেন, 'আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি— খুবই কৃতজ্ঞ- আমার জীবনের অপ্রত্যাশিত আনন্দ- যদি কোনোরকম প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ আমি পেতাম— আমি— আমি...

'সেই জাদুকর কোথায়, বোকা?' জেডিস বললেন।

'আ-আমি, ম্যাডাম, আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন- এই দুষ্ট ছেলেমেয়েরা যদি আপনার সাথে কোনোরকম বেয়াদবি করে থাকে। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, কোনোরকম ইচ্ছে ছাড়াই...'

'তুমি?' রানী আগের চেয়ে ভয়ানক স্বরে বললেন। তারপর এক লাফেই তিনি রুমের অন্য পাশে এসে আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর ধুসর চুলের মুঠি ধরে উঁচুতে টেনে তুললেন যাতে আঙ্কেলের মুখটা তার মুখের সামনে আসে। তিনি ভালো করে আঙ্কেলের মুখটা দেখতে লাগলেন, যেমনটি ডিগোরির মুখটা দেখেছিলেন। আঙ্কেল পুরোটা সময় জুড়ে চোখ পিটপিট করে ঠোঁট চাটছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আঙ্কেলকে ছেড়ে দিলেন। আঙ্কেল দেয়ালের গায়ে গড়িয়ে পড়লেন।

'আমি দেখতে পেয়েছি।' ডাইনি তীক্ষ্ণ স্বরে বলেন, 'তুমি একজন জাদুকর- এক ধরণের জাদুকর। উঠে দাঁড়াও, কুত্তা। আর তোমার চেয়ে উচ্চ মর্যাদার কেউ কথা বললে চোখে চোখে তাকাবে না। তুমি কিভাবে জাদুবিদ্যা আয়ত্ত করেছো? আমি শপথ করে বলতে পারি, তোমার শরীরে রাজকীয় রক্ত নেই।'

'বেশ-আহ- আপনি যে অর্থে বলছে সেভাবে নেই।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু তোতলাতে তোতলাতে বললেন। 'প্রকৃতপক্ষে রাজকীয় নয়, ম্যাম। কেটলাররা যাইহোক, খুব প্রাচীন পরিবার। প্রাচীন ডরসেটশায়ার পরিবার, ম্যাম।'

'শান্তি।' ডাইনি বললেন, 'তুমি কি তা আমি দেখতে পাচ্ছি। তুমি একজন সামান্য ছোটখাটো জাদুকর, যে নিয়মকানুন আর বই পড়ে জাদুবিদ্যা শিখেছে। তোমার রক্তে ও হৃদয়ে প্রকৃত কোনো জাদু নেই। তোমার ধরনের জাদু আমার জগতে হাজার বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে আমি তোমাকে আমার চাকর হিসাবে নিয়োগ দিতে পারি।'

BanglaBook.org

'আমি খুবই খুশি হবো— আপনার যেকোনো সেবায় নিজেকে আনন্দিত— উৎফুল্ল বোধ করব, আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

'শান্তি! তুমি অনেক বেশি কথা বলো। তোমার প্রথম কাজটা শুনে নাও। আমি দেখতে পাচ্ছি আমরা অনেক বড় শহরে আছি। আমার জন্য একটা রথ অথবা উড়ন্ত গালিচা বা প্রশিক্ষিত ড্রাগন অথবা তোমার দেশে রাজাবাদশারা যা ব্যবহার করে এরকম কিছুর ব্যবস্থা করো। তারপর আমাকে ওরকম জায়গায় নিয়ে যাও যেখান থেকে আমি কাপড়-চোপড়, রত্নালংকার আর আমার পদমর্যাদা অনুযায়ী দাসদাসী নিতে পারি। আগামীকাল আমি রাজ্য জয় করতে বের হবো।'

'আ-আমি এক্ষুণি গিয়ে আপনার জন্য একটা ক্যাবের অর্ডার দিচ্ছি।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু হাফ ছেড়ে বললেন।

বাচ্চারা ভয় পাচ্ছিল জেডিস আবার ওর সাথে জঙ্গলে যা হয়েছিল তাই নিয়ে কিছু বলেন কিনা। কিন্তু তারপর থেকে তিনি একবারও এ ব্যাপারটা উচ্চারণ করেননি। এখন জেডিস কারোর দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ওটাই তার স্বভাব। চার্নে তিনি একবারও পলির দিকে নজর দেননি। কারণ তখন ডিগোরিকে তার দরকার ছিল। এখন আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে দরকার বলেই তিনি ডিগোরিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মনে হয়

BanglaBook.org

অধিকাংশ ডাইনিরাই এরকম। ওদের দরকার না হলে ওরা লোকজনের প্রতি আগ্রহী হয় না। মিনিট দুয়েক ধরে রুমে নীরবতা বিরাজ করল। কিন্তু জেডিস মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে অধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছিল।

ডাইনি নিজেকেই নিজে বললেন, 'ওই বুড়ো বোকা গাধাটা করছেটা কী? আমার একটা চাবুক নিয়ে আসা উচিত ছিল।' ওদের দিকে একবার তাকিয়েই তিনি আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর খোঁজে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'হেই!'পলি হাঁফ ছেড়ে বলল। আমাকে এখন অবশ্যই বাড়িতে যেতে হবে। ভয়ানক দেরি হয়ে গেছে। আমি ধরা পড়ে যাব।'

'বেশ যাও। যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে এসো।' ডিগোরি বলল, 'ওই ভয়ানক জিনিসটা এখনও এখানে আছে। আমাদের কোনো না কোনো পরিকল্পনা বের করতে হবে।'

'ওটা এখন তোমার চাচার উপরে।' পলি বলল "উনিই ম্যাজিক নিয়ে এত জগাখিচুড়ি অবস্থার শুরু করেছেন।'

'একই কথা। তুমি ফিরে আসবে তাই না? যাই হোক না, তুমি আমাকে এরকম অবস্থায় একা ফেলে রেখে যেতে পার না।'

'আমি টানেল ধরে বাড়িতে যাব।' পলি শান্ত স্বরে বলল, 'ওটাই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছুনার পথ। আর আমাকে যদি ফিরেই আসতে হয়, তাহলে ভালো হয় না তুমি আমার কাছে সরি বল?'

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'সরি?' ডিগোরি বিস্মিত। 'বেশ এখন বোঝা যাচ্ছে এটা মেয়েদের মতো কথাবার্তা। আমি কী করেছি?'

'ওহ, বিশেষত কিছুই না।' পলি ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলল, 'মোমের কাজের রুমটাতে তুমি আমার হাতের কব্জি প্রায় মুচড়ে ফেলেছিলে। কাপুরুষের মতো টেনে নিয়েছিলে। বোকার মতো হাতুড়ি দিয়ে ঘণ্টায় বাড়ি দিয়েছিলে। জঙ্গলের ওখানে আমাকে টেনে ধরেছিলে যাতে ওই ডাইনি তোমাকে ধরে পুলে ঝাঁপ দিতে পারে। এই সব।'

'ওহ,' ডিগোরি বিস্মিত স্বরে বলল, 'বেশ, ঠিক আছে। আমি সরি বলব। সত্যিই আমি দুঃখিত। যাই ঘটে থাকুক না কেন। আমি সরি বলেছি। আর এখন, ভদ্রভাবে গিয়ে আবার ফিরে এসো। তুমি ফিরে না এলে আমি ভয়ানক অবস্থার মধ্যে থাকব।'

'তোমার কোনো কিছু ঘটবে এমনটি আমার মনে হয় না। মিষ্টার কেটরলি এখন জ্বলন্ত গরম চেয়ারে বসে আছেন। আর ওর বিছানা বরফ মোড়ানো, তাই না?'

'ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয়।' ডিগোরি বলল, 'আমি মায়ের ব্যাপারেই ভাবছি। ধরো ওই ডাইনি মায়ের রুমে চলে গেল। মা হয়তো ওর ভয়ে মরে যেতে পারে।'

'ওহ, আমি বুঝতে পেরেছি।' পলি নরম স্বরে বলল, 'ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করব ফিরে আসার। কিন্তু আমাকে এখন অবশ্যই যেতে হবে।' ও ছোট্ট দরজা দিয়ে টানেলের দিকে গেল।

আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর কী অবস্থা দেখা যাক। তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রুমালে কপালের ঘাম মুছছেন। তিনি বেডরুমে ঢুকে নিজেকে তালাবদ্ধ করে ফেললেন। তিনি প্রথমেই ওয়ার্ডরোব থেকে ওয়াইনের বোতল বের করে এক গ্লাসে ঢাললেন। তারপর এক চুমুকেই সাবাড় করলেন। তারপর গভীরভাবে শ্বাস নিলেন।

'কথার দিব্যি,' তিনি নিজেকে বললেন, 'আমি ভয়ানক কাঁপছি। খুবই আপসেট হয়ে পড়েছি! আমার জীবনে এ রকমটি আর ঘটেনি!'

তিনি আরেক গ্লাস ঢেলে সেটাও গলায় ঢেলে দিলেন। তারপর কাপড় বদলাতে শুরু করলেন। ওরকম কাপড়চোপড় আর দেখা যায় না। তিনি খুব উঁচু শক্ত কলারের জামা পরলেন। সাদা ওয়েস্টকোট পরলেন। বুকের উপর দিয়ে সোনার ঘড়ির চেন ঝুলছে। তিনি সবচেয়ে সুন্দর হ্যাটটা মাথায় চাপালেন। একটা পরিষ্কার রুমাল নিলেন। ড্রয়ার থেকে এক শিশি সেন্ট

BanglaBook.org

বের করে রুমালে মাখালেন। আই-গ্লাস বের করে চোখে লাগিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগলেন।

এই মুহূর্তে আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বাড়ন্ত বয়স্কদের মতো আচরণ করতে শুরু করেছেন। ডাইনিটা ওই রুমে না থাকায় আঙ্কেল ভুলে গেছেন তিনি কতটা ভয় পেয়েছিলেন। তিনি এখন ডাইনির সৌন্দর্যের ব্যাপারে ভাবছিলেন। নিজেকে বলতে লাগলেন, 'খুবই সুন্দরী মহিলা, স্যার, একজন অপূর্ব সুন্দরী রমণী। বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি।' তিনি এই মুহূর্তে ভুলেই গেছেন ছেলেমেয়ে দুটো এই অপূর্ব সৃষ্টিকে তার কাছে এনে দিয়েছে। তার মনে হচ্ছে তিনি নিজেই ম্যাজিক করে এই রমণীকে ডেকে এনেছেন।

' এ্যান্ড্রু, মাই বয়,' তিনি আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বললেন, 'তোমার নিজের বয়সের তুলনায় তুমি এখনও অনেক সুন্দর আছো। তোমাকে খুব অভিজাত দেখাচ্ছে।'

তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ওই বোকা ম্যাজিসিয়ান কল্পনা করতে শুরু করেছে ডাইনি ওর প্রেমে পড়তে যাচ্ছে। ওয়াইন পান করার কারণে সম্ভবত এ রকমটি হয়েছে। সেই সাথে ওর ভালো কাপড়-চোপড়গুলোও পরেছে। কিন্তু, ঘটনা হলো, তিনি ময়ূরের মতোই ব্যর্থ, সে কারণেই একজন ম্যাজিসিয়ান হয়েছেন।

তিনি দরজার তালা খুললেন। নিচে নেমে এলেন। হাউজমেইডকে ডেকে একটা দুই চাকার গাড়ি নিয়ে আসতে বললেন। তারপর ড্রয়িংরুমে এলেন। তিনি যেমনটি আশা করছিলেন আন্ট লেটি ওখানে বসে আছেন। একটা ম্যাট্রেস সেলাই করছিলেন। মেঝেতে বিছিয়ে উবু হয়ে বসে কাজ করছেন।

'আহ, ও আমার প্রিয় লেটিশিয়া,' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'আ-আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে। আমাকে অন্তত পাঁচ পাউন্ড ধার দাও।'

'না, প্রিয় এ্যান্ড্রু,' আন্ট লেটি কাজ থেকে মুখ না তুলেই দৃঢ় গলায় বললেন, 'আমি তোমাকে অসংখ্যবার বলেছি আমি তোমাকে কোনো টাকা ধার দেব না।'

'এখন কোনো সমস্যা করো না, মাই ডিয়ার।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তুমি যদি আমাকে টাকা না দাও তাহলে আমাকে ভয়ানক বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে।'

'এ্যান্ড্রু' আন্ট লেটি সরাসরি আঙ্কেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার অবাক লাগে আমার কাছে টাকা চাইতে তোমার লজ্জা করে না।'

BanglaBook.org

ব্যাপার হলো, আঙ্কেল এ্যান্ড্রু কখনও কোনো কাজ করেন না। অথচ ব্রান্ডি আর সিগারের পেছনে অনেক টাকা-পয়সা ওড়ান।

'আমার প্রিয় লেটি।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'তুমি বুঝতে পারছ না। আজ আমার হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিত কিছু খরচ বেড়েছে। আমি একটু মজার জন্যই করছি। এখন চলো, ওরকম করো না।'

'আর কে, তোমাকে আনন্দ দিচ্ছে, এ্যান্ড্রু?' আন্ট লেটি জিজ্ঞেস করলেন।

'একজন- একজন অভিজাত অতিথি এই মাত্র এসে পৌঁছেছে।'

'অভিজাত অতিথি না হাতি!' আন্ট লেটি বললেন, 'গত ঘণ্টাখানিক যাবৎ একটা বেল পর্যন্ত বাজেনি।

ঠিক সেই সময়ে দরজা হাঁট করে খুলে গেল। আন্ট লেটি দেখতে পেল একজন বিশালদেহী মহিলা, অপূর্ব পোশাক পরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

সপ্তম অধ্যায়
সামনের দরজা যা ঘটল

'এখন, দাস, আমি আমার রথের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করব?' ডাইনি খেঁকিয়ে উঠল। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু তাড়াতাড়ি ওর সামনে থেকে সরে গেলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই প্রেম প্রেম অনভূতি পুরোপুরি উবে গেছে। কিন্তু আন্ট লেটি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রুমের মাঝখানে চলে এল।

'এই তরুণী মহিলাটি কে, এ্যান্ড্রু, আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি?' আন্ট লেটি বরফ শীতল গলায় বললেন।

'অপরিচিত বিদেশি-খু-খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।' এ্যান্ড্রু তোতলাতে লাগলেন।

'যত্তোসব!' আন্ট লেটি বললেন। তারপর ডাইনির দিকে ঘুরলেন। 'এই মুহূর্তে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও, লজ্জাহীনা নারী। অথবা আমি তোমাকে পুলিশে দেব।' তিনি ভেবেছিলেন ডাইনি অবশ্যই কোনো সার্কাস থেকে এসেছে।

'এই মহিলা কে?' জেডিস বললেন, 'আমি তোমাকে ধ্বংস করে দেয়ার আগে, হাঁটু গেড়ে বসো। মিনিয়ন।'

'এরকম অদ্ভুত ভাষায় এই বাড়িতে কেউ কথা বলে না। তরুণী মহিলা, প্লিজ। আন্ট লেটি বললেন।

তৎক্ষণাৎ, আঙ্কেল এ্যান্ড্রু দেখতে পেলেন রানীর চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছে। চার্নের প্রাসাদের গেটে যেরকমভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠিক সেইভাবে হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালেন। তার মন্ত্র পড়তে লাগলেন। কিন্তু কিছুই ঘটল না। শুধু আন্ট লুসি ভাবলেন এই অদ্ভুত শব্দগুলো মনে হয় সাধারণ ইংরেজিই হবে।

'আমি অনেক ভেবে দেখেছি। এই মহিলা মাতাল। মাতাল! ও ঠিকমতো কথাই বলতে পারে না।'

BanglaBook.org

ব্যাপারটা ডাইনির জন্য ভয়াবহ। তিনি হঠাৎ করে বুঝতে পারলেন তার যে ক্ষমতা নিজ রাজ্যে লোকজনকে ধুলোয় পরিণত করে দেয়, এখানে সেটার কোনো কাজই হচ্ছে না। কিন্তু ডাইনি এক মুহূর্তের জন্য নিজের ভাব ছাড়লেন না। হতাশ না হয়ে ডাইনি সামনের দিকে ঝুঁকে আন্ট লেটির ঘাড়ে গর্দানে ধরে নিজের উচ্চতায় পুতুলের মতো টেনে তুললেন। তাকে রুমের এক দিকে ছুড়ে দিলেন। আন্ট লেটি বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছিলেন। তখনই হাউজমেইড দরজার কাছে এসে বলল, 'স্যার, আপনার দুই চাকার গাড়ি চলে এসেছে।'

'এগিয়ে যাও, দাস।' ডাইনি আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে বললেন। এ্যান্ড্রু বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'এরকম সহিংসতা অবশ্যই প্রতিরোধ করা উচিত,' কিন্তু জেডিসের চোখে চোখ পড়তেই নির্বাক হয়ে গেলেন। ডাইনি ওকে রুম থেকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এলেন। ডিগোরি দ্রুত ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। ওদের পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

'জিমিনি!' ডিগোরি বলল, 'উনি ল-নে হারিয়ে যাবেন। সাথে আঙ্কেল এ্যান্ড্রুও হারাবে। এখানে এখন কী ঘটেছে?'

'ওহ, মাস্টার ডিগোরি,' হাউজমেইড জিমিনি বলল, 'আমার মনে হয় মিস কেটরলি নিজে নিজে ব্যথা পেয়েছেন।' ওরা ছুটে ড্রয়িংরুমে এল।

আন্ট লেটিকে যদি কার্ডবোর্ড বা কার্পেটের ওপর পড়তেন, তাহলে ওর হাড়গোড় ভেঙে যেতে পারত। কিন্তু সৌভাগ্য যে ম্যাট্রেসের ওপর পড়েছেন। আন্ট লেটি খুবই কঠিন প্রকৃতির মহিলা। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে জানালেন, কয়েকটা কাটাছেঁড়া ছাড়া তার কিছুই হয়নি। খুব শিগগির তিনি পরিস্থিতি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন।

'সারাহ,' তিনি হাউজমেইডকে বললেন, 'যাও, এক্ষুণি গিয়ে পুলিশ স্টেশনে যাও। ওদেরকে বলো একটা ভয়ংকর উন্মাদ আমাদের বাড়িতে হানা দিয়েছে। আমি মিসেস কিরকির লাঞ্চ নিজের হাতেই করাব।' মিসেস কিরকি হলো ডিগোরির মা।

মায়ের লাঞ্চ করানো হয়ে গেলে, ডিগোরি আর আন্ট লুসি নিজেদের খাবার খেল। তারপর ডিগোরি গভীরভাবে ভাবতে শুর করল।

সমস্যাটা হলো কিভাবে ডাইনিটাকে তার নিজের জগতে ফেরত পাঠানো যায়। অথবা যেকোনোভাবেই হোক আমাদের জগৎ থেকে তাড়ানো যায়। যাইহোক না কেন, এই বাড়িতে ওর ঢোকা উচিত হবে না। মায়ের অবশ্যই ওকে দেখা উচিত নয়।

BanglaBook.org

আর সম্ভব হলে অবশ্যই ওই উন্মাদকে লন্ডন শহরেও বেপরোয়া ঘুরতে দিতো না। আন্ট লেটিকে ছুড়ে ফেলার সময় ডিগোরি এই রুমে ছিল না। কিন্তু ডিগোরি ডাইনির ক্ষমতা চার্নের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছে। ডিগোরি ওর অস্বাভাবিক ক্ষমতার কথা জানে না। কিন্তু জানে না আমাদের পৃথিবীতে এসে সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ডিগোরি জানে ডাইনি আমাদের জগৎ জয় করতে এসেছে। এই মুহূর্তে ডিগোরির মনে হচ্ছে ডাইনি হয়তো বাকিংহাম প্যালেস বা পার্লামেন্ট হাউজ ধ্বংস করে দিতে পারে। পুলিশ ওকে ঠেকাতে পারবে না। ডিগোরি কিছুই করতে পারবে না। 'কিন্তু এই আংটিগুলো মনে হয় চুম্বকের মতো কাজ করে।' ডিগোরি ভাবল। 'আমি যদি শুধুমাত্র ওকে একবার স্পর্শ করতে পারি তাহলে হলুদ আংটিটা বের করে, আমরা দুজনেই জগতের মাঝের জঙ্গলে যেতে পারব। ও কি আবার ওখানে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারে? ওই জায়গাতে ওর সমস্যা হয়। তাহলে যদি আমি ওকে আবার ওর নিজের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি? কিন্তু আমার মনে হয় ওই রিস্কটুকু আমাকে নিতে হবে। আমি কিভাবে ওই ডাইনিকে খুঁজে পাব? আমার মনে হয় আন্ট লেটি আমাকে এখন বাইরে বের হতে দেবেন। আর আমার কাছে দু পেন্সের বেশি নেই। ওকে গোটা লন্ডনজুড়ে খুঁজতে গেলে আমার বাস ট্রামে ওঠার জন্য বেশ কিছু টাকা লাগবে। যাইহোক, আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওকে কোথায় খুঁজতে হবে। যদি আঙ্কেল এ্যান্ড্রু এখনও ওর সাথে থাকে তাহলে ভালো হয়।'

BanglaBook.org

ডিগোরি এখন শুধু অপেক্ষা করতে পারে, আর আশা করতে পারে আঙ্কেল এ্যান্ড্রু আর ডাইনি ফিরে আসে। ওরা এলেই, ও দৌড়ে গিয়ে ডাইনিকে ধরে ফেলবে, সাথে সাথেই হলুদ আংটি পরে বেরিয়ে যাবে। তার মানে তাহলে ওকে সামনের দরজায় নজর রাখতে হবে। ও সামনের দরজায় নজর রাখতে রাখতে ভাবছিল, 'পলি এখন কী করছে?'

আধা ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও কেউ এল না। পলি বাড়িতে ডিনারের জন্য গিয়েছে। ওর জুতো-মোঝা ভেজা। বাড়িতে যখন জিজ্ঞেস করল ও কোথায় গিয়েছিল, পলি জানাল ও ডিগোরি কিরকির সাথে বাইরে গিয়েছিল। আরো বেশি প্রশ্ন করা হলে ও জানাল, পুলের পানিতে ওর জুতো মোজা ভিজে গেছে। জিজ্ঞেস করা হলো, সেই জলাশয় কোথায়। ও জানাল ও জানে না। পলির সাথে কথা বলে ওর মা বুঝল পলি ডিগোরির সাথে লন্ডনের এরকম একটা জায়গায় গিয়েছিল যে জায়গাটা ও চেনে না। তার ফলে, ওর মা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো পলি অনেক দুষ্ট হয়ে গেছে। কিরকিদের ওই ছোকড়ার সাথে ও আর খেলতে পারবে না। তারপর ওকে লক্ষ্মী মেয়ের মতো সবার সাথে ডিনার সারতে হলো। বিছানায় গিয়ে ঘণ্টা দুই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে হলো।

ডিগোরি ডাইনিং রুমের জানালা দিয়ে সামনের দরজায় তাকিয়ে ছিল। পলি বিছানায় শুয়ে ছিল। দুজনেই ভাবছিল কী ভয়ংকর সময় তারা কাটিয়ে এসেছে। পলি ওর দু ঘণ্টা ঘুমের সময় কখন শেষ হবে তাই ভাবছিল। এদিকে ডিগোরি প্রতি মুহূর্তে যেকোনো ক্যাবের শব্দ শুনছিল আর ভাবছিল 'এই তো ডাইনি এসে গেছে।' কিন্তু ডাইনি আসেনি।

দীর্ঘসময় ধরে নজর রাখতে রাখতে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল। একজন মহিলা ডিগোরির মায়ের জন্য কিছু আঙুর নিয়ে এসেছিল। ডাইনিংরুমের দরজা খুলে গেল। ডিগোরি লেটি আন্ট আর সেই মহিলার কথাবার্তা শুনতে পেল।

'কী সুন্দর আঙুর!' আন্ট লেটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আমি নিশ্চিত এরকম ভালো জিনিস যদি ও উপভোগ করতে পারত। কিন্তু বেচারা ম্যাবেল! ওকে সাহায্য করার জন্য যৌবনের রাজ্য থেকে যদি কোনো ফলফলাদি নিয়ে আসা যেতো বড়ো ভালো হতো! এই জগতের কোনো কিছুতেই ওর হেরফের হবে না!' তারপর ওরা দুজনেই নিচু গলায় কিছু একটা বলল। ডিগোরি শুনতে পেল না।

BanglaBook.org

ডিগোরি যদি কয়েক দিন আগেই যৌবনের রাজ্য সমন্ধে শুনতো তাহলে ভাবতো আন্ট লেটি হয়তো অসম্ভব কল্পনা করছেন। তাতে ওর কোনো আগ্রহ দেখা দিত না। কিন্তু এখন ঘটনা অন্য। হঠাৎ করে ওর মনে হলো ও যেসব জগৎ দেখেছে তার মধ্যে কোনো একটা জগৎ যৌবনের রাজ্য থাকতে পারে। আর সেখানে অবশ্যই এরকম কোনো ফল থাকতে পারে, যা ওর মাকে সারিয়ে তুলতে পারে! ওর কাছে জাদুর আংটি আছে। জগতের মাঝের জঙ্গলে যেতে পারবে। ও ওই ব্যাপারেই ভাবতে লাগল। মা আবার ভালো হয়ে উঠবে। সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। ও ডাইনিকে লক্ষ্য করার কথা ভুলে গেল। ওর হাত প্রায় পকেটে হলুদ আংটির জন্য ঢুকে গিয়েছিল। তখনই ও ঘোড়ার শব্দ শুনতে পেল।

'হুল্লো! ওটা কী?" ডিগোরি ভাবল, 'ফায়ারইঞ্জিন? আমার মনে হয় এই বাড়িতে আগুন লেগেছে। বেশ ভালো, ওটা এদিকেই আসছে। ওই তো ডাইনি।'

দুই চাকার ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলে এল। চালকের আসনে কেউ নেই। চার্নের ভয়ংকর রানী জেডিস ওটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দাঁত-মুখ খিচিয়ে আছে, চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে, চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। ডাইনি নির্দয়ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। ঘোড়াটা পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে আসছে। সামনের দরজার কাছে চলে এল। আধা ইঞ্চির জন্য ল্যাম্পপোস্টে বাড়ি খেল না। কিন্তু গাড়িটা ল্যাম্পপোস্টের একটা অংশ ধসে দিয়ে গেল। তারপর ঝড়ের বেগে সামনের দিকে চলে গেল।

ডিগোরি শ্বাস নেয়ার আগে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। দ্বিতীয় আরেকটা দুচাকার গাড়ি প্রথম গাড়িটার পেছনে চলে এল। ওই গাড়ি থেকে

BanglaBook.org

একজন ফ্রক-কোট পরা মোটা লোক আর পুলিশ নেমে এল। তারপর আরেকটা গাড়িতে আরো কয়েকজন পুলিশ চলে এল। তারপরে, প্রায় জনা বিশেক লোক বাইসাইকেলে করে এল। সবাই বেল বাজাচ্ছিল। শেষে এক দল মানুষ পায়ে হেঁটে এল। সবাই দৌড়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু বোঝা যায় ব্যাপারটা উপভোগ করেছে। রাস্তার পাশের সবগুলোর বাড়িঘরের জানালা বন্ধ হয়ে গেল। হাউজমেইড বা বাটলারেরা প্রতিটি বাড়ির সামনের দরজায় চলে এলো। ওরা মজা দেখতে চায়।

সেই সময়ে একজন বুড়ো ভদ্রলোক প্রথম গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করছিলেন। কয়েকজন লোক তাকে সাহায্য করার জন্য দৌড়ে গেল। কিন্তু যখনই একজন তাকে ধরে টেনে নামাতে গেল আরেকজন হাত লাগাল, সম্ভবত ওরা তাকে তাড়াতাড়ি বের করতে চায়। ডিগোরি অনুমান করছিল ওই বুড়ো ভদ্রলোক আঙ্কেল এ্যান্ড্রু হতে পারেন কিন্তু ও লোকটার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। ওর লম্বা টুপিটা মুখ ঢেকে রেখেছিল।

ডিগোরি ছুটে গিয়ে জনতার সাথে যোগ দিল।

'ওই সেই মহিলা, ওই সেই মহিলা।' মোটা লোকটা জেডিসের দিকে নির্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনাদের ডিউটি পালন করুন, কনস্টেবল। ওই মহিলা আমার দোকান থেকে শত শত হাজার হাজার পাউন্ড নিয়ে এসেছে। ওর গলায় ঝোলানো মুক্তোর ওই মালাটা দেখুন। ওটা আমার। মহিলা আমার দিকেও বদ নজর দিয়েছিল, তাই ছাড়া আর কি!'

'ওই সেই মহিলা, গভর্নর।' জনতার ভিড় থেকে একজন বলে উঠল, 'ওর সুন্দর কালো চোখ দুটো যদি আমরা দেখতে পেতাম! ওই মহিলা অপরূপ সুন্দরী। গভর্নর, ও কি অনেক শক্তিশালীও নয়!'

'আপনার ওর সামনে একটা টাটকা গরুর মাংসের টুকরো ধরা উচিত ছিল, মিস্টার, ওটা তো ওই-ই চায়।' এক কষাই বালক বলল।

'এখন,' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, 'এইসব কী হচ্ছে কি?'

'আমি আপনি বলছি স্যার...' মোটা মানুষটা শুরু করতেই কেউ একজন চেঁচাল।

'ওই বুড়ো শকুনটাকে ক্যাবে করে চলে যেতে দেবেন না। ওই লোকটাই ওকে এসব করিয়েছে।'

সেই বুড়ো লোকটা, আঙ্কেল এ্যান্ড্রুও কোনোমতে দাঁড়াতে পেরেছেন। নিজের ক্ষত ঘষতে লাগলেন।

BanglaBook.org

'এখন তাহলে' পুলিশের কর্মকর্তা আঙ্কেলের দিকে ফিরলেন, 'এসব কী হচ্ছে?'

'উমফি...পমফি..শমফি... হ্যাটের নিচ থেকে আঙ্কেলের কথাগুলো অমন শোনাল।

'এখন ওসব নয়।' পুলিশের কর্মকর্তা কঠোর স্বরে বললেন, 'আপনি দেখতেই পাচ্ছেন ওটা আর কোনো হাসির ব্যাপার নয়। মাথার হ্যাট খুলে ফেলুন।'

আঙ্কেল এ্যান্ড্রু হ্যাট খুলতে গলদঘর্ম হলেন। দুজন পুলিশ জোর করে টেনে টুপিটা খুলে নিল।

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, 'ধন্যবাদ, ডিয়ার। আমি ভয়ানক কাঁপছি। কেউ যদি আমাকে একটু ব্রান্ডি এনে দিত...'

'এদিকে দেখুন!' কয়েকটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। পুলিশ কর্মকর্তা লাফ দিয়ে সময়মতো ওদের সামনে চলে এলেন। ঘোড়াটা ওকে লাথি কষানোর জন্য ঠিক করেছিল। কিন্তু ডাইনি সেই সময়ে ঘোড়া চালিয়ে জনতার মধ্যে চলে এল। ডাইনির হাতে লম্বা ধারালো ছোরা। গাড়ি থেকে ঘোড়াটাকে আলাদা করার কাজে ব্যস্ত।

সেই সময়ে ডিগোরি চেষ্টা করছিল যাতে ডাইনির কাছে পৌঁছে যেতে পারে। এরকম একটা পজিশনে যেতে যেখান থেকে ডাইনিকে স্পর্শ করতে পারে। ব্যাপারটা আদৌ সহজ নয় কারণ ডাইনির কাছাকাছি অনেক মানুষ। অন্য পাশে ঘোড়ার পেছনের পায়ের লাথি খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ঘোড়ার সমন্ধে যে বিন্দুমাত্র জানে, সে জানে ঘোড়া এখন কোনো অবস্থায় আছে। ডিগোরি ঘোড়ার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানতো। কিন্তু ও দাঁতে দাঁত চেপে ঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিল।

বৌলার হ্যাট পরা একজন লাল মুখো মানুষ সেই সময়ে জনতার ভিড়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

'হেই, পুলিশম্যান।' লোকটা বলল, 'ওইটা আমার ঘোড়া। ওই মহিলা আমার ঘোড়ার ওপর বসে আছে। আর ওইটা আমার ক্যাব।'

'একজন একজন করে বলুন, প্লিজ, একজন একজন করে।' পুলিশম্যান বলল।

'কিন্তু তেমন কোনো সময় নেই।' ক্যাবের মালিক বলল। 'আপনার চেয়ে আমি ওই ঘোড়ার ব্যাপারে ভালো জানি। ওটা কোনো সাধারণ ঘোড়া

BanglaBook.org

নয়। ওই ঘোড়ার বাবা একটা সৈন্যদলের দায়িত্বে ছিল। ওই মহিলা যদি ঘোড়াটাকে ঠিকমতো না চালাতে পারে তাহলে এখানে খুনখারাবি হয়ে যাবে। আমাকে ঘোড়াটা ধরতে দিন।'

পুলিশম্যান ঘোড়া থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিল। ক্যাবের মালিক এক পা এগিয়ে গেল। জেডিসের দিকে তাকাল। তারপর বলল—

'এখন, মিস, আমাকে ঘোড়াটা ধরতে দিন। আপনি ঘোড়া থেকে নেমে আসুন। আপনি একজন লেডি। আপনি এসব ব্যাপারস্যাপার সামলাতে পারবেন না, তাই না? আপনি বাড়ি যেতে চান। এক কাপ গরম চা খেয়ে শুয়ে পড়ুন সব ঠিক হয়ে যাবে। আগের চেয়ে ভালো বোধ করবেন।' কথা বলতে বলতেই লোকটা ঘোড়ার দিকে হাত বাড়াল। 'শান্ত হও, স্ট্রবেরি, বুড়ো খোকা। শান্ত হও।'

এই প্রথমবার ডাইনি কথা বললেন।

'কুত্তা!' অতো সব গণ্ডগোলের মধ্যেও ডাইনির শীতল উচ্চকিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'কুত্তা, আমাদের রাজকীয় বাহনের ওপর থেকে হাত সরাও। আমি মহারানী জেডিস।'

BanglaBook.org

অষ্টম অধ্যায়

ল্যাম্পপোস্টের লড়াই

'হো! হার ম্যাজেস্ট্রি, তাই কি? আমরা সেটা দেখতে পাব?' একটা কণ্ঠস্বর বলল। তারপর আরেকটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'থ্রি চিয়ার্স ফর হার ম্যাজেস্ট্রি।' কয়েকজন তার সাথে যোগ দিল। ডাইনির মুখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি একটু মাথা ঝুঁকিয়ে সবার দিকে বো করলেন। কিন্তু ওদের আনন্দধ্বনি হাসিতে রূপ নিল। ডাইনি দেখতে পেল ওরা ওকে নিয়ে মজা করছে। ডাইনির অনুভূতি বদলে গেল। তিনি ছুরিটা বাম হাতে নিলেন। তারপর কোনোরকম সতর্ক সংকেত ছাড়াই অদ্ভুত একটা কাজ করলেন। খুব সহজেই সাধারণ জিনিসের মতো করে তিনি ডান হাত দিয়ে ল্যাম্পপোস্টের একটা ক্রসবার আঁকড়ে ধরলেন। এই জগতে যদিও তিনি তার জাদুকরি ক্ষমতা হারিয়েছেন কিন্তু তার শক্তি হারায়নি। তিনি একটা লোহার বারকে এভাবে মুচড়ে ভেঙে ফেললেন যেন পাটকাঠি ভাঙছেন। তিনি লোহার বারটা উঁচুতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আবার ধরলেন। তারপর ঘোড়াটাকে সামনের দিকে তাড়া দিলেন।

'এখনই আমার সুযোগ,' ডিগোরি ভাবল। ও ঘোড়া আর রেলিংয়ের মাঝখানে ছুটে এল। সামনের দিকে এগোতে লাগল। ও ডাইনির কাছে এগিয়ে যেতেই ঠকাস করে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। ডাইনি লোহার রডটা পুলিশম্যানের হেলমেটের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। মানুষ একটা আলপিনের মতো পড়ে গেছে।

'তাড়াতাড়ি, ডিগোরি। এটা বন্ধ করতেই হবে।' পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। পলি বিছানা থেকে ছাড়া পেয়েই দৌড়ে চলে এসেছে।

'তুমি ফিরে এসেছো।' ডিগোরি বলল, 'আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো। তোমাকে আংটিটা গছাতে হবে। মনে রেখো হলুদ আংটি। আমি না চেঁচানো পর্যন্ত ওটা পরিয়ে দিও না।'

BanglaBook.org

আরেকটা শব্দ হলো। আরেকজন পুলিশ মাটিতে পড়ে গেল। জনতার মধ্য থেকে রাগি ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। 'ওকে নামিয়ে ফেল। কয়েকটা পাথর ছুড়ে মার। মিলিটারি ডাক।' কিন্তু বেশির ভাগ লোকজনই ডাইনির থেকে দূরে সরে গেছে। শুধুমাত্র ক্যাবের মালিকই সাহস দেখিয়ে এখন ঘোড়ার কাছাকাছি আছে। লোহার রডটাকে এড়িয়ে কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

জনতা নিচু হয়ে কিছু পাথর কুড়িয়ে নিল। ডিগোরির মাথার ওপর দিয়ে একটা পাথর শিষ কেটে গেল। তারপর ডাইনির তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর ভেসে এল—

'পোকামাকড়ের দল! এই জগৎটা জয় করার পর তোমাদের এর জন্য মূল্য চুকাতে হবে। তোমার শহরের একটা পাথরও বাকি থাকবে না। আমি এই শহরকে চার্ন, ফেলিন্ডা, সোরলিস, ব্রামানডিয়ানে মতো বানাব।'

শেষ পর্যন্ত ডিগোরি ডাইনির গোড়ালি ধরতে পারল। ডাইনি পায়ের গোড়ালি দিয়ে পেছন দিকে ওকে লাথি কষাল। লাথিটা ডিগোরির মুখে গিয়ে লাগল। ব্যথা যন্ত্রণায় ও ডাইনির গোড়ালি ছেড়ে দিল। ওর ঠোঁট কেটে গেছে। মুখ রক্তে ভরে গেছে। খুব কাছাকাছি থেকে আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। 'ম্যাডাম- আমার প্রিয় তরুণী— স্বর্গের দোহাই— নিজেকে শান্ত করুন।' ডিগোরি আবার ডাইনির গোড়ালি ধরে ফেলল। ডাইনি আবার ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিল। অনেকগুলো মানুষ লোহার রডের আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল। ডিগোরি তৃতীয়বারের মতো ডাইনির গোড়ালি ধরে ফেলে পলির দিকে চিৎকার দিল, 'যাও!' ওহ, সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ! রাগী ভীত মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল। রাগী ভীত কণ্ঠস্বরগুলো নিশ্চুপ হয়ে গেল। শুধুমাত্র আঙ্কেল এ্যান্ড্রু থেকে গেছে। তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডিগোরির খুব কাছাকাছি। তিনি গুঙিয়ে চলেছেন, 'ওহ, ওহ, এটা কি বিভ্রান্তি? এটা কি পৃথিবীর শেষ। আমি সহ্য করতে পারছি না। এটা ঠিক নয়। আমি কখনও ম্যাজিসিয়ান হতে চাইনি। সবই ভুল বোঝাবুঝি। সবই আমার গডমাদারের দোষ। আমার অবশ্যই প্রতিরোধ করা উচিত। আমার স্বাস্থ্যের এই অবস্থাতেও তা করা উচিত। আমি খুব প্রাচীন ডরসেটশায়ার পরিবারের সন্তান।'

'ভাই!' ডিগোরি ভাবল। 'আমরা ওকে একাকী এখানে আনতে চাইনি। আমার হ্যাঁট, কি পিকনিকের মতো ব্যাপার! তুমি কি ওখানে আছ, পলি?'

'হ্যাঁ, আমি এখানে। ঝাঁকাঝাঁকি করো না।'

BanglaBook.org

'না, করছি না।' ডিগোরি শুরু করল। কিন্তু আর কিছু বলার আগেই ওদের মাথা উষ্ণ, সবুজ সূর্যালোকিত জঙ্গলে দেখা গেল। পুল থেকে বেরিয়েই পলি চেচিয়ে উঠল—

'ওহ, দেখ! আমরা সাথে করে সেই বুড়ো ঘোড়াটাকেই নিয়ে এসেছি। মিস্টার কেটরলিও আছেন। ও সেই ক্যাবের মালিকও।

ডাইনি যখনই দেখলেন তিনি আবার সেই জগতের মাঝে জঙ্গলে এসে পড়েছেন, তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি ঝুঁকে পড়লেন। মুখটা ঘোড়ার কেশরের সাথে লেগে গেল। তিনি খুবই অসুস্থবোধ করতে লাগলেন। আঙ্কেল অ্যান্ডু কাঁপছিলেন। কিন্তু স্ট্রবেরি ঘোড়া মাথা ঝাঁকিয়ে আনন্দিত হ্রেষাধ্বনি করল। ডিগোরির প্রথম দেখার সময় থেকেই স্ট্রবেরিকে চুপচাপ দেখে আসছে। ঘোড়া শক্তিতে টগবগ করতে লাগল।

'সব ঠিক আছে, বুড়ো খোকা।' ক্যাবি স্ট্রবেরির পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বলল, 'সেই ভালো। খুব সহজভাবে নাও।'

স্ট্রবেরি সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজটি করল। তৃষ্ণার্ত থাকার কারণে কাছের জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করতে লাগল। ডিগোরি তখনও ডাইনির পায়ের গোড়ালি ধরে আছে। পলি ডিগোরির হাত ধরে আছে। ক্যাবির একটা হাত স্ট্রবেরির উপরে। আরেকটা আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে ধরে রেখেছে।

'তাড়াতাড়ি।' পলি ডিগোরির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সবুজ আংটি!'

ঘোড়াটা পান করতে পারল না। তার আগেই ওরা সবাই অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল। স্ট্রবেরি হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ভয়ে কেঁপে উঠলেন। ডিগোরি বলল, 'এটা আমাদের সৌভাগ্য!'

একটুখানি নীরবতা। তারপর পলি বলল, 'আমরা কি ওর কাছাকাছি পৌঁছে যাইনি?'

'আমার মনে হয় আমরা অন্য কোথায় এসেছি।' ডিগোরি বলল, 'অন্ততপক্ষে আমি কঠিন কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে আছি।'

'কেন, আমিও তো শক্ত কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে আছি। ব্যাপারটা ভাব।' পলি বলল, 'কিন্তু চারদিকে এত অন্ধকার কেন? আমি বলতে চাচ্ছি, তুমি কি মনে করো আমার ভুল জলাশয়ে লাফিয়ে পড়েছিলাম?'

'সম্ভবত চার্ন হতে পারে।' ডিগোরি বলল, 'আমরা হয়তো মাঝরাতে এসে পৌঁছেছি।'

'এটা চার্ন শহর নয়।' ডাইনির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এটা শূন্য জগৎ। এখানে কিছুই নেই।'

BanglaBook.org

আর সত্যিই এটা শূন্য জগৎ। এখানে কিছুই নেই। আকাশে কোনো তারা নেই। এতটাই অন্ধকার যে ওরা একে অন্যকে দেখতে পাচ্ছে না। চোখ খোলা বা বন্ধ রাখায় এখানে কোনো কিছু যায় আসে না। ওদের পায়ের নিচে ঠাণ্ডা কিছু আছে। কিন্তু মাটি নয়। কোনো ঘাস বা কাঠও না। বাতাস অনেক ঠাণ্ডা আর শুষ্ক। কোনো বাতাস নেই।

'আমার শেষ বিচারের দিন এসেছে।' ডাইনি শান্ত স্বরে বললেন।

'ওহ, ওরকমটি বলবেন না।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার প্রিয় তরুণী, প্রার্থনা করুন যেন সেরকম কিছু না হয়। অতটা খারাপ হতে পারে। আহ- ক্যাবম্যান— ভালো মানুষ ক্যাবম্যান— তোমার কাছে ফ্লাস্কটাস্ক কিছু নেই? আমার এই মুহূর্তে এক ফোঁটা মদের দরকার।'

'এখন, তাহলে, এখন তাহলে,' ক্যাবির কণ্ঠস্বর বেশ কঠোর শোনাল, 'সবাই শান্ত হও। আমি বলতে চাইছি, কারোর হাড়গোড় ভাঙেনি তো? বেশ। এরকমভাবে এতটা পথ পড়ে যাওয়ার পরেও হাড়গোড় না ভাঙাটা ধন্যবাদের যোগ্য। এখন, মনে হয় আমরা কোনো খোঁড়াখুঁড়ির গর্তের মধ্যে পড়ে গেছি। ভূগর্ভস্থ নতুন স্টেশন হতে পারে। কেউ একজন এসে আমাদের বাইরে বের করে নিয়ে যাবে। দেখ! আর আমরা যদি মরে যাই- তাহলে তো আর কিছুই করার থাকবে না। একসময় না এক সময় মরতে তো হবেই। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, বলব, আমরা গান গেয়ে সময় কাটাতে পারি।'

তারপর ক্যাবি গান গাইতে শুরু করল। ফসল কাটার গান। তার গানের গলা ভালো। বাচ্চারাও সেই সাথে যোগ দিল। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু আর ডাইনি গানে অংশ নিল না।

গানের শেষের দিকে ডিগোরির মনে হলো কেউ একজন ওর কনুই ধরে রেখেছে। ব্রান্ডির গন্ধ, সিগার আর ভালো কাপড়-চোপড়ের ধারণায় মনে হয় আঙ্কেল এ্যান্ড্রু হতে পারে। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ওকে সাবধানে অন্যদের থেকে আলাদা করে নিল। ওরা মোটামুটি নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলে তিনি ডিগোরির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন—

'এখন, বাছা, তোমার আংটিটা দাও। ওটা খুলে ফেল।'

কিন্তু ডাইনির কান খুব সতর্ক। 'বোকা!' ঘোড়ার পিঠ থেকে ডাইনি নেমে এল। 'তুমি কি ভুলে গেছো যে আমি মানুষের চিন্তাভাবনা শুনতে পাই? ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। তুমি যদি ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করো তাহলে আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব তা কেউ কখনও শুনেনি।'

BanglaBook.org

'আর,' ডিগোরি যোগ করল, 'আর আপনি যদি মনে করেন আমি পলিকে, ক্যাবি আর ঘোড়াটাকে এরকম একটা জায়গায় রেখে চলে যাব তাহলে ভুল ভেবেছেন।'

'তুমি খুব দুষ্ট ছেলে।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন।

'হুশ!' ক্যাবি বলল। ওরা সবাই শুনছিল।

অন্ধকারের মধ্যে কিছু একটা ঘটছিল। একটা কণ্ঠস্বর গান গাইতে শুরু করল। গানটা এত দূর থেকে ভেসে আসছিল ডিগোরি বুঝতে পারছিল না কোন দিক থেকে আসছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সবদিক থেকেই আসছে। মাঝে মাঝে মনে হয় মাটির নিচ থেকে আসছে। বেশ নিচু লয়ের গুনগুনানি সুর। কোনো কথা নেই। গানের সুর এত সুমধুর ওর মনে হলো যেন অন্য জগতের গান।

'অদ্ভুত!' ক্যাবি বলল, 'গানটা কি অপূর্ব নয়?'

একই সাথে দুটো বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটল। একটা হলো কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ করে অনেকগুলো কণ্ঠস্বরের সাথে যোগ দিল। সঙ্গীতের মূর্ছনায় ভেসে যেতে লাগল। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো, হঠাৎ করে যেন মাথার উপরের অন্ধকারের মধ্যে তারকারাজি দেখা যেতে লাগল। একটু আগে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরের মুহূর্তেই হাজার হাজার তারার মেলা। আকাশে কোনো মেঘ নেই। নতুন তারা আর নতুন কণ্ঠস্বর একই সাথে উদিত হয়েছে। দেখেশুনে মনে হবে যেন তারারাই গান গাইছে। ডিগোরির তাই মনে হচ্ছিল।

BanglaBook.org

'কী অপূর্ব!' ক্যাবি বলল। 'এরকম জিনিস যে জগতে আছে তা জানলে আমি সারাজীবন ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতাম।'

মাটি থেকে উঠে আসা শব্দটা এখন আরো জোরালো হয়েছে। কিন্তু আকাশ থেকে ভেসে আসা গান ধীরে ধীরে মৃদু হয়ে গেছে। এখন অন্য কিছু ঘটছে।

দূরে দিগন্তের কাছে আকাশ ধূসর হতে শুরু করেছে। হালকা বাতাস বইছে।

চারদিকে আলোকিত হয়ে গেছে। ওরা একে অন্যের মুখ দেখতে পাচ্ছে। ক্যাবি আর ওরা দুজন মুখ হাঁ করে সুরের মূর্ছনায় ভেসে গিয়েছিল। ওরা এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন ওদের কোনো কিছু মনে পড়েছে। আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর মুখও হাঁ হয়ে আছে। কিন্তু তা আনন্দে নয়। তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ওর হাঁটু কাঁপছে। তিনি ওই সুরের মূর্ছনা পছন্দ করছেন না। এখন যদি ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে পড়া সম্ভব হতো, তিনি তাই করতেন। কিন্তু ডাইনিকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি অন্য সবার চেয়ে গানের অর্থটা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। তার মুখ বন্ধ। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে। গান শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তার কাছে মনে হয়েছে গোটা জগৎটা জাদুতে পরিপূর্ণ। তিনি এই জগৎটাকে ধ্বংস করে দিতে চান। ঘোড়া কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে।

পূর্বের আকাশ সাদা থেকে গোলাপি, গোলাপী থেকে স্বর্ণালি রঙ ধারণ করেছে। কণ্ঠস্বর উঁচু লয়ে উঠছে। শব্দের সাথে সাথে সূর্য উদিত হচ্ছে।

ডিগোরি কখনও এরকম সূর্য দেখেনি। চার্নের সূর্য পৃথিবীর চেয়ে প্রাচীন দেখাচ্ছিল। এখানকার সূর্য অনেক নবীন দেখাচ্ছে। ওরা এবারে গোটা জগৎটা যেন দেখতে পেল। পূর্বের দিকে নদী বয়ে চলেছে। দক্ষিণের দিকে পর্বতমালা। উত্তরের দিকে ছোট ছোট পাহাড়। কিন্তু উপত্যকাটা পাথর আর জলধারায় পরিপূর্ণ। কোনো গাছপালা নেই, ঝোপঝাড় নেই, এক টুকরো ঘাসের জমিনও নেই। জগৎটা অনেক রঙে রঙিন। ওরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তখনই ওরা সেই গায়ক দেখতে পেয়ে সব কিছু ভুলে গেল।

একটা সিংহ। বিশালাকৃতির, লোমশ, উজ্জ্বল রঙের সিংহ উদিত সূর্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। গানের কারণে চওড়া মুখ হাঁ হয়ে আছে। সিংহটা অন্তত তিনশ গজ দুরে।

'ভয়ানক জগৎ।' ডাইনি বলল, 'আমাদের এক্ষুনি উড়ে যেতে হবে। জাদুবিদ্যা শুরু কর।'

BanglaBook.org

'আমি আপনার সাথে কিছুটা একমত, ম্যাডাম।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'জঘন্য জায়গা। পুরোপুরি অসভ্য। আমি যদি তরুণ হতাম আর আমার হাতে একটা বন্দুক থাকত...

'ঠিক!' ক্যাবি বলল। 'আপনি কি মনে করেন আপনি ওটাকে গুলি করতে পারতেন, তাই না?'

'জাদুবিদ্যা প্রস্তুত করো, বুড়ো বোকা।' জেডিস বললেন।

'অবশ্যই, ম্যাডাম।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ধূর্ততার সাথে বলনেন। 'আমাকে অবশ্যই ওই দুজন ছেলেমেয়েকে স্পর্শ করতে হবে। তোমার বাড়ি ফিরে যাওয়ার আংটিটা পরে নাও, ডিগোরি।' তিনি ডাইনিকে ছাড়াই ফিরে যেতে চাইলেন।

'ওহ, এটা আংটির ব্যাপার, তাই না?' জেডিস চেঁচিয়ে উঠলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ডিগোরির পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু ডিগোরি পলিকে ধরে চেঁচিয়ে উঠল—

'ওদিকটা দেখো। তোমরা কেউ যদি আমাদের এক ইঞ্চি কাছেও আসার চেষ্টা করো, আমরা দুজনেই অদৃশ্য হয়ে যাব। আর তোমরা চিরদিনের জন্য এখানে থেকে যাবে। হ্যাঁ, আমার পকেটে আংটি আছে। ওটা আমাকে আর পলিকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর দেখুন! আমার হাত রেডি হয়েই আছে। তো আপনারা দূরত্ব বজায় রাখুন। আপনার জন্য আমি দুঃখিত (ও ক্যাবির দিকে তাকাল) আর ঘোড়ার জন্যও। কিন্তু আমি কোনো সাহায্য করতে পারছি না। আর আপনারা দুজন (ও আঙ্কেল এ্যান্ড্রু আর রানীর দিকে তাকাল) আপনারা দুজনেই জাদুকর। তো আপনারাই এখানে বাস করাটা উপভোগ করবেন।

'সবাই চুপ করো।' ক্যাবি বলল, 'আমি ওই সঙ্গীত শুনতে চাই না।

এখন গান বদলে গেছে।

BanglaBook.org

নবম অধ্যায়
নার্নিয়ার খোঁজ

সিংহটা শূন্য ভূমিতে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে নতুন গান গাইতে লাগল। সিংহটা সূর্য আর তারকারাজিকে উদিত করার জন্য গাওয়া গানের চেয়ে এখনকার গানগুলো অনেক মৃদু সুরের। সিংহের গানের সাথে সাথে উপত্যকা ঘাসে সবুজ হয়ে যেতে থাকে। ওটা দৌড়ে পুলের দিকে যেতে থাকে। ছোট ছোট পাহাড়ের দিকে ঘাসে ছেয়ে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে সিংহটা দূরের পর্বতমালার দিকে এগিয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে এই তরুণ জগৎটাকে আরো সবুজ করে দেয়। ডিগোরি জানে না ছোট ছোট ওই জিনিসগুলো কী। ওর চারদিকে ডজনখান ওইরকম হাত পাওয়ালা জিনিস এলেও সে বুঝতে পারল ওগুলো গাছ।

ডিগোরি, 'গাছ!' বলে লাফ দিল। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ওর কাছে এসে পকেট ধরতে চেষ্টা করলেন। সফল হতে পারলেন না। তিনি ডান পকেটেই হামলা করেছিলেন। কারণ তিনি এখনও জানেন সবুজ আংটিটাই বাড়িতে ফিরে যাওয়ার আংটি। কিন্তু ডিগোরি কোনোটাই হারাতে চাইল না।

'থামো!' ডাইনি চেঁচিয়ে উঠলেন। 'পেছনে ফিরে যাও। না, আরো পেছনে। কেউ যদি ওই ছেলেমেয়ে দুজনের দশ পায়ের কাছাকাছি আসে আমি তার মাথা গুঁড়িয়ে দেব।' তিনি হাতে লোহার রড ধরে ছুড়ে মারার ভঙ্গি করলেন। কারোর সন্দেহ নেই তার হাতের নিশানা বেশ ভালোই।

'তো!' ডাইনি বললেন, 'তুমি এখনও আমাকে একাকী এখানে রেখে ওই ছেলের সাথে তোমার জগতে ফিরে যেতে চাও।'

আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি রেগে বললেন, 'হ্যাঁ, ম্যাম, আমি তাই করতে চাই। সন্দেহ নেই আমি তা করব। আমার সেই অধিকার আছে। আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে। আমি আপনার সাথে সর্বোচ্চ সৌজন্যতা দেখিয়েছি। তার ফলে কী পুরস্কার পেয়েছি? আপনি ডাকাতি করেছেন- আপনি সম্মানিত জুয়েলারির দোকান

BanglaBook.org

লুট করেছেন। আমি আমার ঘড়ি বন্দক করে আপনাকে দামি দামি খাবার খাইয়েছি। ওই খাবার খেয়ে আমার সমস্যা হয়েছে। আমি আর কখনও ওই রেস্টুরেন্টে মুখ দেখাতে পারব না। আপনি পুলিশের ওপর আক্রমণ করেছেন। আপনি চুরি করেছেন...'

'ওহ, এসব বন্ধ করুন। এসব বন্ধ করুন।' ক্যাবি বলল, 'বর্তমানে যা ঘটছে তাই দেখুন। তাই শুনুন। কথা বলবেন না।'

দেখার মতো অনেক কিছুই ঘটছে। শোনার মতো অনেক কিছুই আছে। ডিগোরি যে গাছগুলোকে লক্ষ্য করছিও ওগুলো এখন বড় হয়ে উঠেছে। ফুলে ফুলে চারদিকে শোভিত হয়েছে। ঘোড়াটা মুখ ভরে ঘাস খেতে শুরু করেছে।

পুরোটা সময় জুড়ে সিংহ গান গেয়ে গেল। চারদিকে ঘুরে ঘুরে গান গাইছিল। সিংহ ওদের দিকে এগিয়ে আসছিল। পলির কাছে গানটা অনেক বেশি মজার মনে হচ্ছিল। কারণ ও গান আর এখানে যা ঘটছে তার মধ্যের সংযোগ সূত্র বুঝতে পারছিল। সিংহের গানের সুরের ওঠানামার সাথে সাথেই জঙ্গলের ফুল লতাপাতা, গাছপালার বদল ঘটছিল। ও বুঝতে পারছিল গানের সুরটা 'সিংহের মাথা' থেকেই আসছে। ব্যাপারটা এতই উত্তেজনাকর যে পলি ভয় পাওয়ারও সময় পেল না। কিন্তু ডিগোরি আর

BanglaBook.org

ক্যাবি কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। সিংহ ওদের দিকে এগিয়ে আসছিল। আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছিল। আঙ্কেলের হাঁটু এমন কাঁপছিল তিনি দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারলেন না।

হঠাৎ করে ডাইনি বেশ সাহসিকতার সাথে সিংহের দিকে এগিয়ে গেল। সিংহ সবসময়ই গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছিল। মাত্র বারো গজ দূরে আছে। ডাইনি হাত উঁচু করে হাতের লোহার রড সিংহের দিকে ছুড়ে মারল।

এত কাছে থাকার কারণে জেডিস মিস করল না। সিংহের দুচোখের মাঝখানের মাথায় গিয়ে আঘাত করল। তারপর ঘাসের ওপর গিয়ে পড়ল। সিংহ এগিয়ে চলল। ওর গতি আগের মতোই। এমনকি মাথায় আঘাত পাওয়ায় কোনো হেরফের হয়নি।

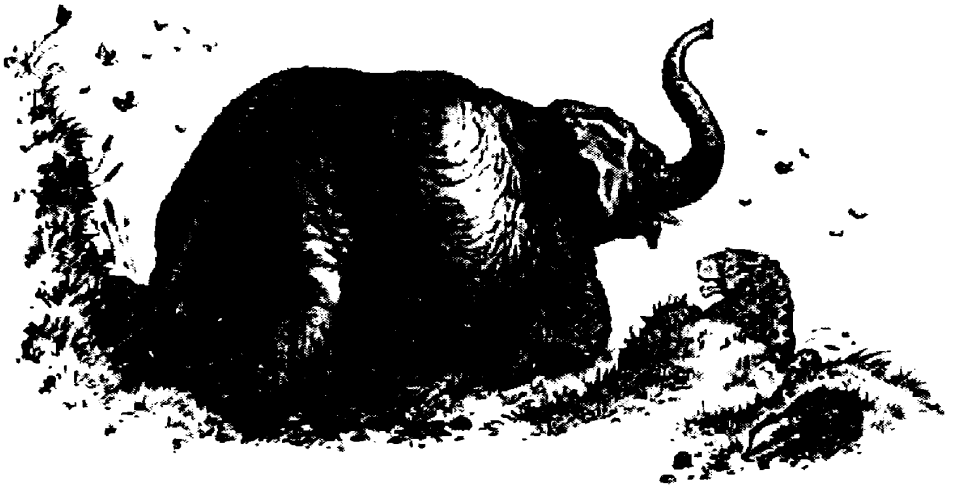

ডাইনি ভয়ে কুঁকড়ে গেল। তারপর দৌড়াতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গাছপালার মধ্যে হারিয়ে গেল। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু একটা গাছ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পলি আর ডিগোরি একটুও নড়াচড়া করেনি। ওরা নিশ্চিত নয় কী করতে চাইছে। সিংহ ওদের দিকে নজর দিল না। সিংহের খোলা মুখ ভয়াবহ দেখাচ্ছে, কিন্তু সিংহ গান গেয়ে চলেছে। ওদের পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা এত ভয় পেয়েছে যে ঘুরে দেখতেও সাহস করল না। সিংহ পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

আঙ্কেল ডিগোরি কাশি দিয়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

'এখন, ডিগোরি।' আঙ্কেল বললেন, 'আমাদেরকে এই মহিলার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। সিংহটা চলে গেছে। তোমার হাত ধরতে দাও। তারপর আংটিটা পরে নাও।'

BanglaBook.org

'দূরে থাকুন,' ডিগোরি আঙ্কেলের দিকে পেছন ফিরে বলল, 'ওর কাছ থেকে দূরে থাক, পলি। এখানে আমার পাশে এসো। এখন আপনাকে সতর্ক করছি, আঙ্কেল এ্যান্ড্রু, আর এক পাও কাছে আসবেন না। তাহলে আমরা অদৃশ্য হয়ে যাব।'

'তুমি এই মুহূর্তে যা বললে তা শুনে মনে হয়,' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'তুমি সত্যিই অবাধ্য, অসদাচরণকারী শয়তান বালক।'

'ভয় নেই,' ডিগোরি বলল, 'আমরা এখানে থাকতে চাই। কী ঘটে তাই দেখতে চাই। আমি ভেবেছিলাম আপনি অন্য জগৎ সমন্ধে জানতে আগ্রহী। আপনি এখন এখানে আসায় আর পছন্দ হচ্ছে না?'

'পছন্দ করা!' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বিস্মিত স্বরে বললেন, 'আমি এখন কী অবস্থায় আছি তাই দেখ। এটাই আমার সবচেয়ে ভালো কোট।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু কাদামাটি মাখা হয়ে আছেন। 'আমি বলছি না,' তিনি যোগ করলেন, 'এই জায়গাটা খুব একটা মজার জায়গা নয়। আমি যদি তরুণ হতাম- সম্ভবত তাহলে আমি এই জায়গাটা পছন্দ করতাম। শিকারের খোঁজে যেতাম। এখনকার আবহাওয়া চমৎকার। এরকম বাতাস আগে কখনও পাইনি। আমি বিশ্বাস করি- যদি পরিস্থিতি আমার পক্ষে থাকত তাহলে ব্যাপারটা খুব উপভোগ্য হতো। শুধুমাত্র আমাদের যদি একটা বন্দুক থাকত।'

'বন্দুক উড়ে যেতো।' ক্যাবি বলল, 'আমার মনে হয় আমি গিয়ে স্ট্রবেরিকে একটু দলামচা করি। আমি আগেই উল্লেখ করেছিলাম ওই ঘোড়াটার মানুষের চেয়ে বেশি বোধজ্ঞান আছে।' ক্যাবি স্ট্রবেরির কাছে ফিরে গিয়ে গায়ে হাত বোলাতে লাগল।

BanglaBook.org

'আপনি কি এখনও মনে করেন ওই সিংহটাকে বন্দুক দিয়ে মারা যাবে?' ডিগোরি জিজ্ঞেস করল। 'ওই লোহার রডটাতে ওর কিছুই হয়নি।'

'ওটা ওই রানীর দোষ।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, বাছা। আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ ওটা করতে পারে।' তিনি হাত ঘষে আঙুল মটকালেন।

'এসব হচ্ছে খারাপ লোকের কাজ।' পলি বলল, 'সিংহটা ওই ডাইনির কী ক্ষতি করেছিল?'

'হ্যাঁল্লো! ওটা কী?' ডিগোরি বলল। ও তাড়াতাড়ি সামনের দিকে ছুটে গিয়ে জিনিসটাকে পরীক্ষা করে দেখল। 'এই, পলি' ও চেঁচিয়ে ডাকল, 'এদিকে এসে দেখো।'

আঙ্কেল এ্যান্ড্রুও পলির সাথে এলেন। ওটা কি জিনিস তা দেখার জন্য নয়। বরং ওদের কাছে কাছে থাকলে হয়তো কোনো না কোনো সময় আংটি চুরি করার সুযোগ থাকবে। কিন্তু ডিগোরি কী দেখছে সে ব্যাপারে তারও কৌতূহল জাগল। একটা ল্যাম্পপোস্ট বা ল্যাম্পপোস্টের মডেল। তিন ফিট লম্বা। ওরা ল্যাম্প পোস্টটা দেখল। গাছ গজানোর মতো এটাও গজিয়ে উঠেছে।

'এটা জীবন্ত- আমি বলতে চাইছি, আলো জ্বলছে।' ডিগোরি বলল। সূর্যের আলোর কারণে ল্যাম্পপোষ্টের আলো তেমনটি দেখা যাচ্ছে না।

'বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, খুবই বৈশিস্ট্যপূর্ণ।' আঙ্কেল বিড়বিড় করে বললেন, 'এমনকি আমি কখনও স্বপ্নেও এরকম ম্যাজিকের কথা ভাবিনি। আমরা এরকম একটা জগতে আছি যেখানে সব কিছুই, এমনকি একটা ল্যাম্পপোস্টেরও জীবন আছে। ওটা বেড়ে ওঠে। অবাক হয়ে ভাবছিল ল্যাম্পপোষ্টের জন্য কোনো জাতীয় বীজ ব্যবহার করে?'

'আপনি কি দেখতে পাননি?' ডিগোরি বলল, 'লোহার বারটার গোড়া থেকেই ওরকমটি হয়েছে। মাটিতে ওই লোহার রডটা পড়তে ওই ল্যাম্পপোষ্ট গজিয়েছে।'

'এটাই তো চেয়েছিলাম! বোকা গর্ধভ কোথাকার!' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, 'হো, হো! ওরা আমার জাদুবিদ্যা নিয়ে হাসাহাসি করতো। আমার বোকা গাধা বোনটা মনে করতো আমি উন্মাদ। এখন ওরা কী বলবে? আমি এরকম একটা জগৎ আবিষ্কার করেছি যেখানে সব কিছু জীবন্ত হয়ে গজিয়ে ওঠে। কলম্বাস! এখন ওরা কলম্বাসের কথা বলবে। কিন্তু আমেরিকা কি? আমেরিকা কিছুই না। আমি ওটাকে ভালো দামে

BanglaBook.org

ইংল্যান্ডে বিক্রি করে দিতে পারি। আমি একজন কোটিপতি হয়ে যাব। তারপর কি অপূর্ব আবহাওয়া! আমার যেন বয়সই কমে গেছে। আমি এখানে রিসোর্ট গড়ে তুলতে পারি। একটা স্যানাটেরিয়াম গড়তে পারি। অবশ্যই কিছু জিনিসকে জনতার কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে। তার আগে ওই ভণ্ডটাকে গুলি করতে হবে।'

'আপনিও ঠিক ওই ডাইনিটার মতোই। পলি বলল, 'আপনারা সবাই শুধু হত্যাকাণ্ডের কথাই চিন্তা করেন।'

'তারপর সবকিছুই আমার হয়ে যাবে।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন, 'কেউ জানে না এখানে একবার ঘাটি গেড়ে বসলে আমি কত দিন বাঁচতে পারব। আমি হয়তো ষাট বছরেই থেকে যাব। এই দেশে একদিনও বয়স না বাড়াটা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে না! অপূর্ব! যৌবনের রাজ্য!'

'ওহ!' ডিগোরি চেঁচিয়ে উঠল, 'যৌবনের রাজ্য! আপনি কি সত্যিই তাই ভাবেন? আঙ্কেল এ্যান্ড্রু, আপনি কি মনে করেন এখানকার কোনো কিছু আমার মাকে সারিয়ে তুলতে পারবে?'

'তুমি কি নিয়ে কথা বলছ?' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন, 'একটা কোনো কেমিস্টের দোকান নয়। কিন্তু আমি যেমনটি বলছিলাম...'

'আপনি মায়ের ব্যাপারে একটুও ভাবেন না।' ডিগোরি বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ভাববেন। আমার মা হলেও আপনার তো বোন। বেশ, কোনো ব্যাপার না। আমি নিজেই ওই সিংহকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি ও আমাকে সাহায্য করতে পারে কিনা।' ও ঘুরেই তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। পলি এক মুহূর্ত দেরী করে ওর সাথে চলে গেল।

'থামো! ফিরে এসো! ওই ছেলে পাগল হয়ে গেছে!' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বললেন। তিনি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের অনুসরণ করতে লাগলেন। তিনি ওই সবুজ আংটিও হাতছাড়া করতে চান না, আবার সিংহের খুব কাছেও যেতে চান না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডিগোরি জঙ্গলের প্রান্তে চলে এলো। তারপর থেমে গেল। সিংহটা তখনও গান গেয়ে চলেছে। কিন্তু এখন আবার গান বদলে গেছে। বেশ বুনো সুরে গেয়ে চলেছে। ডিগোরি মুখ লাল হয়ে গেল। আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর উপরেও কিছুটা প্রতিক্রিয়া হলো। ডিগোরি শুনল আঙ্কেল বলছেন, 'খুবই প্রাণময় আত্মা, স্যার। ওর মেজাজের ব্যাপারটা শুধু অন্যরকম। কিন্তু খুবই অপূর্ব রমণী।'

BanglaBook.org

ডিগোরি এখন আর শুধু সিংহের কণ্ঠের গানই শুনছে না, সিংহটাকে দেখতেও পাচ্ছে। সিংহটা এত বড়ো আর এত ঔজ্জ্বল্য যে ও চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না। অন্য প্রাণীরা সিংহটাকে ভয় পাচ্ছে না। ডিগোরি ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। ক্যাবের সেই বুড়ো ঘোড়া ওর পাশ কাটিয়ে ওই প্রাণীদের সাথে যোগ দিল। ওকে আর সেই লন্ডনের রাস্তায় ক্যাবটানা ঘোড়ার মতো লাগছিল না। এই প্রথমবার সিংহ চুপ করে গেল। সিংহ প্রাণীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সিংহ এক সাথে দুটো প্রাণীর কাছে গিয়ে নাক দিয়ে ওদেরকে স্পর্শ করছিল। অনেক প্রাণী এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু সিংহ যাদেরকে নাক দিয়ে স্পর্শ করেছে তারা সিংহকে অনুসরণ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্পর্শ করা শেষ হলে সিংহ দাঁড়িয়ে পড়ল। স্পর্শ করা প্রাণীগুলোও সিংহকে ঘিরে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেল। অন্য প্রাণীগুলো দূরে সরে গেল। পছন্দ করা প্রাণীগুলো সিংহকে ঘিরে শলাপরামর্শের ভঙ্গিতে এগিয়ে এল। ডিগোরির হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। ও মায়ের কথা ভুলে গেল।

সিংহ একবারও চোখের পলক ফেলেনি। ছোট ছোট প্রাণীগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে লাগল। আর খুব বড় বড় প্রাণী যেমন হাতি কিছুটা ছোট হয়ে গেল। কয়েকটা প্রাণী পেছনে পায়ে বসে পড়ল। সবাই সিংহের কথা বোঝার চেষ্টা করছিল। সিংহ মুখ খুলেছে। কিন্তু ওর মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। তারপর সিংহের মুখ দিয়ে গম্ভীর আওয়াজ বের হলো—

'নার্নিয়া, নার্নিয়া, জেগে ওঠো। ভালোবাসো। ভাবো। কথা বলো। হেঁটে চলা গাছ হও। কথা বলা পশু হও। স্বগীর্য় জল হও।'

BanglaBook.org

দশম অধ্যায়
প্রথম কৌতুক ও অন্যান্য

অবশ্যই ওটা সিংহের কণ্ঠস্বর। ওরা দুজনেই বুঝে ফেলল সিংহ কথা বলতে পারে। ডিগোরির কাছে প্রথম ব্যাপারটা শকের হলেও এখানে সবই সম্ভব।

গাছের ওপাশ থেকে, জঙ্গলের মধ্য থেকে বুনো লোকজন সামনে এল। বনের দেব দেবী বেরিয়ে এলো। আর তার সাথে ফুন, স্যাটাররা আর বামনরাও এল। নদী থেকে রিভার গড ও তার কন্যা নেইড এল। ওরা সবাই, সব পশু-পাখি নানান সুরে, নানান স্বরে ধ্বনিত করল—

'জয় হোক, আসলান। আমরা শুনেছি। আমরা মান্য করেছি। আমরা জেগে উঠেছি। আমরা ভালোবেসেছি। আমরা ভাবতে শিখেছি। আমরা কথা বলতে পারি। আমরা জানি।'

'কিন্তু দয়া করে আমাদের শেখাও। আমরা এখনও খুব বেশি কিছু জানি না।' একটা কণ্ঠস্বর বলল। ওটা সেই ক্যাবের ঘোড়া, কথা বলছে।

'বুড়ো খোকা, স্ট্রবেরি।' পলি বলল, 'আমি খুশি যে আমরা একটা কথা বলা ঘোড়াকেই এখানে নিয়ে এসেছি।'

ক্যাবি ওদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'ঠিক আছে। আমি সবসময়ই বলে এসেছি এই ঘোড়াটার অনেক কান্ডজ্ঞান আছে।'

'সৃষ্টিজগৎ, আমি তোমাদেরকে তোমাদের উপর সমর্পণ করেছি।' আসলান বেশ জোরালো গলায় বলল, 'আমি তোমাদের চিরদিনের জন্য নার্নিয়াকে দিয়েছি। আমি তোমাদের বনবনানি দিয়েছি, ফলফলাদি, নদী দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে তারকারাজি দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে নিজেকে দিয়েছি। তোমাদের জন্য কোনো অবলা পশুকে বেছে নেইনি। ওদের প্রতি ভালো ব্যবহার করো। ওদের সাথে খারাপ আচরণ করো না।'

'না, আসলান, আমরা তা করব না, আমরা তা করব না।' সবাই বলল। কিন্তু একটা দাঁড়কাক উঁচু গলায় বলল, 'কোনো ভয় নেই!' তারপর আবার সবাই চুপচাপ হয়ে গেল। সব পশু-পাখিরা অদ্ভুত সব

BanglaBook.org

শব্দ করতে লাগল। হাসাহাসি করতে লাগল। আমাদের জগতে এমনটি কেউ কখনও শোনেনি।

আসলান বলল—

'হাসো। কোনো ভয় নেই। তোমরা আর এখন কোনো বোকা গাধা, কাণ্ডজ্ঞানহীন পশু নও। তোমাদের সবসময় দুঃখে থাকার দরকার নেই। তোমাদের কৌতুকের সাথে সাথে যেন বিচার বিবেচনাও থাকে।'

দাঁড়কাক বলল—

'আসলান! আসলান! আমি কি প্রথম কৌতুকটা বলতে পারি? তখন সবাই বলতে পারবে কিভাবে প্রথম কৌতুকটা তৈরি হয়েছিল?'

'না, ছোট্ট বন্ধু,' সিংহ বলল। 'তুমি প্রথম কৌতুক বানাতে পারবে না। তুমি নিজেই প্রথম কৌতুক হবে।' তারপর আগের চেয়ে জোরে জোরে হেসে উঠল। দাঁড়কাকও কিছু মনে করেনি। সেও আরো জোরে জোরে হাসতে হাসতে ঘোড়ার পিঠে গিয়ে বসল। ঘোড়া শরীর কাঁপিয়ে হাসছিল। দাঁড়কাক ভারসাম্য না করতে পেরে পড়ে গেল কিন্তু তখনই ওর মনে পড়ে গেল ও উড়তে পারে।

'আর এখন।' আসলান বলল, 'নার্নিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের এর পরের পদক্ষেপ হবে নার্নিয়াকে নিরাপদ রাখা। আমি তোমাদের কয়েকজনকে আমার কাউন্সিলের জন্য ডাকব। প্রধান বামন, রিভার-গড,

BanglaBook.org

ওক, পেঁচা আর দুটো র‍্যাভেন কাক এবং হাতি তোমরা আমার কাছে এসো। আমাদের একসাথে কথা বলা দরকার। এই জগৎটা পাঁচ ঘণ্টাও হয়নি সৃষ্টি হয়েছে এরই মধ্যে একজন শয়তান এর মধ্যে প্রবেশ করেছে।'

আসলান যে প্রাণীগুলোর নাম বলল ওরা সামনের দিকে এগিয়ে এল। আসলান ওদের দিকে মুখ করে বসল। প্রাণীগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল। ওরা বলাবলি করছিল, 'এই জগতে কি ঢুকেছে? একজন শয়তান? শয়তান কী? না— উনি শয়তানের কথা বলেননি। তাহলে কী বলেছেন?'

'এদিকে দেখ,' ডিগোরি পলিকে বলল, 'আমি ওর কাছে যাচ্ছি। আসলান, মানে ওই সিংহের কাছে। আমার অবশ্যই ওর সাথে কথা বলতে হবে।'

BanglaBook.org

'তোমার কি মনে হয় আমরা পারব?' পলি বলল, 'আমি ভয় পাই না।'

'আমাকে যেতে হবে।' ডিগোরি বলল, 'এটা আমার মায়ের ব্যাপার। কেউ যদি মাকে ভালো করার জন্য কিছু দিতে পারে তাহলে আসলানই দিতে পারবে।'

'আমিও তোমার সাথে যাব।' ক্যাবি বলল, 'সিংহকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। আমার মনে হয় না অন্য পশুগুলো কিছু মনে করবে। আমি বুড়ো স্ট্রবেরির সাথে একটু কথা বলতে চাই।'

ওরা তিনজনই সাহসে ভর করে আসলানের দিকে এগিয়ে গেল। প্রাণীগুলো নিজেদের মধ্যে কথা বলায় এত ব্যস্ত ওদেরকে লক্ষই করল না। এমন কি ওরা আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর ডাকও শুনতে পেল না।

'ডিগোরি! ফিরে এসো! এক্ষুণি ফিরে এসো। আমি তোমাকে নিষেধ করছি আর এক কদমও এগিও না।'

ওরা প্রাণীগুলোর মধ্যে গেলে প্রাণীগুলো কথা বলা বন্ধ করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।

'বেশ?' একটা পুরুষ বিভার শেষে বলল, 'আসলানের নামে বলছি, এরা কারা?'

'দয়া করে..' ডিগোরি শুরু করল। কিন্তু একটা খরগোশ বাঁধা দিয়ে বলল, 'ওরা মনে হয় বড় সাইজের লেটুস। আমার বিশ্বাস তাই হবে।'

'না, আমরা তাই না, সত্যি বলছি।' পলি তাড়াতাড়ি বলল, 'আমরা খাওয়ার মতো কিছু নই।'

'এখানে!' ছুঁচো বলল, 'ওরা কথা বলতে পারে। কে কখন শুনেছে লেটুস কথা বলতে পারে?'

'সম্ভবত এটাই আজকের দ্বিতীয় কৌতুক।' দাঁড়কাক বলল।

একটা প্যান্থার মুখ ধুচ্ছিল, মুখ ধোয়া থামিয়ে বলল, 'বেশ, ওরা যদি তাই হয়, তাহলে ওরা খুব একটা দেখতে সুন্দর নয়। অন্তত, আমি ওদের মধ্যে মজার কিছু দেখছি না।'

'ওহ, প্লিজ।' ডিগোরি বলল, 'আমার একটু তাড়া আছে। আমি সিংহটাকে দেখতে চাই।'

পুরো সময় ক্যাবি স্ট্রবেরির চোখে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। এবার দেখা হয়ে গেল, 'স্ট্রবেরি, বুড়ো খোকা।' ক্যাবি বলল, 'তুমি আমাকে চেনো। তুমি ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলো না তুমি আমাকে চেনো না।'

BanglaBook.org

'ওই জিনিসটা কী নিয়ে কথা বলছে, ঘোড়া?' কয়েকটা কণ্ঠস্বর বলল।

'বেশ,' স্ট্রবেরি ধীরে ধীরে বলল, 'আমি ঠিক জানি না। আমার মনে হয় আমরা কেউ এই জিনিসগুলোর সমন্ধে কিছুই জানি না। কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে আমি এই জাতীয় জিনিস এর আগে দেখেছি। আমি হয়তো অন্য কোথায় বাস করতাম- অথবা অন্য কিছু ছিলাম। কয়েক মিনিট আগে আসলান আমাদের জাগিয়ে দেয়ার আগে আমি অন্যরকম ছিলাম। বেশ গোলমেলে ব্যাপার। স্বপ্নের মতো। কিন্তু এই তিনজন আমার সেই স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি।'

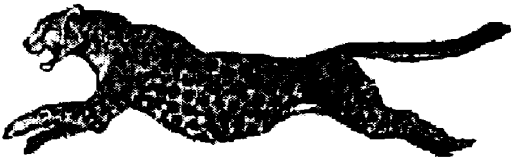

'কী?' ক্যাবি বলল, 'আমাকে চেন না? আমি তোমার খাবার এনে দিতাম? তোমাকে কায়দামতো দলামোচা করতাম? শীতে দাঁড়িয়ে থাকলে কখনও গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিতে ভুলতাম না? আমি তোমার কাছ থেকে এমনটি আশা করিনি, স্ট্রবেরি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যাপারটা মনে পড়ছে।' ঘোড়া ভাবতে ভাবতে বলল, 'হ্যাঁ। আমাকে একটু ভাবতে দাও। আমাকে ভাবতে দাও। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তুমি আমার পেছনে একটা কালো জিনিস জুড়ে দিতে। তারপর আমাকে দৌড়াতে আঘাত করতে। আমি যেখানেই দৌড়ে যেতাম ওই কালো জিনিসটাও আমার পিছু পিছু দৌড়ে যেতো।'

'আমাদের বাচার জন্য উপার্জন করতো হতো।' ক্যাবি বলল, 'তুমিও আমার মতো। কোনো কাজ না থাকলে চাবুকের আঘাত নেই, কোনো আস্তাবল নেই, খড়কুটো খাওয়া নেই, ধোয়া-মোছা নেই, কোনো ওট নেই।

BanglaBook.org

আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি তোমাকে ওট খাওয়াত। কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না।'

'ওট?' ঘোড়া কান খাড়া করে বলল, 'হ্যাঁ, আমার ওরকম যেন একটু মনে পড়ছে। হ্যাঁ, আরো বেশি বেশি মনে পড়ছে। তুমি সবসময়ই আমার পেছনে কোথায় বসে থাকতে, আর সবসময়ই তোমার সামনে দৌড়াতে থাকতাম। তোমাকে আর সেই কালো জিনিসটাকে টেনে নিয়ে যেতাম। আমি জানি আমিই সব কাজ করতাম।'

'স্বীকার করছি, গ্রীষ্মকালে কাজ করতে হতো।' ক্যাবি বলল। 'তুমি কাজ করতে আর আমি ঠাণ্ডা সিটে বসে থাকতাম। কিন্তু শীতের ব্যাপারটা কি বুড়ো খোকা। তুমি নিজেকে সবসময় গরম রাখতে আর আমি ঠাণ্ডার মধ্যে বসে থাকতাম।'

'খুবই কঠিন দেশ।' স্ট্রবেরি বলল। 'কোনো ঘাস নেই। শুধুই পাথর।'

'খুবই সত্যি কথা, বন্ধু, সত্যি কথা।' ক্যাবি বলল, 'খুবই কঠিন পৃথিবী। সবসময়ই বলা হয়ে থাকে ওই পথের পাথরগুলো ঘোড়ার জন্য নয়। তোমার মতো আমিও ওগুলো পছন্দ করতাম না। তুমি একজন গ্রাম্য ঘোড়া। আমিও একজন গ্রামের মানুষ। আমরা গির্জার গান গাই পছন্দ করি। আমি নিজের বাড়িতে তাই করতাম। কিন্তু ওখানে জীবন ধারণের জন্য তেমন কিছু ছিল না।'

'ওহ, প্লিজ, প্লিজ।' ডিগোরি বলল, 'আমরা কি কাছে যেতে পারব না? সিংহটা আরো দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। আমার সিংহের সাথে কথা বলাটা খুবই জরুরি।'

'এদিকে দেখ, স্ট্রবেরি।' ক্যাবি বলল, 'এই ছেলেটার ওই সিংহের সাথে, যাকে তোমরা আসলান বলে ডাক, কথা বলাটা খুবই জরুরি। তুমি যদি ওকে তোমার পিঠে করে একটু এগিয়ে দিতে। সিংহের দিকে ছুটে যেতে তাহলে ভালো হতো। আমি আর ওই ছোট মেয়েটা তোমাকে অনুসরণ করব।'

'চড়ানো?' স্ট্রবেরি বলল, 'ওহ, আমার এখন মনে পড়েছে। তার মানে আমার পিঠে বসানো। আমার মনে পড়েছে তোমরা দুই পা ওয়ালারা মাঝে মধ্যে আমার পিঠে বসে এগিয়ে যেতে। ওইটা করার পরে তুমি আমাকে চারকোণা সাদা সাদা এক ধরনের জিনিস খেতে দিতে। ওহ- ওগুলোর স্বাদ যা ছিল না, ঘাসের চেয়ে মিষ্টি।'

BanglaBook.org

'আহ, চিনিই হবে।' ক্যাবি বলল।

'প্লিজ, স্ট্রবেরি।' ডিগোরি অনুনয় করল, 'আমাকে তোমার পিঠে চড়িয়ে আসলানের কাছে নিয়ে যাও।'

'বেশ, আমি কিছু মনে করব না।' ঘোড়া বলল, 'একবারের জন্য কিছু হবে না। উঠে পড়ো।'

'সেই বুড়ো ভালো স্ট্রবেরি।' ক্যাবি বলল, 'খোকা, আমি তোমাকে তুলে দিচ্ছি।'

ডিগোরি স্টবেরির পিঠে উঠে গেল। ও আগেও পনি ঘোড়ায় চড়েছে।

'এখন, এগিয়ে চলো, স্ট্রবেরি।' ডিগোরি বলল।

'আমার মনে হয়, তুমি আমাকে সেই সাদা জিনিসগুলো দিতে পারবে না?' ঘোড়া বলল।

'না, আমার ভয় হচ্ছে, আমি পারব না।' ডিগোরি বলল।

'বেশ, তাতে কিছু যায় আসে না।' স্ট্রবেরি বলে চলতে শুরু করল।

সেই মুহূর্তে একটা বিশালদেহী বুলডগ শুঁকতে শুঁকতে এসে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—

'দেখ, এই অদ্ভুত প্রাণীর আরেকজনকে কি ওই নদীর পাশে গাছের নিচে দেখা যাচ্ছে না?'

সব প্রাণী ওদিকে তাকিয়ে আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে দেখতে পেল। তিনি রডোডেনড্রনের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন কেউ হয়তো দেখতে পাচ্ছে না।

'এদিকে এসো!' কয়েকটা কণ্ঠস্বর বলল, 'চলো গিয়ে ব্যাপারটা কী দেখি।' তো স্ট্রবেরি ডিগোরিকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পালি আর ক্যাবি ওকে অনুসরণ করছে। এসময়ে সব প্রাণী হর্ষধ্বনি করতে করতে আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

প্রাণীগুলো এগিয়ে আসতেই আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ভয়ে কেঁপে আরো ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। তিনি খুব ভালোভাবে ওগুলোর দিকে নজর রাখছিলেন। কিন্তু বুঝতে পারছিলেন না ওগুলো কী করতে চাইছে। শুধু দেখতে পাচ্ছিলেন ওগুলো দ্রুত বেগে ছুটে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ডাইনির মতো তিনিই বেশ বাস্তববাদী। তিনি দেখতে পাননি আসলান সব পশুপাখি থেকে এক জোড়া করে বেছে নিয়েছেন। তিনি দেখছিলেন

BanglaBook.org

ভয়ংকর বিপদজনক পশুগুলো তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি অবাক হয়ে ভাবছিলেন অন্য পশুপাখিগুলো কেন সিংহের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে না।

সেই মহান মুহূর্ত এল। পশুপাখিরা কথা বলতে শুরু করল। সিংহ প্রথমে গান গাইতে শুরু করল তখন চারদিকে অন্ধকারে ছেয়ে ছিল। সেই সময়ে তিনি গানটাকে মোটেই পছন্দ করছিলেন না। তারপর সূর্য উদিত হলো, তিনি দেখলেন একটা সিংহ গাইছে। তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো। তিনি পৃথিবীতে সিংহ শুধু চিড়িয়াখানায় দেখেছেন। তারা গান গাইতে পারে না। 'অবশ্যই ওটা গান গাইছে না।' তিনি ভাবলেন। 'আমি অবশ্যই তা কল্পনা করছি। আমার স্নায়ু উত্তেজিত হয়েছে। কে কবে সিংহকে গান গাইতে শুনেছে?' কিন্তু সিংহের গান যতই প্রলম্বিত আর সুরেলা হতে লাগল আঙ্কেল এ্যান্ড্রু বুঝতে পারলেন সিংহই গাইছে। শেষ পর্যন্ত যখন সিংহ বলল, 'নার্নিয়া জেগে ওঠো।' তিনি তখনও কোনো কথা শোনেননি। তিনি শুধু সিংহের গর্জনই শুনেছেন। সিংহের কথার জবাবে প্রাণীদের কথাবার্তাও তার কাছে গর্জন আর ডাকের মতোই মনে হয়েছে।

BanglaBook.org

'বোকা!' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু নিজেকেই বললেন, 'এখন এই সিংহ ছেলেমেয়ে দুটোর সাথে আংটিটাও খেয়ে ফেলবে। আর আমি কখনও বাড়িতে ফিরে যেতে পারব না। ডিগোরি কি স্বার্থপর ছেলেরে বাবা! ওই মেয়েটাও আরেক শয়তানি। ওরা যদি নিজেদের জীবন খোয়াতে চায় সেটা ওদের ব্যাপার। কিন্তু আমাকে কেন? বোঝা যাচ্ছে ওরা আমার কথা ভাবছে না। কেউ আমার কথা ভাবে না।'

শেষ পর্যন্ত, সব প্রাণীরা আঙ্কেলের দিকে ছুটে এলে তিনিও ঘুরে জীবন বাঁচাতে দৌড়ালেন। লন্ডনে থাকতে এরকম দৌড়ের কথা কল্পনাও করতে পারতেন না, কিন্তু এখানকার আবহাওয়ায় যেন প্রাণী শক্তি ফিরে পেয়েছেন। তিনি তীরের মতো দৌড়াতে লাগলেন। প্রাণীরাও ওর পিছু নিল। 'ওর পিছু নাও! ওর পিছে যাও!' প্রাণীগুলো চিৎকার দিল, 'সম্ভবত ওই সেই শয়তান! ওকে হত্যা করো! মেরে ফেল! ওকে ঘিরে ধরো! হুররে!'

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রাণীগুলো ওর সামনে চলে এল। ওরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। ওর পথ আটকে দিল। অন্যরা পেছন দিক থেকে ঘিরে ফেলল।

আঙ্কেল এ্যান্ড্রু দাঁড়িয়ে পড়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি কোনো সময়ই পশুপাখি পছন্দ করেননি। সবসময়ই এদেরকে ভয় পেয়ে এসেছেন। তিনি প্রাণীর প্রতি ঘৃণা নিয়েই তার এক্সপেরিমেন্ট করতেন।

'এখন, স্যার।' বুলডগ ভলল, 'তুমি কি একজন প্রাণী, শাকসবজি নাকি খনিজ পদার্থ?' বুলডগ অমনটিই বলেছিল, কিন্তু আঙ্কেল এ্যান্ড্রু শুনতে পেলেন, 'গররররগর!'

BanglaBook.org

একাদশ অধ্যায়

ডিগোরি আর ওর চাচা সমস্যার মধ্যে

তোমরা হয়তো মনে করছো প্রাণীরা আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে দেখে ডিগোরি, পলি আর চাচার মতোই একই প্রাণী মনে করল। কিন্তু তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে পশুপাখিরা জামা কাপড়ের ব্যাপারে কিছুই জানে না। ওরা পলির ফ্রক, ডিগোরি জামা আর ক্যাবির হ্যাট দেখে ওগুলোকে পশুর লোমের মতো ওদের শরীরেরই অংশ মনে করেছে। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ছেলেমেয়ে দুজন আর ক্যাবির চেয়ে অনেক লম্বা, পাতলা। তিনি পুরোপুরি কালো পোশাক পরে আছেন। চুলগুলো ধূসর। অন্য তিনজন মানুষের মতো দেখাচ্ছে না। তো স্বাভাবিকভাবেই পশুপাখিরা বিভ্রান্ত হলো। শুধু তাই নয়, আঙ্কেল কথাও বলতে পারলেন না।

তিনি কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। যখন বুলডগ তার সাথে কথা বলছিল, তিনি কাঁপতে কাঁপতে বলতে চেষ্টা করলেন, 'ভালো কুকুর, বেচারা বুড়ো মানুষ।' কিন্তু প্রাণীরা ওর কোনো কথাই বুঝতে পারল না। ওরা জড়ানো গোঙানি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায়নি। সম্ভবত নার্নিয়ার কোনো কথাবলা কুকুরকে হয়তো ভালো কুকুর বলে ডাকা হয় না।

আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ভয়ে মূর্ছা গিয়ে পড়ে গেলেন।

'দেখেছো!' একটা প্রাণী বলল, 'ওটা একটা গাছ। আমি সবসময় অমনটিই ভাবছিলাম।'

বুলডগ আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে শুকতে লাগল। 'ওটা একটা প্রাণী। অবশ্যই একটা প্রাণী। সম্ভবত ওইগুলোর মতো একইরকম।'

'আমার তা মনে হয় না।' একটা ভাল্লুক বলল, 'একটা প্রাণী এ রকম করে গড়িয়ে পড়তে পারে না। আমরাও প্রাণী। আমরা কখনও ওরকম গড়িয়ে পড়ি না। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। এইরকম ভাবে।' ও সামনের দিকে দুপা তুলে দাঁড়াল। তারপর পেছন দিকে চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

'তিন নম্বর কৌতুক। তিন নম্বর কৌতুক!' দাঁড়কাক উত্তেজিত স্বরে বলল।

BanglaBook.org

'আমার এখনও মনে হয় ওটা একটা গাছ।' ওয়ারথগ বলল।

'ওটা যদি গাছ হয়।' আরেকটা ভালুক বলল, 'তাহলে হয়তো ওর মধ্যে ভালুকের বাসা থাকতে পারে।'

'আমি নিশ্চিত এটা কোনো গাছ নয়।' ব্যাজার বলল, 'ওটা গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার আগে কথা বলার চেষ্টা করেছিল।'

'বাতাসে গাছের ডাল নড়লেও অমনটি দেখায়।' ওয়ারথগ বলল।

'তো নিশ্চয় তা বোঝাতে চাওনি।' দাঁড়কাক ব্যাজারকে বলল, 'তুমি ওটাকে কথা বলা প্রাণী ভেবেছো! ওটা একটা কথাও বলেনি!'

'আর তোমরা জানো' হাতি বলল, 'এটা এক ধরনের প্রাণীই হতে পারে। ওর একটা মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে। চোখের গর্ত আর একটা মুখও দেখা যাচ্ছে। অবশ্য কোনো নাক নেই। কিন্তু- ওটা তোমরা হয়তো নিচু মনের কথা বলবে। তোমাদের খুব কম প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে নাক বলতে যা বোঝায় তা নেই।'

'আমি ওই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' বুলডগ বলল।

'হাতির কথা কিছুটা ঠিক।' টাপির বলল।

'আমি তো তোমাকে বলেছিই!' গাধা বলল, 'সম্ভবত ওটা একটা প্রাণী কথা বলতে পারে না কিন্তু চিন্তাভাবনা করতে পারে।'

'ওটা কি উঠে দাঁড়াতে পারে না?' হাতি ভেবে চিন্তে বলল। হাতি শুঁড় দিয়ে আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে মাথা নিচে পা উপরে হয়ে গেল। আঙ্কেলের পকেট থেকে হাফ ক্রাউন, ছয় পেন্স

BanglaBook.org

পড়ল। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। আঙ্কেল আগের মতোই অজ্ঞান হয়ে রইলেন।

'দেখ!' কয়েকটা প্রাণীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'ওটা আদৌ কোনো প্রাণী নয়। ওটা জীবিত না।'

'আমি তোমাদেরকে বলেছি, ওটা একটা প্রাণী।' বুলডগ বলল, 'তোমরা নিজেরাই শুঁকে দেখ।'

'শুঁকে দেখাটাই সব কিছু নয়।' হাতি বলল।

'কেন,' বুলডগ বলল, 'একজন যদি তার নাকের ওপর বিশ্বাস না করতে পারে, তাহলে কিসে বিশ্বাস করবে?'

'বেশ, সম্ভবত মগজের উপরে।' হাতি মৃদু স্বরে উত্তর দিল।

'আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' বুলডগ বলল।

'বেশ, এটার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে।' হাতি বলল। 'কারণ এটাই সেই শয়তান হতে পারে। এটাকে অবশ্যই আসলানকে দেখাতে হবে। তোমরা সবাই কী ভাবছ? এটা কি একটা প্রাণী নাকি এক জাতীয় গাছ?'

'গাছ! গাছ!' ডজনখানিক প্রাণী বলল।

বেশ।' হাতি বলল, 'তাহলে, এটা যদি গাছ হয় তাহলে ওকে রোপণ করে দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই একটা গর্ত খুঁড়তে হবে।'

BanglaBook.org

দুটো ছুঁচো তাড়াতাড়ি গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। কিন্তু গর্তটা আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর শুধুমাত্র মাথাটা পোতার জন্যও যথেষ্ট নয়। কয়েকটা প্রাণী বলল, ওই গাছের পা দুটোই হলো ডালপালা। আর ধূসর মাথাটা হলো শিকড়। কিন্তু অন্যরা বলল, পা দুটোই কাদামাখা। কাজেই ওটাই শিকড় হতে পারে। তো শেষ পর্যন্ত ওর পা পোতার সিদ্ধান্ত নিল। ওরা ওটাকে দাঁড় করানোর আগেই আঙ্কেল হাঁটু গেড়ে বসলেন। 'ব্যাপারটা কোনো দিকে হবে বোঝা যাচ্ছে না।' গাধা বলল।

'অবশ্যই ওটার গোড়ায় পানি দিতে হবে।' হাতি বলল।

'আমার মনে হয়, আমি বলতে পারি, সম্ভবত, এই জাতীয় কাজে, নাকটার গুরুত্ব...'

'আমি তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' বুলডগ বলল। কিন্তু হাতি ধীরে ধীরে নদীর কাছে গেল। ওর শুঁড় পানিতে ভরে আঙ্কেল এ্যান্ড্রুর কাছে ফিরে এল। অন্য প্রাণীরা আঙ্কেলকে গর্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিল। হাতি শুঁড় দিয়ে আঙ্কেলের পুরো শরীর ভিজিয়ে দিল। জামা-কাপড় সব ভিজে গেল। আঙ্কেল অজ্ঞান অবস্থা থেকে জেগে উঠলেন।

স্ট্রবেরি ডিগোরিকে নিয়ে বেশ জোরেই ছুটে চলেছে। আসলান ওর কাউন্সিলররা কাছাকাছি চলে এসেছে। ডিগোরি জানত ও প্রাণীদের এই মিটিংয়ের মধ্যে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু তার দরকারও হলো। আসলানের একটা কথাতেই সব কাউন্সিলরা একপাশে সরে দাঁড়াল। ডিগোরি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে আসলানের মুখোমুখি হলো।

BanglaBook.org

'দয়া করুন— মিস্টার সিংহ— আসলান— স্যার—' ডিগোরি বলল, 'আপনি কি— আমি কি— প্লিজ, আপনি কি আমাকে কিছু এই দেশের ম্যাজিক ফ্রুট দেবেন যাতে আমার মা সুস্থ হয়ে ওঠে?'

ডিগোরি আশা করছিল সিংহ বলবে, 'হ্যাঁ।' ভয় পাচ্ছিল বলবে, 'না।' কিন্তু সিংহ কোনো কিছু বলল না।

'এই সেই ছেলে,' আসলান ডিগোরির দিকে না তাকিয়ে কাউন্সিলরদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই ছেলেটাই কাজটা করেছে।'

'ওহ ডিয়ার' ডিগোরি ভাবল, 'আমি এখন কী করলাম?'

'আদম সন্তান।' সিংহ বলল, 'আমার নতুন ভূমি নার্নিয়াতে একজন বাইরের ডাইনি আছে। এই প্রাণীগুলোকে বলো ডাইনি কিভাবে এখানে এসেছে।'

ডিগোরির মনে নানারকম জিনিস মনে এল। কিন্তু ও সত্যটা বলা ছাড়া আর কিছুই করল না।

'আমি ওকে এনেছিলাম, আসলান।' ডিগোরি নিচু গলায় বলল।

'কোনো উদ্দেশ্যে?'

'আমি ওকে আমার নিজের জগৎ থেকে বের করে ওর নিজের জগতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমি ওকে ওর নিজের জগতে নিয়ে গেছি।'

'ও তোমার জগতে কিভাবে গিয়েছিল, আদম সন্তান?'

'ম্যা-ম্যাজিকের মাধ্যমে।'

সিংহ কিছু বলল না। ডিগোরিও জানে আর বেশি কিছু বলার নেই।

'ওটা আমার চাচার কীর্তি, আসলান।' ডিগোরি বলল। 'তিনি জাদুর আংটির মাধ্যমে আমাদেরকে অন্য জগতে পাঠিয়েছিলেন। অন্তত আমাকে যেতে হয়েছিল কারণ তিনি প্রথমে পলিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর আমরা চার্ন নামক এক জায়গায় ডাইনির সাথে দেখা হয়। ডাইনি আমাদেরকে...'

'তোমার ডাইনির সাথে দেখা হয়?' আসলান নিচু স্বরে বলল।

'ও জেগে ওঠে।' ডিগোরি বলল। 'বলতে চাইছি, আমি ওকে জাগিয়ে তুলি। কারণ আমি জানতে চেয়েছিলাম ঘণ্টা বাজালে কী ঘটতে পারে। পলি আমাকে অমনটি করতে দিতে চাইনি। ওর কোনো দোষ নেই। আমি ওর সাথে ঝগড়া করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম বেলের নিচে কোনো জাদুমন্ত্র লেখা আছে।'

BanglaBook.org

'কিছু পেয়েছিলে?' আসলান জিজ্ঞেস করল।

'না' ডিগোরি বলল, 'আমি কিছুই পাইনি। কিন্তু ভান করেছিলাম।'

বেশ খানিকক্ষণ কোনো কথা নেই। ডিগোরি সবসময়ই ভাবছিল, 'আমি সব কিছু নষ্ট করে ফেলেছি। মায়ের জন্য এখন আর কোনো কিছু করার নেই।'

সিংহ মুখ খুলল। ডিগোরির উদ্দেশ্যে নয়। কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে।

'তোমরা দেখেছো, বন্ধুরা।' সিংহ বলল, 'ওটা আগের ঘটনা। আমি সাত ঘণ্টা আগে তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন জগৎ দিয়েছিলাম। এরই মধ্যে একটা খারাপ শক্তি ঢুকে গেছে। এই আদম সন্তান তাকে এখানে নিয়ে এসেছে।' প্রাণীরা, এমনকি স্ট্রবেরিও ডিগোরির দিকে ফিরল। আসলান বলল, 'কিন্তু তাতে ওকে দোষারূপ করো না। শয়তানরা ওভাবেই শয়তানের বেশে আসে। কিন্তু এখনও অনেক দূরে আছে। এই ফাঁকে, আমাদের এ রকম কিছু করতে দাও যাতে নার্নিয়ার এই ভূমি অনেক শত বছর ধরে আনন্দময় ভূমি হিসেবেই থাকতে পারে। আর আদমের বংশধরেরা যখন ক্ষতি করেছে, আদমের বংশধরেরা এটার উপশম করতে পারে। তোমরা দুজন, আরো কাছে এসো।'

শেষ কথাটা পলি আর ক্যাবির উদ্দেশ্যে বলা। সবাই এবার ওদের দিকে তাকাল। ক্যাবি একবার সিংহের দিকে তাকিয়ে মাথার হ্যাটটা খুলে ফেলল। হ্যাট খোলায় ওকে এখন আরো তরুণ আর সুন্দর লাগছে।

'আদম সন্তান' আসলান ক্যাবিকে বলল, 'আমি তোমাকে অনেক আগে থেকে চিনি। তুমি কি আমাকে চেনো?'

'বেশ, না, স্যার।' ক্যাবি বলল, 'অন্ততপক্ষে, এ রকম সাধারণভাবে আমাদের কখনও দেখা হয়নি। অন্তত কথা হয়নি। কিন্তু তারপরও আমার মনে হচ্ছে, যদি অভয় দেন তো বলি আমাদের আগে সাক্ষাৎ হয়েছিল।'

'ভালো।' সিংহ বলল, 'তুমি যেরকমটি ভাবছ তার চেয়ে ভালোই জানো। এখানে বাস করলে আমাকে আরো ভালোভাবে জানতে হবে। এই জায়গাটা তোমাকে কতটুকু সন্তুষ্ট করতে পারছে?'

'খুবই ভালো জায়গা, স্যার।' ক্যাবি বলল।

'তুমি কি এখানে সবসময় বাস করতে চাও?"

'বেশ, আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্যার, আমি একজন বিবাহিত মানুষ।' ক্যাবি বলল, 'আমার স্ত্রী যদি এখানে থাকত তাহলে আমরা কেউ আর লন্ডনে ফিরে যেতে চাইতাম না, স্যার। আমরা দুজনেই গ্রামের মানুষ স্যার।'

BanglaBook.org

আসলান ওর লোমশ মাথা ঝাঁকাল। মুখ খুলে বেশ জোরেই গর্জন করল। পলির হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। ও বুঝতে পারল এটাই সিংহের ডাক। যেন কাউকে ডাকা হচ্ছে, আর তাকে এই ডাক অবশ্যই পালন করতে হবে। পলি খুবই অবাক হয়ে দেখল একজন তরুণী মহিলা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পলি তখনও বুঝতে পারল ও ক্যাবির স্ত্রী। আসলান ওকে আমাদের জগৎ থেকে এখানে নিয়ে এসেছে। কোনো জাদুর আংটির সাহায্যে নয়। কিন্তু যেভাবে পাখি উড়ে নিড়ে ফিরে আসে সেভাবেই এসেছে। তরুণী মহিলাটি মনে হয় দিনের মধ্যভাগে কাপড়-চোপড় ধোয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল। একটা এপ্রন পরে আছে। কনুই পর্যন্ত গোটানো। হাতে সাবানের ফেনা লেগে আছে। ও ভালো কাপড়-চোপড় পরে এলেই ভয়ানক লাগত। এখন এই অবস্থাতেই জঙ্গলের মধ্যে ভালো লাগছে।

অবশ্যই তরুণী মহিলাটি ভাবছিল সে স্বপ্ন দেখছে। সে কারণে ও দৌড়ে স্বামীর কাছে এল না। এমনকি স্বামীকে জিজ্ঞেসও করল না এখানে কী ঘটছে। কিন্তু ও সিংহের দিকে তাকিয়ে ঠিক বিশ্বাসও করতে পারছিল না এটা কোনো স্বপ্ন। কিন্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে ওকে ভয় পেতেও দেখা গেল না। ও স্বামীর পাশে ক্যাবির একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে লজ্জিতভাবে ওদের দিকে দেখতে লাগল।

'আদম সন্তান।' আসলান ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা এই জগতের প্রথম রাজা ও রানী।'

বিস্ময়ে ক্যাবির মুখ হাঁ হয়ে গেল। ওর স্ত্রীর মুখে রক্তিমাভা দেখা গেল।

'তোমরা এই প্রাণীদের ওপর রাজত্ব করবে। ওদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে। ওদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে। শত্রু আসবে। এই জগতে এরই মধ্যে একজন শয়তান ডাইনি এসে গেছে।'

ক্যাবি ঢোক চিপে গলা পরিষ্কার করে নিল।

'আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, স্যার।' ক্যাবি বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এই জাতীয় কাজের জন্য আমি উপযুক্ত নই। আমার শিক্ষা-দীক্ষাও খুব একটা বেশি কিছু নয়, আপনি তো জানেনই।'

'বেশ,' আসলান বলল, 'তুমি কি খোন্তা কোদাল চালাতে পার? মাটিতে শস্য ফলাতে পার?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমি ওই জাতীয় কাজ খুব ভালোই পারি। আমি ওসব করেই বড় হয়েছি।'

BanglaBook.org

'তুমি কি এই জীবজন্তুর প্রতি সদয় এবং সঠিক বিচার করতে পার। মনে রাখবে ওরা কোনো দাস নয় এবং ওগুলো তোমাদের জগতের মতো অবোলাও নয়। ওগুলো কথাবলা মুক্ত প্রাণী।'

'আমি দেখেছি স্যার।' ক্যাবি উত্তর দিল, 'আমি ওদের সবার প্রতি সদয় থাকব স্যার।'

'আর তুমি কি তোমার বাচ্চাকাচ্চা এবং তাদের বাচ্চাকাচ্চাদেরও একইভাবে বড় করে তুলবে?'

'আমি আমার মতো চেষ্টা করব। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব স্যার। তাই না, নেলি?'

'তুমি কখনও নিজের ছেলেমেয়েদের কাছে জনপ্রিয় হয় অন্যদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে না, তাই সে মানুষ হোক অথবা অন্য প্রাণী?'

'আমি কখনও অমনটি হতে দেব না, স্যার। ওরা যা করবে তার প্রাপ্য আমার কাছ থেকে পাবে।' ক্যাবি বলল।

'আর যদি এই ভূমির বিরুদ্ধে শত্রুরা হানা দেয়, যদি যুদ্ধ শুরু হয়, তুমি কি সবার প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবে?'

'বেশ পারব, স্যার।' ক্যাবি ধীরে ধীরে বলল, 'একজন মানুষ জানে না কখন সে সত্যিকারের ক্লান্ত হয়। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। আমি কখনও হাত দিয়ে ঘুষোঘুষি ছাড়া কোনো লড়াই করিনি। আমি চেষ্টা করব- আমার মতো করে চেষ্টা করব।'

'তাহলে,' আসলান বলল, 'একজন রাজা যা করে তোমাকে তাই করতে হবে। তোমার অভিষেক খুব শিগগিরই হবে। তুমি আর তোমার বাচ্চাকাচ্চা আর তাদের বাচ্চাকাচ্চারা আশীর্বাদিত হবে। কেউ কেউ নার্নিয়ার রাজা হবে। অন্যরা দক্ষিণের পর্বতের ওপাশের আর্চেনল্যান্ডের রাজা হবে। আর ছোট্ট মেয়ে (সিংহ পলির দিকে ঘুরল) তোমাকে স্বাগতম। চার্নে ওই ছেলেটা তোমার প্রতি যা করেছো তা কি তুমি ক্ষমা করে দিয়েছো?'

'হ্যাঁ, আসলান। আমরা মিটমাট করে নিয়েছি।' পলি বলল।

'খুব ভালো কথা।' আসলান বলল, 'এইবার তোমার ব্যাপারে আসা যাক।' আসলান ডিগোরির দিকে ফিরল।

BanglaBook.org

দ্বাদশ অধ্যায়
স্ট্রবেরির অ্যাডভেঞ্চার

ডিগোরি মুখ বন্ধ করে ছিল। ওর অস্বস্তি ধীরে ধীরে বাড়ছিল। ও আশা করেছিল, যাই হোক না কেন ও কোনোমতেই তোতলাবে না।

'আদম সন্তান।' আসলান বলল, 'আমার এই সুন্দর মধুর দেশ নার্নিয়ার জন্মদিন থেকেই তুমি যে ভুলটা করে বসেছো তা শুধরাতে কি প্রস্তুত?'

'বেশ, আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করতে পারি।' ডিগোরি বলল, 'আপনি দেখেছেন, ডাইনি পালিয়ে গেছে আর...'

'আমি জিজ্ঞেস করেছি, তুমি প্রস্তুত কিনা?' সিংহ বলল।

'হ্যাঁ,' ডিগোরি বলল। ও বলতে চাইল, 'আপনি আমার মাকে সাহায্য করলে আমিও আপনাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব।' কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে সিংহের সাথে দর কষাকষি করাটা ঠিক না। 'হ্যাঁ।' ডিগোরি ওর মায়ের কথা ভাবছিল। ও যে মহৎ আশা নিয়ে এসেছিল তা শেষ হয়ে গেছে।

ডিগোরির চোখ ঝাপসা হয়ে এল, 'কিন্তু দয়া করে, দয়া করে- আপনি কি আমার- আপনি আমাকে এমন কিছু দিতে পারেন না যাতে আমার মা ভালো হয়ে উঠতে পারে?' ও সিংহের মুখের দিকে তাকাল। ও এ রকম অবাক হলো যেমনটি সারাজীবনে হয়নি। সিংহের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

'আমার পুত্র, আমার পুত্র' আসলান বলল, 'আমি জানি। দুঃখ মহান। এই রাজ্যে শুধুমাত্র তুমি আর আমিই সেটা জানি। চলো একে অন্যের প্রতি সদয় হই। কিন্তু আমি নার্নিয়ার শত বছরের কথা ভাবছিলাম। তুমি যে ডাইনিটাকে এখানে এনেছে ও আবার নার্নিয়ায় ফিরে আসবে। কিন্তু এখন ওসব না ভাবলেও চলবে। আমার ইচ্ছে নার্নিয়ায় এরকম একটা গাছ রোপণ করা যেটা নার্নিয়াকে ডাইনির হাত থেকে অনেক বছর ধরে রক্ষা করবে। নার্নিয়ার সূর্যের ওপর কোনো মেঘ ছেয়ে যাওয়ার আগে অনেক দিন সুর্যালোকিতভাবে চলবে। তুমি আমাকে অবশ্যই সেই গাছের বীজ এনে পুঁতে দেবে।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, স্যার।' ডিগোরি বলল। ও জানে না ব্যাপারটা কিভাবে ঘটবে। কিন্তু ও নিশ্চিত ও তা করতে পারবে। সিংহ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ডিগোরির কাছে এসে মাথা নিচু করে ওকে চুমু দিল। ডিগোরির মনে হলো ওর মধ্যে নতুন করে শক্তি আর সাহসের সঞ্চয় ঘটেছে।

'প্রিয় পুত্র।' আসলান বলল, 'আমি তোমাকে বলে দেব কী করতে হবে। ঘুরে পশ্চিমের দিকে দেখ। আমাকে বলো তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?

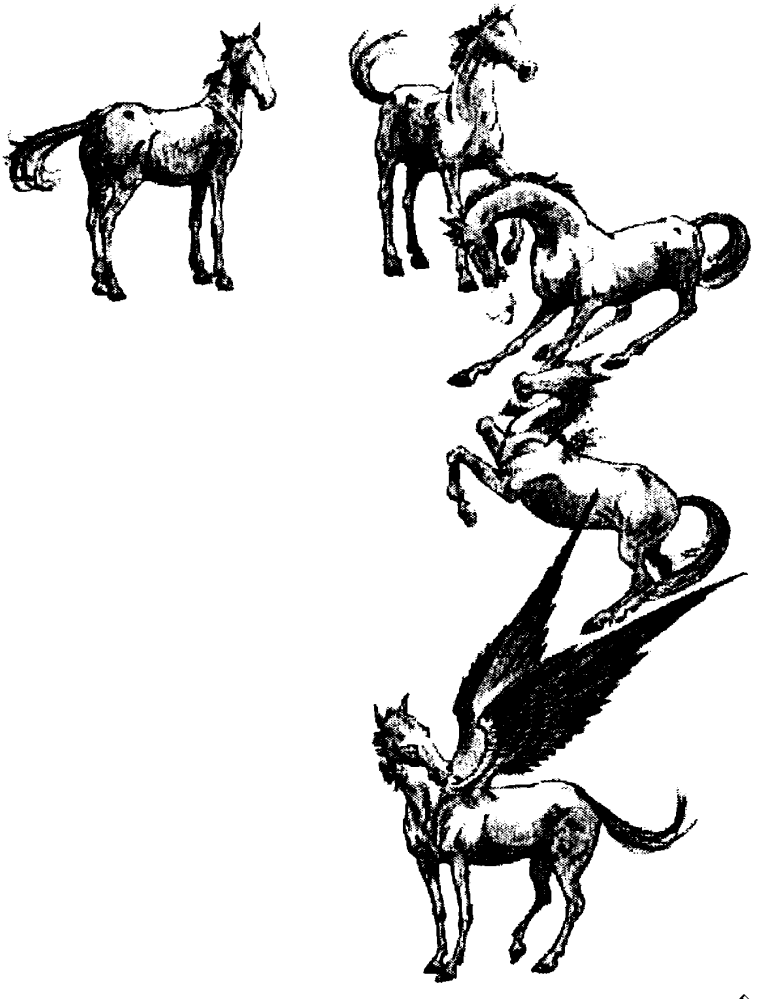

'আমি বিশাল পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছি, আসলান।' ডিগোরি বলল। 'আমি দেখতে পাচ্ছি নদী খাঁড়ি বেয়ে জলপ্রপাতের মতো নামছে। খাঁড়ির ওপাশে সবুজ বনবনানি দেখা যাচ্ছে। ওসবের পেছনে বিস্তৃত অন্ধকার। তারপর, আরো অনেক অনেক দূরে, বিশাল তুষার আবৃত পর্বতমালা একত্রে দাঁড়িয়ে আছে। যেমনটি আল্পস পর্বতমালার ছবিতে দেখা যায়। ওসবের পেছনে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

BanglaBook.org

'বেশ ভালোই দেখতে পেয়েছো।' সিংহ বলল। 'নার্নিয়ার ভূমি জলপ্রপাতের ওখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। তুমি খাঁড়ির ওপাশে চলে গেলে নার্নিয়ার বাইরে চলে যাবে। ওদিকে বুনো পশ্চিম। তুমি ওই পর্বতমালা পর্যন্ত যেতে পারবে। ওখানে নীল হ্রদের সাথে একটা সবুজ উপত্যকা দেখতে পাবে। ওর চারদিকে বরফ আবৃত পর্বতমালা। হ্রদের শেষ প্রান্তে সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের উপরে সবুজ বাগান। ওই বাগানের একেবারে মাঝখানে একটা গাছ আছে। ওই গাছ থেকে একটা আপেল তুলে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

'হ্যাঁ, স্যার।' ডিগোরি আবার বলল। ওর কোনো ধারণাই নেই ওই খাঁড়ির উপরে কিভাবে উঠবে। পর্বতমালার পথ কিভাবে খুঁজে পাবে। কিন্তু ও অজুহাতের মতো শোনাবে বলে ও ভয় পেয়ে তা বলতে পারল না। তার বদলে বলল, 'আশা করি, আসলান, আপনার তেমন একটা তাড়া নেই। আমি ওখানে খুব একটা তাড়াতাড়ি যেতে আসতে পারব না।'

'আদমের ছোট্ট সন্তান, তোমাকে সাহায্য করা হবে।' আসলান বলল। আসলান ওর পাশে দাঁড়ানোর ঘোড়াটার দিকে ঘুরল।

'মাই ডিয়ার,' আসলান ঘোড়াটাকে বলল, 'তুমি কি একটা ডানাওয়ালা ঘোড়া হতে চাও?'

ঘোড়াটা বলল, 'আপনি যদি বলেন, আসলান— আপনি যদি সত্যিই তাই বুঝিয়ে থাকেন— আমি জানি না কেন আমাকেই বলা হবে— আমি খুব একটা চালাক-চতুর ঘোড়া নই।'

'পাখাওয়ালা ঘোড়া হও। সমস্ত পাখাওয়ালা ঘোড়ার পিতা হও।' আসলান এরকমভাবে গর্জন করতে লাগল যে মাটি কেঁপে উঠল। 'তোমার নাম ফ্লেজ।'

ঘোড়াটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘোড়ার দুই কাঁধের পাশ দিয়ে প্রথমে একটা চিড় মতো ধরল। তারপর ঘোড়াটা চেঁচিয়ে উঠল। ওর কাঁধ ফেটে গেল। ফ্লেজের কাঁধ থেকে পাখা বেরিয়ে সেগুলো বড় হতে লাগল। ঈগল পাখির পাখার চেয়ে বড়। পরীদের ডানার চেয়েও বড়। ডানার পালকগুলো চেস্টনাট রঙের। ঘোড়াটা এক লাফে আকাশে উঠে গেল।

আসলান আর ডিগোরির মাথার বিশ ফুট উপরে উঠে গেল। তারপর এক চক্কর দিয়ে, মাটিতে নেমে এল।

'ভালো লাগছে, ফ্লেজ?" আসলান বলল।

'খুব ভালো, আসলান।' ফ্লেজ বলল।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'আমি যে পাহাড়ি উপত্যকার কথা বলেছি তুমি কি এই আদম সন্তানকে নিয়ে সেখানে যেতে পারবে, ফ্লেজ?'

'কি? এখন? এখনই?' স্ট্রবেরি বা ফ্লেজ যাই বলি না কেন বলল, 'হুররে! এসো, ছোট্ট বন্ধু। আমার মনে হয় আগের মতোই আমার পিঠে বসতে পছন্দ করবে। অনেক অনেক দিন আগে সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমিন ছিল। আর ছিল চিনি।'

'তোমরা দুজন ঈভের কন্যা কি নিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছো?" আসলান পলি আর ক্যাবির স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল। ওরা দুজন এখন বন্ধু হয়ে গেছে।'

'আপনি যদি অনুমতি দেন, স্যার।' রানী হেলেন বলল (ক্যাবির স্ত্রী নেলির নতুন নাম হেলেন), 'আমার মনে হয় এই ছোট্ট মেয়েটাও ওর সাথে যেতে চায়, যদি কোনো সমস্যা না হয়।'

'এ ব্যাপারে ফ্লেজ কী বলে?' সিংহ জিজ্ঞেস করল।

'ওহ, দুজনকে নিতে আমি কিছু মনে করব না। ওরা তো ছোট্ট মানুষ।' ফ্লেজ বলল, 'কিন্তু আমি আশা করি ওই হাতিটা আমার পিঠে উঠতে চাইবে না।'

হাতির ওরকম কোনো ইচ্ছেও ছিল না। নার্নিয়ার নতুন রাজা ওদের দুজনকে ঘোড়ার পিঠে উঠতে সাহায্য করল। 'ওরা উঠে গেছে, স্ট্রবেরি-ফ্লেজ, এখন যেতে পার।'

'খুব উঁচু দিয়ে উড়ো না' আসলান বলল, 'বরফ ঢাকা পর্বতমালার উপর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না। উপত্যকা, সবুজ ভূমির দিকে নজর রেখে উড়বে। সবসময়ই পথ পেয়ে যাবে। এখন, আমার আশীর্বাদ নিয়ে শুরু কর।'

'ওহ, ফ্লেজ!' ডিগোরি ঘোড়ার পিঠে ঝুঁকে বলল, 'খুব মজা হবে। পলি, আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো।'

পরের মুহূর্তেই সুন্দর সবুজ দেশ ওদের নিচে। ফ্লেজ পায়রার মতো উড়তে লাগল। নিচে তাকিয়ে পলির কাছে রাজা রানী আর আসলানকে সবুজ ঘাসের মাঝে হলুদ ফোঁটার মতো লাগছিল।

নিচে নার্নিয়াকে অনেক বর্ণিল ফোটার মতো মনে হচ্ছিল। নদীটাতে রুপালির ফিতার মতো লাগছিল। ওরা ওদের গন্তব্যের দিকটা দেখতে পেল। ওদের বামদিকের পর্বতমালা অনেক উঁচু। কিন্তু প্রতি মুহূর্তের ওদের মাঝখানের দূরত্ব কমে আসছিল।

'ওখানেই কোথায় আর্চেনল্যান্ড হবে।' পলি বলল।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, কিন্তু সামনে তাকাও!' ডিগোরি বলল।

ওদের সামনে বিশাল একটা খাড়ি। সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ওরা এত উঁচুতে উঠে গেছে নিচের সব কিছুই বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে।

'এখানকার পথ একটা আঁকাবাঁকা হবে।' ফ্লেজ বলল, 'শক্ত করে ধরে থেকো।'

ফ্লেজ এদিক-ওদিক করে প্রতিবার আরো উঁচুতে উঠে উড়তে লাগল। বাতাস অনেক ঠাণ্ডা। ওরা কাছ থেকে ঈগল পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছে।

'পেছনে তাকাও! পেছন দিকে দেখ!' পলি বলল।

ওরা নার্নিয়ার গোটা উপত্যকা দেখতে পেল। সাগরের একাংশও দেখা যাচ্ছে।

'ওদের দেখতে কেমন দেখাচ্ছে তা যদি এই মুহূর্তে বলতে পারতাম!' ডিগোরি বলল।

'আমার মনে হয় ওরা আর এখনও কোথাও নেই।' পলি বলল, 'আমি বোঝাতে চাইছি, কেউ কোথায় নেই। কিছুই নেই। এই জগৎ আজকেই শুরু হয়েছে।'

'না। কিন্তু লোকজন ওখানে যাবে।' ডিগোরি বলল, 'আর তুমি জানো, তারপর ওরা ইতিহাস হয়ে যাবে।'

'বেশ, খুব ভালো ব্যাপার যে ওরা এখন ওখানে নেই।' পলি বলল, 'কারণ কেউ কিছু শিখতে পারবে না। যুদ্ধ আর শান্তি সবই একই কথা।'

ওরা এখন খাঁড়ির একেবারে উপরে। কয়েক মিনিটেই নার্নিয়ার উপত্যকা ওদের চোখের আড়াল হয়ে যাবে। ওরা বুনো দেশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। নদীর গতিপথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। বিশাল পর্বতমালা এখনও সামনে। কিন্তু সূর্য এখন সরাসরি ওদের দিকেই। সূর্যের চোখ ধাঁধানো আলোয় ওরা পরিষ্কারভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

'এদিকে খুব একটা উষ্ণতা নেই।' পলি বলল।

'আর ডানাগুলোও ব্যথা হতে শুরু করেছে।' ফ্লেজ বলল। 'আসলানের বলা সেই হ্রদ বেষ্টিত উপত্যকার এখনও কোনো চিহ্ন নেই। নিচে নেমে আবার রাতে এলে কেমন হয়? আমরা আজ রাতে ওই জায়গায় পৌঁছাতে পারব না।'

'হ্যাঁ। এখন নিশ্চয় রাতের খাবারের সময় হয়েছে?' ডিগোরি বলল।

BanglaBook.org

তো ফ্লেজ নিচে নামতে শুরু করল। যতই নিচের দিকে নেমে আসছিল বাতাস উষ্ণ হতে লাগল। গাছপালায় শব্দ, পাখির ডাক শুনতে পেল। শেষ পর্যন্ত ফ্লেজ নিচে নেমে এল। ডিগোরি নেমে পড়ল। পলিকে নামতে সাহায্য করল। ওরা দুজনেই আড়মোড়া ভেঙে নিল।

ওরা যে উপত্যকায় নেমে এসেছে ওটা পর্বতমালার একেবারে কাছেই। সূর্যের আলো তুষারে পড়ে প্রতিফলন হচ্ছে।

'আমার খিদে পেয়েছে।' ডিগোরি বলল।

'বেশ, খাওয়া যাক।' ফ্লেজ এক মুঠো ঘাস চাবাতে চাবাতে বলল। তারপর মাথা তুলে ওদের দিকে তাকিয়ে ঘাষ চাবাতে চাবাতে বলল, 'তোমরা দুজনও চলে এসো। লজ্জা পেয়ো না। এখানে অনেক আছে।'

'কিন্তু আমরা ঘাস খাই না।' ডিগোরি বলল।

'হমম, হমম,' ফ্লেজ মুখভর্তি ঘাস নিয়ে বলল। , 'বেশ...হমম. তোমাদের ব্যাপারে খুব একটা জানি না। এখানকার ঘাস কিন্তু বেশ ভালো।'

পলি আর ডিগোরি একে অন্যের দিকে তাকাল।

'বেশ, আমার মনে হয় না এখানে কেউ আমাদের খাবারের জোগাড় করবে।' ডিগোরি বলল।

BanglaBook.org

'আমি নিশ্চিত, আসলান করতে পারে। তোমরা ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ।' ফ্লেজ বলল।

'আমাদের জিজ্ঞেস করা ছাড়াই কি উনি জানেন না?' পলি বলল।

'আমার কোনো সন্দেহ নেই উনি জানতে পারেন।' ঘোড়া বলল, 'কিন্তু আমার মনে হয় উনি জিজ্ঞেস করাটা পছন্দ করেন।'

'কিন্তু আমরা কিভাবে তা করব?' ডিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'আমি নিশ্চিত আমি জানি না।' ফ্লেজ বলল, 'যতক্ষণ না তুমি ঘাস খেয়ে দেখছ। তুমি যেমনটি মনে করছো তার চেয়ে ভালো হতে পারে।'

'ওহ, বোকার মতো কথা বল না,' পলি মাটিতে পা ঠুকে বলল, 'অবশ্যই মানুষেরা ঘাস খেতে পারে না। যেমন তুমি মাটন চপ খেতে পারবে না।'

'খোদার দোহাই তুমি মাটন চপ বা ওই জাতীয় খাবারের নাম মুখে এনো না।' ডিগোরি বলল, 'তাতে খিদেটা আরও চাঙ্গা হয়ে উঠছে।'

ডিগোরি বলল ওর চেয়ে পলি আংটি পরে বাড়িতে ফিরে গিয়ে কিছু খেয়ে নেয়। ও পারছে না কারণ ও আসলানের কাছে এখানে আসার প্রতিজ্ঞা করেছে। কিন্তু পলি যেতে পারে।

'আমার মনে হয়, আমার জ্যাকেটের মধ্যে সেই টফি চকোলেটের ব্যাগটা এখনও রয়ে গেছে। কোনো কিছু না খাওয়ার চেয়ে ওগুলো খাওয়া ভালো।' পলি বলল।

'অনেক ভালো।' ডিগোরি বলল, 'কিন্তু সাবধানে পকেটে হাত দিও। তোমার আংটিতে যেন হাত না লেগে যায়।'

ব্যাপারটা বেশ কঠিন কাজ কিন্তু ওরা শেষ পর্যন্ত তা করতে পারল। ছোট্ট কাগজের ব্যাগ বেশ হালকা আর নরম। ও ব্যাগটাকে সাবধানে পকেট থেকে বের করে আনল। ব্যাগ থেকে টফি বের করল। ওখানে নয়টা টফি আছে। ডিগোরি বলল, আমরা দুজনে চারটে করে খাই। আর একটা মাটিতে পুঁতে দেই। যদি লোহার রড মাটিতে পড়ে ল্যাম্প পোষ্ট গজাতে পারে তাহলে টফি পড়লে কেন টফি গাছ হবে না?'

ওরা ফ্লেজের গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। ওর ডানার উষ্ণতা ওদের মাঝেও ছড়িয়ে গেল। ওদের যখনই ঘুম ঘুম ভাব চলে এসেছে তখনও বাগানের ওপর থেকে কথার আওয়াজ শুনতে পেল। হঠাৎ করে পলি উঠে বসে বলল, 'হুশ!'

BanglaBook.org

সবাই কান খাড়া করে শব্দটা শুনছিল।

'সম্ভবত গাছের পাতার বাতাসের শব্দ।' ডিগোরি বলল।

'আমি নিশ্চিত নই।' ফ্লেজ বলল, 'যাইহোক- অপেক্ষা করো! আবার শব্দ হবে। আসলানের দোহাই, কিছু একটা হবে!'

ঘোড়া উঠে দাঁড়াল। ওরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। ফ্লেজ উড়ে যেতে লাগল।

BanglaBook.org

ত্রয়োদশ অধ্যায়
অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকার

'জেগে ওঠো, ডিগোরি, জেগে ওঠো, ফ্লেজ।' পলির কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'ওটা এখন টফি গাছে বদলে গেছে। সুন্দর সকাল।'

সকালের সোনারোদ বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু রুপোর মতো চকচক করছে। ওদের ঠিক পেছনেই একটা ছোট ঘন পাতাওয়ালা গাছ, ঠিক আপেল গাছের সাইজেরই। পাতাগুলো কিছুটা সাদাটে, আর কাগজের মতো। গাছটাতে ছোট ছোট বাদামি খেজুরের মতো ফল ধরে আছে।

'হুররে!' ডিগোরি বলল, 'কিন্তু আমি আগে একটা ডুব দিয়ে আসতে চাই।' ও তাড়াতাড়ি ঘন বনের মধ্য দিয়ে দৌড়ে নদীর কিনারে এল। ডিগোরি জামা-কাপড় ভিজিয়ে ঝরনা বয়ে চলা নদীতে গোসল সেরে এল। তারপর পলি গোসল করে এল। ফ্লেজও নদীর কাছ থেকে ঘুরে এল কিন্তু ও শুধু ঝরনার মাঝে দাঁড়িয়ে পানি পান করে কেশর দুলিয়ে কয়েকবার হ্রেষা ধ্বণি করল।

পলি আর ডিগোরি টফি গাছের কাছে চলে এল। ফলগুলো সুস্বাদু। ঠিক যেন টফি চকোলেটের মতো নয়। বরং আরো রসে ভরপুর। ফ্লেজও বেশ চমৎকার ব্রেকফাস্ট হলো। ও একটা টফি ফল খেয়ে দেখল। বেশ পছন্দও হলো। কিন্তু জানাল ওর চেয়ে এই সাতসকালে ও ঘাস খেতেই পছন্দ করে। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে ওরা দুজন বেশ কষ্টেসৃষ্টে ফ্লেজের পিঠে চড়ে বসল।

ওদের দ্বিতীয় যাত্রা শুরু হলো।

গতকালের চেয়ে বেশ আরামদায়ক যাত্রা। ওরা খাওয়া গোসল সেরে ফ্রেশ হয়েছে। ওদিকে সূর্যের তাপ ওদের পিঠের দিকেই লাগছে। তুষার আবৃত বিশাল পর্বতমালা সব দিক থেকেই ওদের সামনে। অ্যাডভেঞ্চারের এই সময়টা ওদের বেশ লাগছে। কিন্তু খুব শিগগিরই ওরা বাতাস শুঁকতে

BanglaBook.org

বলতে লাগল, 'ব্যাপারটা কী?' 'তুমি কি কোনো কিছুর গন্ধ পাচ্ছ?' 'গন্ধটা কোনো দিক থেকে আসছে?' গন্ধটা শুঁকে মনে হচ্ছে কোনো স্বর্গীয় সুবাস, সুস্বাদু ফল ও জগতের শ্রেষ্ঠ ফুল থেকেই ভেসে আসছে। গন্ধটা ওদের সামনের দিক থেকেই আসছে।

'গন্ধটা উপত্যকাবেষ্টিত হ্রদের দিক থেকেই আসছে।' ফ্লেজ বলল।

'তো আমরা এসে গেছি,' ডিগোরি বলল, 'দেখ! হ্রদের শেষ মাথায় একটা ছোট্ট সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আর হ্রদের পানি কতটা নীল!'

'এটাই সেই জায়গা হবে।' ওরা তিনজন একসাথে বলে উঠল।

ফ্লেজ নিচের দিকে নেমে এল। বরফ শীতল বাতাস এখন উপরের দিকে। নিচের বাতাস বেশ উষ্ণ। প্রতি মুহূর্তেই মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে। ফ্লেজ এখন বাতাসে ভাসতে ভাসতে মাটিতে নেমে এল। ওদের ঠিক সামনেই সেই সবুজ পাহাড়। ওরা দুজন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল।

পাহাড়ের দিকে কিছুটা উঠতে হবে। ওরা পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল। ফ্লেজও ওর ডানার কারণে ভারসাম্য রেখে এগিয়ে যেতে পারল। পাহাড়ের উপরে সবুজ দেয়াল। ওর ভেতরেই গাছগুলো বড় হয়েছে। গাছের শাখাপ্রশাখা পাহাড় বেয়ে ঝুলে পড়েছে। গাছের পাতা শুধু সবুজই নয় কিছুটা নীল আর রুপালির মিশ্রণ। ওরা পাহাড়ের ওপর উঠে দেয়ালের কাছে গেল। দেয়ালের গায়ে গেট দেখতে পেল। সোনার তৈরি গেট। পূবের দিকে মুখ করা।

BanglaBook.org

ফ্লেজ আর পলিও ভেবেছিল ডিগোরির সাথে ওই গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকবে। কিন্তু ওদের ভাবনা ভাবনাই থেকে গেল। ওরা দেখেই বুঝতে পারল গেটটা ব্যক্তিগতভাবে একজনের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। শুধুমাত্র বোকারাই কোনো কাজ ছাড়াই ওরা গেটের ভেতর দিয়ে যেতে চায়। ডিগোরিও সাথে সাথে বুঝে ফেলল অন্যরা এর ভেতর দিয়ে ওর সাথে আসতে পারবে না। ও একাই গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

ও গেটের খুব কাছাকাছি এসে দেখতে পেল সোনা দিয়ে রুপালি অক্ষরে কিছু একটা লেখা রয়েছে। লেখাটি এরকম—

সোনার গেটের ভেতর দিয়ে এসো। আমার ফল অন্যের জন্য নিয়ে যাও। যারা চুরি করবে বা আমার দেয়াল বেয়ে উঠবে তাদের হৃদয়ের আশা কখনও পূর্ণ হবে না।

'আমার ফল অন্যের জন্য নিয়ে যাও।' ডিগোরি বিড়বিড় করে বলল, 'বেশ, আমি তো তাই করতেই এসেছি। তার মানে এই ফলের কোনোটা আমি নিজে খেতে পারব না। এর শেষ লাইনে কি বলা হয়েছে তা বুঝতে পারছি না। সোনার দরজার ভেতর দিয়ে এসো। বেশ, দেয়াল বেয়ে ওঠা যাবে না। তাহলে দরজাটা খুলব কিভাবে?' ও লেখাগুলোর ওপর ওর হাত রাখল। তখনই ওগুলো সরে গেল, কোনোরকম শব্দ না করেই দরজা ভেতরের দিকে খুলে গেল।

এই জায়গাটা একান্তই ব্যক্তিগত। ও খুব শান্তভাবে ভেতরে ঢুকল। নিজের দিকে তাকাচ্ছিল। ভেতরের সব কিছুই নীরব। এমনকি নিকটবর্তী ঝরনার কলকল ছলছল শব্দও শোনা যাচ্ছে না। ওরা চারপাশে অপূর্ব সুবাস। খুব সুন্দর সুখী জায়গা কিন্তু বেশ সিরিয়াস।

ডিগোরি মুহূর্তেই বুঝে ফেলল ও কোনো গাছটার খোঁজে এসেছে। কারণ গাছটা একবারে কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে। আর গাছ থেকে রুপালি রঙের আপেল ঝুলছে। ও সোজা গাছের কাছে চলে এল। একটা আপেল তুলে নিল। ওর জ্যাকেটের বুক পকেটে রাখল। কিন্তু পকেটে রাখার আগে ওর গন্ধ শুঁকতে ভুলল না।

গন্ধ না শুঁকলেই ভালো করতো। ওর ক্ষুধা তৃষ্ণা বেড়ে গেল। ওই ফল ভক্ষণের জন্য, ফলের স্বাদ নেয়ার জন্য ও আকুপাকু করতে লাগল। ও তাড়াতাড়ি আপেলটা পকেটে রেখে দিল। কিন্তু গাছে তো অনেক ফল আছে। একটার স্বাদ নিলে কি আর ক্ষতি হবে? তারপর ওর দরজার উপরে লেখা সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের কথা মনে পড়ে গেল। উপদেশের কথা কে

BanglaBook.org

শোনে? আর ওটা যদি একটা আদেশও হয়ে থাকে, তাহলে কি একটা আপেল খেলেই সেই আদেশ ভঙ্গ করা হবে? ও তো এরই মধ্যে অন্যকে নেয়ার আদেশ পালন করেছে?

ও যখন এসব ভাবছিল তখন আপেল গাছের মগডালে একটা পাখি ডাকছিল।

'আর পাখিটা দেখিয়েছে,' ডিগোরি অন্যদের গল্পটা বলার সময় বলছিল, 'ওই রকম জাদুকরি জায়গায় তুমি অতো সতর্ক হতে পার না। তুমি কখনই জানবে না কি তোমার উপর দৃষ্টি রাখছে।' পাখির ডাকের কারণেই ডিগোরির সম্বিত ফিরে এসেছিল।

ডিগোরি তাড়াতাড়ি দরজার কাছে ফিরে এল। তারপর শেষবারের মতো গাছের দিকে তাকাল। ও ভয়ংকর শক পেল। ও একা নেই। কয়েক গজ দূরে ডাইনি দাঁড়িয়ে আছে। ডাইনি একটা আপেল খেয়ে তার বীচির অংশটা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। ডাইনির মুখ রসে ভরে আছে। ডিগোরি অনুমান করল ডাইনি অবশ্যই দেয়াল টপকে এখানে এসেছে। ডাইনিকে এখন আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী আর গর্বোদ্ধত দেখাচ্ছে। কিন্তু ডাইনির মুখ মৃত মানুষের মতো সাদা।

ডিগোরির সব কিছু মনে পড়ে গেল। ও তাড়াতাড়ি দরজার কাছে ছুটে এল। ডাইনিও ওর পিছু ধাওয়া করল। ও দরজার বাইরে আসতেই দরজাটা মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল। ও ছুটতে ছুটতে অন্যদের কাছে চলে এল।

'তাড়াতাড়ি, উঠে পড়ো, পলি! উঠে পড়ো, ফ্লেজ!' ডাইনি দেয়াল বেয়ে দরজার এপাশে চলে এসেছে। আবার ওদের কাছাকাছি চলে এসেছে।

'আপনি যেখানে আছেন ওখানেই থাকুন।' ডিগোরি ডাইনির মুখোমুখি হয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'অথবা আমরা সবাই অদৃশ্য হয়ে যাব। আর এক ইঞ্চিও কাছে আসবেন না।'

'বোকা ছেলে,' ডাইনি বললেন, 'তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। তুমি যদি না থেমে এখনই আমার কথা না শোন, তুমি এরকম কিছু জ্ঞান হারাবে যা তোমাকে সারাজীবন সুখী করে রাখতে পারত।'

'বেশ, আমি ও কথা শুনতে চাই না, ধন্যবাদ।' ডিগোরি বলল।

'আমি জানি কি তোমাকে এখানে টেনে এনেছে।' ডাইনি বলে চলল। 'গত রাতে জঙ্গলের মধ্যে আমিই তোমার কাছাকাছি তোমাদের সব পরামর্শ

BanglaBook.org

শুনে ফেলেছিলাম। তুমি ওই বাগান থেকে আপেল তুলে এনেছো। ওই আপেলটা এখন তোমার পকেটে আছে। তুমি ওটার স্বাদ না নিয়েই ফলটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছ। ওই সিংহের কাছে যাচ্ছ। ওই সিংহ খাবে বলে। ও তোমাকে ব্যবহার করেছে। তুমি সাধাসিধে বালক! তুমি কি জানো ওই ফলটা কী? আমি তোমাকে বলব। এই আপেল হচ্ছে যৌবনের, এই আপেল জীবনের। আমি জানি। আমি ওটার স্বাদ নিয়েছি। আমার নিজের ভেতরেই অদ্ভুত এক পরিবর্তন এসেছে। আমি জানি আমি আর কখনও বুড়ো হব না। কখনও মারা যাব না। আপেলটা খাও, বাছা। তুমি আর আমি আজীবন বেঁচে থাকব। গোটা জগতের রাজা আর রানী হিসেবে বেঁচে থাকব। অথবা তুমি চাইলে তোমার জগতের রাজা রানী হয়ে যাব।'

'না, ধন্যবাদ।' ডিগোরি বলল, 'আমি জানি না আমি যাদেরকে চিনি জানি তারা সবাই মারা যাওয়ার পরে আমি আর বেঁচে থেকে কী করব। আমি সাধারণভাবে সাধারণ মানুষ হিসাবেই বেঁচে থাকতে চাই। সেভাবেই মারা যেতে চাই। ওভাবেই স্বর্গে যেতে চাই।'

'কিন্তু তোমার মায়ের কী হবে, যাকে তুমি এত ভালোবাস?'

'মাকে আবার এর মধ্যে টেনে আনলেন কেন?' ডিগোরি বলল।

'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, বোকা। এই আপেলের এক কামড়েই তোমার মা সেরে উঠবে। আপেলটা এখন তোমার পকেটে আছে। আমরা এখন এখানে আছি। সিংহ অনেক দূরে। তোমার ম্যাজিক ব্যবহার করো। তোমার নিজের জগতে ফিরে যাও। এক মিনিট পরেই তুমি তোমার মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। তাকে এই ফলটা দেবে। পাঁচ মিনিট পরে তুমি দেখতে পাবে তোমার মায়ের মুখের রঙ বদলে গেছে। তিনি বলবেন তার যন্ত্রণা দূর হয়েছে। শিগগির জানাবেন তিনি অনেক শক্তি পাচ্ছেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন- এই ব্যাপারগুলো ভাব। কোনোরকম ব্যথা যন্ত্রণা ছাড়াই তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন। পরের দিন সবাই বলবে তিনি পুরোপুরি সেরে উঠেছেন। খুব তাড়াতাড়িই তিনি আবার পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠবেন। সব কিছুই ঠিকঠাক থাকবে। তোমার বাড়ি আবার হাসি-খুশিতে ভরে উঠবে। তুমি অন্য বালকদের মতো হবে।'

'ওহ!' ডিগোরি শ্বাস নিল। মাথায় হাত দিল। ও জানে ওকে এখন সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপারটাই বেছে নিতে হবে।

'ওই সিংহ তোমার জন্য যা করেছে তার জন্য তুমি ওর দাস হয়ে থাকবে?' ডাইনি বলল, 'তোমার জন্য একবার যা করেছে সে জন্য কি

BanglaBook.org

নিজের জগতে ফিরে যাবে না? তোমার মা কি ভাববে যদি জানতে পারেন তুমি তার ব্যথা যন্ত্রণা নিয়ে তাকে নতুন জীবনে ফিরিয়ে দিয়েছো? তোমার বাবার ভগ্ন হৃদয় থেকে তুলে এনেছো- আর কাজটা করেছো শুধুমাত্র একটা বুনো পশুর জন্য?'

'আ-আমি মনে করি না আসলান কোনো বুনো পশু।' ডিগোরি বলল, 'আসলান একজন- আমি জানি না-'

'তাহলে ও বুনো পশুর চেয়ে খারাপ,' ডাইনি বলল, 'দেখ, ও এরই মধ্যে তোমার সাথে কী করেছে। তোমাকে কতটা হৃদয়হীন বানিয়ে ফেলেছে। ওর কথা যেই শোনে তাকেই ও ওরকম বানিয়ে দেয়। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন বালক! তুমি তোমার নিজের মাকে মরতে দেব তাও...'

'ওহ, চুপ করুন।' ডিগোরি বলল, 'তুমি কি ভাবছ আমি দেখতে পাই না? কিন্তু আমি- আমি প্রতিজ্ঞা করেছি।'

'আহ, কিন্তু তুমি জানো না কি নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছো। আর এখানে কেউ তোমাকে বাধা দিতে আসছে না।'

'মা নিজেই।' ডিগোরি বলল, 'ব্যাপারটা পছন্দ করবেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা পছন্দ করেন না। আর চুরি করা বা এই জাতীয় জিনিস। তিনি আমাকে এসব করতে নিষেধ করেছেন। যেকোনো ক্রুতগামী জিনিসের মতো তিনি আমার সাথেই আছেন।'

'কিন্তু তার কখনও জানার দরকার নেই।' ডাইনি বললেন। 'তুমি তাকে বলবে কিভাবে এই আপেলটা জোগাড় করেছো। তোমার বাবারও কখনও জানার দরকার নেই। তোমার জগতের কারোরই এই পুরো গল্পটা জানার দরকার নেই। ওই ছোট্ট মেয়েটাকে তোমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।'

এই কথা বলেই ডাইনি ভুল করে ফেলল। ডিগোরি জানে পলি খুব সহজেই ওর আংটি পরে চলে যেতে পারে। কিন্তু ডাইনি সম্ভবত তা জানত না। আর পলিকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়ার এই নিচু মনের উপদেশ ডিগোরির কাছে প্রকৃত সত্যটা উন্মোচন করল।

'এদিকে দেখুন, হঠাৎ করে আপনি এসব বলছেন কেন? আমার মায়ের উপরে আপনার এত টান কোত্থেকে এল? আপনি কি করতে চান? আপনার খেলাটা কী?'

'তোমার ভালোর জন্য, ডিগ।' পলি ফিসফিস করে ওর কানে কানে বলল, 'তাড়াতাড়ি! এখনই এখান থেকে চলে এসো।' ওর আর এই তর্ক বির্তক ভালো লাগছিল না।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'উপরে উড়ে চলো।' ডিগোরি বলল। ওরা দুজনে খুব তাড়াতাড়ি ফ্লেজের পিঠে উঠে বসেছে। ঘোড়া ডানা মেলল।

'তাহলে যাও, বোকা।' ডাইনি বললেন, 'আমার কথা ভেবো, বাছা। তুমি যখন বুড়ো আর দুর্বল হয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরবে তখন মনে করো চিরযৌবনের কি অপূর্ব সুযোগটাই না হাতছাড়া করেছিলে! এই অফার কেউ তোমাকে আর দেবে না।'

ওরা এরই মধ্যে এত উঁচু উঠে গেছে ডাইনির শেষ কথাগুলো শুনতে পায়নি। ডাইনিও আর ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে সময় নষ্ট করেনি। ওরা দেখল ডাইনি পাহাড় বেয়ে উত্তরের দিকে নেমে গেল।

ওরা সকালে রওনা করেছিল। রাত নামার আগেই নার্নিয়ায় পৌঁছে গেল। ফেরার পথে ডিগোরি একটা কথাও বলেনি। অন্যরাও ওর সাথে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিল। ফ্লেজ ওপর থেকেই নদীর তীরে জড়ো হওয়া প্রাণীদের দেখতে পেল। আসলান ওদের মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্লেজ নেমে এল। ওরা দুজন নেমে পড়ল। ডিগোরি দেখতে পেল সব প্রাণীরা, বামন, সাটার, নিম্ফ সবাই সরে ওর জন্য পথ করে দিল। ও আসলানের কাছে এসে আপেলটা আসলানের হাতে দিয়ে বলল—

'আমি আপনার জন্য আপেলটা নিয়ে এসেছি, স্যার।'

BanglaBook.org

চতুর্দশ অধ্যায়
গাছ রোপণ

'খুব ভালো কাজ।' আসলান এরকম স্বরে বলল মাটি কেঁপে উঠল। তারপর ডিগোরি বুঝতে পারল সমস্ত নার্নিয়ানরাই আসলানের কথা শুনেছে। শত শত বছর ধরে এই গল্প বংশানুক্রমে শুনে যাবে। ডিগোরি সরাসরি আসলানের মুখের দিকে তাকাল। ও সমস্ত ঝামেলার কথা ভুলে গেছে।

'ওয়েল ডান, আদম সন্তান।' সিংহ আবার বলল। 'এই ফলটা তুমি তোমার লোভ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কান্না সব জয় করেই নিয়ে এসেছো। তুমি নিজ হাতেই এই ফলের বীজ পুঁতবে। নার্নিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য তুমি এই কাজ করবে। এই আপেলটা নদীর তীরের নরম কাদামাটির ওপর ছুড়ে দাও।'

ডিগোরি আসলানের কথামতো কাজ করল।

'খুব ভালোই ছোড়া হয়েছে।' আসলান বলল, 'এখন চলো আমরা নার্নিয়ার রাজা ফ্রাঙ্ক আর রানী হেলেনের রাজ অভিষেকের বন্দোবস্ত করি।'

পলি আর ডিগোরি এই প্রথম রাজা রানীর দিকে তাকাল। ওদেরকে অদ্ভুত সুন্দর পোশাক পরানো হয়েছে। ওদেরকে রাজা রানীর পোশাক পরানো হয়েছে। ওদের মুখে নতুন ভাবভঙ্গি। বিশেষত রাজার। লন্ডনের সেই ক্যাবচালকের মুখের তীক্ষ্মতা, ধূর্তভাব ঝগড়ুটে ভঙ্গিটা পুরোপুরি চলে গেছে। সাহসিকতা আর দয়ালু ভাব চলে এসেছে। সম্ভবত নার্নিয়ার এই তরুণ রাজ্যের আবহাওয়ার কারণেই এমনটি হয়েছে। অথবা আসলানের কথার কারণে। বা উভয় কারণে।

'দিব্যি কেটে বলছি,' ফ্লেজ পলির কানে ফিসফিস করে বলল, 'আমার পুরোনো প্রভু আমার মতোই বদলে গেছে! কেন, তিনি এখন সত্যিকারের প্রভু।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার কানে কানে ওরকম করে কথা বলবে না।' পলি বলল, 'কানে সুড়সুড়ি লাগে।'

'এখন,' আসলান বলল, 'কেউ একজন গাছের ওপর যা রাখা আছে তার দড়ি কেটে দাও। আমাদের কে দেখতে দাও আমরা ওখানে কী খুঁজে পাই।'

BanglaBook.org

ডিগোরি দেখতে পেল চারটে কাছাকাচি জন্মানো গাছের শাখা-প্রশাখাগুলো একসাথে একটা খাঁচার মতো করে বেঁধে রাখা হয়েছে। দুটো হাতি ওদের শুঁড় দিয়ে আর কয়েকজন বামন ছোট্ট কুঠার দিয়ে দড়ি কেটে দিল। ওর ভেতরে তিনটি জিনিস ছিল। একটা নবীন স্বর্ণের গাছ। দ্বিতীয়টা একটা নবীন রুপোর গাছ। আর তিন নম্বরটাতে একটা অদ্ভুত বস্তু কাদামাখা পোশাক পরে ওগুলোর মাঝখানে বসে আছে।

'ধুস!' ডিগোরি ফিসফিস করল, 'আঙ্কেল এ্যান্ড্রু!'

আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে প্রাণীরা মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল। হাতি শুঁড় দিয়ে ওর গায়ে পানি ছিটালে ওর জ্ঞান ফিরে আসে। চারপাশে এত প্রাণী দেখে ভড়কে যায়। আঙ্কেল হাত পা ছোড়াছুড়ি করতে থাকেন। কোনো মতে পা ছাড়িয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তখনই হাতি তাড়াতাড়ি ওকে শুঁড়ে আটকে ফেলে। সবাই ভাবতে থাকে আসলান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তখনই ওরা ওরকম গাছের খাঁচা বানিয়ে আঙ্কেলকে ওর ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

আসলান সারাদিন নতুন রাজা রানীকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজে ব্যস্ত থাকে। কেউ আর ওকে আসলানের কাছে আনতে সাহস পায় না।

'ওই প্রাণীটাকে বের করে আনো।' আসলান বলল। একটা হাতি আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে শুঁড়ে করে তুলে এনে সিংহের পায়ের কাছে রাখল।

আঙ্কেল এত ভয় পেয়েছে যে একটুও নড়াচড়া করল না।

BanglaBook.org

'প্লিজ, আসলান,' পলি বলল, 'আপনি কি কিছু একটা বলবেন- যাতে উনার ভয় কেটে যায়? তারপর আপনি কি উনাকে এরকম কিছু বলবেন যাতে উনি আর কখনও এখানে ফিরে না আসেন?'

'তুমি কি মনে করো ও এমনটি করতে চায়?' আসলান বলল।

'বেশ, আসলান।' পলি বলল, 'তিনি হয়তো অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিতে পারেন। তিনি লোহার রড পড়ে ল্যাম্পপোস্ট গাছ গজানোয় এতটাই উত্তেজিত যে তিনি মনে করেন...

'তার মনে করা চরম নিবুদ্ধিতা, বাছা।' আসলান বলল, 'এই জগৎটা কয়েক দিনেই প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। কারণ আমি যে গানের সুর বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তা এখনও আছে। এটা দীর্ঘদিন থাকবে না। কিন্তু আমি এই বুড়ো পাপীকে তা বলতে পারি না। আমি ওকে স্বস্তি দিতে পারি না। ও নিজেই এরকমভাবে গড়ে উঠেছে আমার কথা শুনতে পাবে না। আমি যদি ওর সাথে কথাও বলি, ও শুধুমাত্র আমার গর্জনই শুনতে পাবে। ওহ, আদম সন্তান, তোমরা কিভাবে নিজেদেরকে সব ভালো কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখ! কিন্তু আমি ওকে একমাত্র সেই উপহারই দেব যা ও গ্রহণ করতে পারে।'

আসলান মাথা নিচু করে ম্যাজিশিয়ানের ভয়ার্ত মুখের কাছে মুখ এনে ফুঁ দিল। 'ঘুমিয়ে পড়ো।' আসলান বলল, 'ঘুমিয়ে পড়ে তোমার উপরে যা ঘটেছে তা থেকে কিছু সময়ের জন্য আলাদা হয়ে যাও।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ফেলল। গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

'ওকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে শুইয়ে দাও।' আসলান বলল, 'এখন, বামন! তোমার হাতের কারুকার্য দেখাও। আমাদের দেখতে দাও রাজা আর রানীর জন্য তুমি কেমন মুকুট বানিয়েছো।'

কয়েকটা বামন একসাথে সোনার গাছ থেকে নেমে এল। ওরা দেখতে পেল সোনাগুলো কেমন যেন সত্যিকারের নরম সোনা। আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে যখন উল্টো করে ধরেছিল তখনই আঙ্কেলের পকেট থেকে ওই সোনাটুকু মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তাই দিয়ে সোনার গাছ গজিয়েছে। ঠিক ওভাবেই আঙ্কেলের পকেট থেকে রুপোর টুকরো মাটিতে পড়েছিল। তা থেকে রুপোর গাছ গজিয়েছে। ওরা সাথে সাথেই সোনা-রুপা দিয়ে মুকুট তৈরি করতে লেগে গেল। একেবারে আধুনিক ইউরোপিয়ান মুকুট বানিয়ে ফেলল। রাজার সোনার মুকুট রুবি পাথর দিয়ে সাজানো হলো। রানীর রুপোর মুকুট মরমক মণি দিয়ে সাজিয়ে দিল।

BanglaBook.org

মুকুট দুটো আসলানের কাছে নিয়ে আসা হলো। আসলান রাজা ফ্রাঙ্ক আর রানী হেলেনকে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বলল। আসলান ওদের দুজনের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিল। তারপর আসলান বলল, 'নার্নিয়ার রাজা আর রানী, তোমরা উঠে দাঁড়াও। তোমরা নার্নিয়া, ইজেল আর আর্চেনল্যান্ডের অনেক রাজা রানীর বাবা মা হবে। শুধু ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু আর সাহসী হও। আমার আশীর্বাদ সবসময়ই তোমাদের ওপর থাকবে।'

সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল। রাজা রানীকে কিছুটা লজ্জিত দেখাল। সব মহান মানুষদের এই লজ্জা থাকে। ডিগোরিও আনন্দ করছিল। তখনই তার পাশে আসলানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—

'দেখ!'

সবাই আসলানের দেখানো দিকে ঘুরল। একটু দূরে ওরা একটা গাছ দেখতে পেল। এই গাছটা আগে এখানে ছিল না। গাছটা নিশব্দে বেড়ে উঠেছে। ওরা সবাই রাজ অভিষেকে ব্যস্ত ছিল। এই ফাঁকেই গাছটা বেড়ে উঠেছে। ওর ডালপালা দিয়ে ছায়ার চেয়ে যেন আলো ঝলকাচ্ছে। কিন্তু ওর গন্ধ সবাইকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। এক মুহূর্তের জন্য কেউ অন্য কিছু ভাবতে পারল না।

'আদম সন্তান।' আসলান বলল, 'তুমি ভালোভাবেই বীজটা রোপণ করেছিলে। আর নার্নিয়ানরা, তোমরা, তোমাদের প্রথম কাজ হবে এই গাছটাকে গার্ড দেয়া। এটাই তোমাদের রক্ষাকবচ। যে ডাইনির কথা আমি তোমাদের বলেছিলাম ও উত্তরের দিক থেকে উড়ে এই জগতে আসছে। ও এখানে বাস করবে। কালো জাদুর প্রভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কিন্তু যতদিন এই গাছটা ফুল ফল দেবে ডাইনি কখনও নার্নিয়ায় আসতে পারবে

BanglaBook.org

না। এই গাছের এক শ মাইলের মধ্যে আসতে সাহস করবে না। এর গন্ধের কারণেই তা করবে না। এর গন্ধ আনন্দ, জীবন আর তোমাদের স্বাস্থ্যের জন্য। ডাইনির জন্য মৃত্যুর কারণ।'

সবাই গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। আসলান হঠাৎ করে মাথা ঘুরিয়ে ওদের দুজনের দিকে তাকাল। 'কী হচ্ছে, বাছারা?' আসলান বলল।

ওরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছিল। ধরা পড়ে গেল।

'ওহ-আসলান, স্যার।' ডিগোরি লজ্জায় রক্তিম হয়ে বলল, 'আমি আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওই ডাইনি এরই মধ্যে একটা আপেল খেয়ে ফেলেছে। এখানে যে গাছটা জন্মেছে সেইরকম গাছের আপেল খেয়েছে।'

'তো আমরা ভাবছিলাম, আসলান।' পলি বলল, 'কোনো একটা ভুল হচ্ছে। এই আপেল গাছের গন্ধে ডাইনির কিছুই হবে না।'

'তুমি কেন এমনটি ভাবছ, ঈভের কন্যা?' আসলান জিজ্ঞেস করল।

'বেশ, ডাইনি একটা আপেল খেয়ে ফেলেছে।'

'বাছা,' আসলান উত্তর দিল, 'সে কারণেই বাকি আপেলগুলো ওর কাছে ভয়ের কারণ। কেউ যদি ভুল সময়ে ভুল পথে আপেল তুলে নেয় তাহলে তার ক্ষেত্রে অমনটি হতে পারে। এই ফলটা ভালো কিন্তু ফল মারাত্মক।'

'ওহ, বুঝতে পেরেছি।' পলি বলল, 'আমার মনে হয় ডাইনি ভুল পথে তুলেছিল বলে ওর উপরে কাজ করেনি। তার মানে ডাইনি চিরজীবী আর তরুণী হতে পারবে না?'

'হায়!' আসলান দুদিকে মাথা নেড়ে বলল, 'পারবে। প্রকৃতি অনুযায়ীই সবসময় কাজ হয়। ডাইনি ওর মনের ইচ্ছে পূর্ণ করতে পারবে। ও একজন দেবীর মতোই শক্তি আর দীর্ঘজীবী হয়ে উঠবে। কিন্তু একজনের শয়তানের ইচ্ছে শুধুমাত্র তার কষ্টটাকেই আরো বাড়িয়ে দেয়। ওরা যা চায় তাই পায় কিন্তু সবসময় ঠিকভাবে পায় না।'

'আ-আমি একটা আপেল প্রায় খেয়েই ফেলেছিলাম, আসলান।' ডিগোরি বলল, 'আমি কি...'

'তুমি খেতে পারবে, বাছা।' আসলান বলল, 'ফলটা সবসময় কাজ করবে- অবশ্যই কাজ করবে। কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় কেউ তুলে নিলে ঠিকঠাকভাবে কাজ করবে না। যদি কোনো নার্নিয়ান একটা আপেল চুরি করে এখানে নার্নিয়াকে রক্ষা করতে রোপণ করে, তাহলে ওটা হয়তো

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নার্নিয়াকে রক্ষা করবে। কিন্তু তাতে নার্নিয়া হয়তো চার্নের মতো আরেকটা ক্রুর রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আর ওই ডাইনি তোমাকে আরেকটা ব্যাপারে লোভ দেখিয়েছিল, তাই না বাছা?'

'হ্যাঁ, আসলান। ডাইনি চেয়েছিল আমি আপেল নিয়ে সরাসরি মায়ের কাছে যাই।'

'বুঝতে পেরেছি। এটা হয়তো ওকে সুস্থ করে তুলতো। কিন্তু তাতে তোমার বা তার কোনো আনন্দ হতো না। এরকম একটা দিন আসতো যখন তোমরা দুজনেই ভাবতে এর চেয়ে অসুস্থ হয়ে মরে যাওয়াই ভালো ছিল।'

ডিগোরি কিছুই বলল না। ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। মাকে বাচানোর সব আশাই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু একই সাথে ও জানে সিংহ জানতো কী ঘটতে পারে। হয়তো এরকম ভয়ানক কিছু ঘটতো যার চেয়ে প্রিয় মানুষের মৃত্যু হওয়াও ভালো। কিন্তু আসলান আবার ফিসফিসানির স্বরে কথা বলতে লাগল—

'বাছা, চুরি করা আপেলে ওরকমই ঘটতে পারতো। এখন আর অমনটি ঘটবে না। আমি তোমাকে যা দিবো তা তোমার জন্য আনন্দই বয়ে আনবে। তোমার জগতে হয়তো চিরজীবী হতে পারবে না কিন্তু তাতে অসুস্থতা সেরে উঠবে। যাও, তোমার মায়ের জন্য একটা আপেল তুলে নিয়ে এসো।'

ডিগোরির প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে একটু কষ্ট হলো। তারপর ও স্বপ্নের মতোই গাছের দিকে হেঁটে গেল। রাজা রানী হর্ষধ্বনি করতে লাগল। বাকি সব প্রাণীরাও হর্ষধ্বনি করল। ডিগোরি একটা আপেল তুলে ওর পকেটে রাখল। তারপর আসলানের কাছে ফিরে এল।

'প্লিজ,' ডিগোরি বলল, 'আমরা কি এখন বাড়ি যেতে পারি?" ডিগোরি 'ধন্যবাদ' দিতে ভুলে গেল। কিন্তু ওর মন ধন্যবাদ দিয়েছিল। আসলান বুঝতে পারল।

BanglaBook.org

পঞ্চদশ অধ্যায়

এই গল্পের শেষ আর সব গল্পের শুরু

'আমি তোমার সাথে থাকলে তোমার আর কোনো আংটির দরকার হবে না।' আসলান বলল। ওরা দুজন চোখের পলক ফেলে সামনের দিকে তাকাল। ওরা আরো একবার জগতের মাঝের বনে দাঁড়িয়ে আছে। আঙ্কেল এ্যান্ড্রু ঘাষের ওপর শুয়ে আছে। আসলান ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'এসো' আসলান বলল, 'তোমাদের ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। কিন্তু আগে দুটো জিনিস দেখতে হবে। একটা সতর্কতা, আরেকটা আদেশ। এদিকে দেখ, বাছারা।'

ওরা তাকাল। ঘাসের মধ্যে একটা ছোট্ট গর্ত দেখতে পেল। গর্তের নিচের দিকে ঘাসে ভরা। শুকনো আর গরম।

'তোমরা শেষবার যখন এখানে এসেছিলে,' আসলান বলল, 'এই গর্তটা একটা জলাশয় ছিল। তোমরা এখানে লাফ দিয়ে চাঁদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জগতে গিয়েছিলে। এখন আর কোনো জলাশয় নেই। ওই জগৎটা শেষ হয়ে গেছে। আদম আর ইভের বংশধরদের সতর্ক করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, আসলান' ওরা দুজনেই বলল। কিন্তু পলি যোগ করল, 'কিন্তু আমরা ওই জগতের মতো অতো খারাপ নই, আসলান।'

'এখনও না, ঈভের কন্যা।' আসলান বলল, 'এখনও নয়। কিন্তু তোমরা ওরকম করেই বড় হয়ে উঠবে। এরকম নয় যে তোমাদের জগৎটাও ওভাবেই বেড়ে উঠবে। এবং একসময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা বুড়োবুড়ি হওয়ার আগেই তোমাদের জগতে স্বৈরশাসকরা রাজত্ব করবে। তোমাদের জগৎকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিও। এটা একটা সতর্ক সংকেত। এখন তোমাদের প্রতি আমার আদেশ। তোমরা তোমাদের জগতে পৌঁছেই আঙ্কেলের সব জাদুর আংটি মাটিতে পুঁতে ফেলবে যাতে আর কেউ ব্যবহার করতে না পারে।'

BanglaBook.org

ওরা দুজনেই সিংহের মুখের দিকে তাকাল। সিংহের মুখ সোনালি আভায় উদ্ভাসিত। একটা সোনালি আলোর উপরে ওরা ভাসতে লাগল। এই মুহূর্তের স্মৃতি ওদের আজীবন মনে থাকবে। পরের মুহূর্তেই ওরা তিনজন (আঙ্কেল এ্যান্ড্রু এখন জেগে উঠেছে) লন্ডন শহরের আবহাওয়ার আস্বাদ পেল।

ওরা তিনজনই কেটরলির সামনের দরজার বাইরের পেভমেন্টে দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র ডাইনি, ঘোড়াটা আর ক্যাবি চলে গেছে। আর সব কিছুই একই রকম রয়েছে। একটা ল্যাম্পপোস্টও আছে। আগের সেই ল্যাম্পপোস্ট। একটা বাহু নেই। একটা দুই চাকার ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জনতার ভিড়ও লেগে আছে। সবাই তখনও দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কেউ কেউ ঝুঁকে পুলিশকে জিজ্ঞেস করছে, 'ওর জ্ঞান ফিরে আসছে।' অথবা 'তুমি এখন কেমন বোধ করছো,?' অথবা 'এখনি অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়বে।'

'গ্রেট স্কট!' ভাবল ডিগোরি। 'আমার বিশ্বাস আমাদের অ্যাডভেঞ্চার এক মুহূর্তেও সময় নেয়নি।'

বেশির ভাগ মানুষই জেডিস আর ঘোড়াটাকে খোঁজ করছিল। কেউ পলি আর ডিগোরির ফিরে আসার দিকে মনোযোগ দেয়নি। আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকেও কেউ খেয়াল করছে না। সৌভাগ্যবশত বাড়ির সামনের দরজা খুলে গেল। হাউজ মেইড দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। ওরা দুজন আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে নিয়ে জোর করে কোনো কথা বলতে না দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

BanglaBook.org

আঙ্কেলকে নিয়ে ওরা চলে এল। ভয় পাচ্ছিল উনি আবার সেই স্টাডির দিকে যাবেন। হয়তো আবার জাদুর আংটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু ওদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আঙ্কেল আগে ওয়ার্ডরোবের মধ্যের মদের বোতলের খোঁজ করছেন। তিনি বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি ড্রেসিং গাউন পরে বেরিয়ে এসে সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

'তুমি কি অন্য আংটিগুলো নিয়ে আসতে পারবে, পলি?' ডিগোরি বলল, 'আমি মায়ের কাছে যেতে চাই।'

'ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।' পলি স্টাডি রুমের দিকে চলে গেল।

ডিগোরি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে মায়ের রুমে ঢুকল। মা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ও মাকে অনেকবার ওরকমভাবে শুয়ে থাকতে দেখেছে। মায়ের জীর্ণ শীর্ণ মুখ দেখে ওর কান্না পেল। ডিগোরি পকেট থেকে জীবনের আপেল বের করে আনল।

ডিগোরি পকেট থেকে আপেলটা বের করতেই বাইরের সব রঙ ম্লান হয়ে গেল। সব কিছু ধূসর দেখাতে লাগল। আপেলের ঔজ্জ্বল্য সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল। আপেলের সুমধুর গন্ধ গোটা রুমে ছড়িয়ে পড়ে স্বর্গের দ্বার খুলে দিল।

'ওহ, সোনা, কি অপূর্ব!' ডিগোরির মা বললেন।

'তুমি এটা খেয়ে নাও, খাবে না? প্লিজ খাও।' ডিগোরি বলল।

'আমি জানি না ডাক্তার কী বলবে।' মা উত্তর দিলেন, 'কিন্তু সত্যি- আমার মনে হচ্ছে এখনই আপেলটা খেয়ে ফেলি।'

ডিগোরি আপেলের খোসা ছাড়িয়ে ছোট টুকরো টুকরো করে কেটে দিল। মা আপেল খেলেন। আপেল শেষ করতেই মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ডিগোরি জানে মা এখন স্বর্গীয় ঘুম ঘুমাবে। ও নিশ্চিত মায়ের মুখটা এখন একটু অন্যরকম দেখাবে। ও ঝুঁকে মায়ের কপালে চুমু খেয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। আপেলের ভেতরের বীজের অংশটা নিয়ে নিল। বাকি দিনটা ওর অদ্ভুতভাবে কাটল। সব কিছুই খুব সাধারণ আর স্বাভাবিক মনে হতে লাগল। কিন্তু আসলানের মুখ মনে পড়তেই আশা ফিরে এল।

সেই সন্ধ্যেয় ডিগোরি পেছনের বাগানে আপেলের বীজ পুতে দিল।

পরের সকালে ডাক্তার নিয়মিত দেখতে এলেন। ডিগোরি কথাবার্তা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল। ও শুনতে পেল ডাক্তার মায়ের রুম থেকে বেরিয়ে এসে আন্ট লেটিকে বলছেন—

BanglaBook.org

'মিস কেটরলি, আমার গোটা ডাক্তারি জীবনে সবচেয়ে অদ্ভুত অসাধারণ কেস দেখছি। একদম মিরাকলের মতো ব্যাপার ঘটেছে। ওই ছোট্ট ছেলেটার সামনে আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না। আমি কোনো মিথ্যে আশা দিতে চাই না। কিন্তু আমার মতামত হলো...' তারপর তিনি নিচু গলায় বললেন। ডিগোরি আর কিছু শুনতে পেল না।

সেই সন্ধ্যে ডিগোরি বাগানে গিয়ে গোপন সংকেতের মাধ্যমে পলিকে ডাকল।

'কী খবর?' পলি দেয়ালের ওপাশ থেকে বলল, 'আমি তোমার মায়ের কথা বলছি?'

'আমার মনে হয়- আমার মনে হয় মা ঠিক হয়ে যাচ্ছেন।' ডিগোরি বলল, 'কিন্তু তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমি এই ব্যাপারে কোনো কথা বলতে যাচ্ছি না। আংটির খবর কী?'

'আমি সবগুলোকেই নিয়ে এসেছি।' পলি বলল, 'দেখ। সব ঠিক আছে। আমি হাতে গ্লোভস পরে নিয়েছি। চলো ওগুলোকে মাটি দেই।'

'হ্যাঁ, চলো। আমি গতকাল যেখানে আপেলের বীজ পুঁতেছিলাম ওই জায়গাটা চিহ্ন করে রেখেছি।

তারপর পলি দেয়ালের এপাশে চলে এল। ওরা দুজনে একসাথে বাগানে গেল। কিন্তু ডিগোরির ওই জায়গার চিহ্নের কোনো দরকার ছিল না। কিছু একটা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে, নার্নিয়ার গাছ জন্মানোর মতো অতো তাড়াতাড়ি কোনো গাছ হয়ে যায়নি। কিন্তু মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে। ওরা গর্ত খুঁড়ে সবগুলো জাদুর আংটি মাটিচাপা দিল। ওদের নিজেদেরটাও সেই সাথে দিয়ে দিল।

এক সপ্তাহের মধ্যে ডিগোরির মা সুস্থ হয়ে উঠলেন। পনের দিনের মধ্যে তিনি বাগানে গিয়ে বসতে পারলেন। এক মাসের মধ্যে পুরো বাড়ির চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। আন্ট লেটি ওর মায়ের কথামত কাজ করতে লাগল। জানালাগুলো খুলে দেয়া হলো। পর্দা সরিয়ে ফেলা হলো। মা পুরানো পিয়ানো বাজাতে লাগলেন। ডিগোরি আর পলির সাথে খেলা করতে লাগলেন। আন্ট লেটি বলতে লাগলেন, 'আমি ঘোষণা করছি, ম্যাবেল, তোমাদের তিনজনের মধ্যে তুমিই বড়ো শিশু।'

ছয় সপ্তাহ পরে ভারত থেকে ডিগোরির বাবার চিঠি এলো। ওদের জন্য ভালো খবরই বয়ে আনল। বুড়ো চাচা কিরকি মারা গেছেন। তার মানে, ওর

BanglaBook.org

বাবা এখন অনেক ধনী। তিনি অবসর নিচ্ছেন। ভারত থেকে চিরদিনের জন্য চলে আসছেন। গ্রাম দেশে বিশাল বাড়িতে থাকতে পারবেন।

পলি আর ডিগোরির বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়েছে। পলি সপ্তাহের প্রতি ছুটির দিনে ডিগোরিদের বিশাল বাড়িতে বেড়াতে আসে। ওখানে ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, দুধ দোহা এবং গাছে চড়া শিখেছে।

নার্নিয়ায় পশুপাখি বেশ শান্তিতে আর আনন্দে বসবাস করছে। ডাইনি বা কোনো শত্রু শত বছরের মধ্যে ওদের দেশে এসে কোনো অশান্তি ঘটায়নি। রাজা ফ্রাঙ্ক আর রানী হেলেন ও তাদের সন্তানসন্তুতিরা নার্নিয়ায় সুখে আছে। ওদের দ্বিতীয় সন্তান এখন আর্চেনল্যান্ডের রাজা। ছেলেরা নিম্ফদের বিয়ে করেছে। মেয়েরা রিভারগডের। ডাইনির সেই ল্যাম্পপোস্ট নার্নিয়ার জঙ্গলে দিনরাত আলো দিতে থাকে। অনেক অনেক বছর পরে, আমাদের দেশের অন্য ছেলেমেয়েরা যখন নার্নিয়াতে গিয়ে পড়বে, সেই বরফের রাতেও মেয়েটি ওই আলোটি জ্বলতে দেখবে।

পেছনের বাগানে ডিগোরি যে আপেল বীজ লাগিয়েছিল তা থেকে সুন্দর গাছ জন্মেছে। কিন্তু আসলানের জগৎ থেকে দূরে থাকায় এই আপেলের কোনো জাদুকরী ক্ষমতা নেই। কিন্তু আপেলগুলো ইংল্যান্ডের আপেল থেকে অনেক সুস্বাদু। ডিগোরি এখন মধ্য বয়সী হয়ে গেছে। খুবই জ্ঞানী প্রফেসর। কেটরলির পুরানো বাড়িটা এখন ওরই দায়িত্বে।

ডিগোরি আর ওর পরিবার আঙ্কেল এ্যান্ড্রুকে ওর সাথে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেছে। ডিগোরির বাবা বলেছেন, 'আমাদের অবশ্যই ওই বুড়ো মানুষটাকে ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। বেচারী লেটিকে আর ওর দায়িত্ব দেয়া যাবে না।' আঙ্কেল এ্যান্ড্রু আর কখনও ম্যাজিকের চেষ্টা করেনি। আগেই তার শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রায় আগন্তুকদের তার গল্প বলেন। রহস্যময় রানীর গল্প বলেন, 'ওর শয়তানের মতো মেজাজ ছিল।' তিনি বলেন, 'কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী রমণী, স্যার, খুবই সুন্দরী তরুণী।'

BanglaBook.org